

বিষয়-ভিত্তিক
নির্বাচিত হাদীস শরীফ

মূল
আল্লামা আবদুল গফুর হাসান নদভী
অনুবাদ
মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

বিষয়-ভিত্তিক নির্বাচিত হাদীস শরীফ

মূল: আল্লামা আবদুল গফুর হাসান নদভী

অনুবাদ: মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার রিসার্চ একাডেমির পক্ষে
মুহাম্মদ আবদুল আদিল আল-হাসান, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন
বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০১৪ খ্রি. = রবিউল আওয়াল ১৪৩৪ হি.

প্রকাশনা ক্রমিক: ০৭, বিষয় ক্রমিক: ১০৮

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন
নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
মোহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার
হাসান লাইব্রেরী, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
মোস্তফা লাইব্রেরী, কেরানী হাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তাফিজুর রহমান মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা
শব্দবিন্যাস: মু. সগির আহমদ চৌধুরী, ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬,
mujahid_sach@yahoo.com
প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ: সাইলেন্স, সিরাজদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম
মূল্য : ৩০০ [তিনশত বিশ] টাকা মাত্র

Bisoi Vhittik Nirbachito Hadith Shareef: By Allama Abdul Gafoor Hasan Nadvi, Translated In Bangla By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Foundation, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 300

e-mail: abdulhai.nadvi@yahoo.com

saaajctg@yahoo.com

www.saaajbd.org

সূচিপত্র

লেখকের কথা	০৮
প্রকাশকের কথা	০৯
হাদীস সংকলনের ইতিহাস	১০
হাদীস-বিজ্ঞানে শাখাসমূহ	১৭
হাদীসের গ্রন্থাবলির স্তর বিন্যাস	২৩
হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা	২৬
প্রথম অধ্যায়: ইসলামের মূল ভিত্তিসমূহ	৩০
ইসলামী আকীদা ও রুকন	৩০
রাসূলুল্লাহ <small>ﷺ</small> -এর প্রতি অনুগত্য প্রকাশ	৩৩
রাসূলুল্লাহ <small>ﷺ</small> -এর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ	৩৩
রাসূলুল্লাহ <small>ﷺ</small> -এর আলোচনা পরিহার করা এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করা	৩৪
তকদীরে বিশ্বাস স্থাপন	৩৫
আখিরাতের হিসেব-নিকেশ	৩৬
মানব জীবনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন	৩৯
সৎ কাজের ধারণা	৪২
পার্থিব জীবনে মুমিনদের দৃষ্টিভঙ্গি	৪২
পার্থিব জীবনে মুমিনের অবস্থান	৪৩
দ্বিতীয় অধ্যায়: দীনী শিক্ষা	৪৫
জ্ঞানার্জন এবং দীনী শিক্ষার ফযীলত	৪৫
দীনের প্রচার ও সংস্কারের পন্থাসমূহ	৪৬
সন্তান ও পরিবার-পরিজনদের দীনী শিক্ষা দেয়া প্রসঙ্গে	৫৮
দীনের ব্যাপারে দায়িত্বহীনতার প্রকাশ	৪০
নিকৃষ্ট আলিম	৫১
তৃতীয় অধ্যায়: দীনকে আঁকড়ে ধরা প্রসঙ্গে	৫৪
দীনের পুনর্জীবন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা	৫৪
দীনী ব্যাপারে চিন্তা-চেতনা	৫৬

চতুর্থ অধ্যায়: ইবাদত প্রসঙ্গ	৬০
মানব জীবনে সালাত বা নামাযের গুরুত্ব	৬০
সিয়াম বা রোযা	৬২
হজের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য	৬৩
নফল ইবাদতের গুরুত্ব	৬৩
আল্লাহর যিকর ও কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে	৬৪
আল্লাহর যিকর	৬৫

পঞ্চম অধ্যায়: নৈতিকতা	৬৮
ইসলামে নৈতিকতা	৬৮
ঈমান ও আখলাক প্রসঙ্গ	৬৮
সর্বোত্তম চরিত্রের গুণাবলি (তাকওয়া)	৬৯
মুত্তাকী সুলভ জীবন	৬৯
তাকওয়ার দৃষ্টান্ত	৭১
আল্লাহর ওপর ভরসা	৭২
বিপদাপদে ধৈর্যধারণ	৭৪
মৌলনীতি পালনে ধৈর্যধারণ এবং সুশৃঙ্খল জীবন	৭৫
শত্রুর মুকাবিলায় ধৈর্য	৭৫
প্রতিশোধের স্পৃহায় ধৈর্য	৭৬
নৈতিক বৈশিষ্ট্য আত্মসংযমের দৃষ্টান্ত	৭৭
ক্ষমা ও সহনশীলতার অভিনব দৃষ্টান্ত	৭৮
লজ্জার বৈশিষ্ট্য	৭৮
গোপনীয়তা	৭৯
সুখ্যাতি ও উচ্চাভিলাস	৮১
সহজ-সরল জীবন পদ্ধতি	৮৩
বদান্যতা	৮৭
তাকওয়ার পরিধি	৭০
তাকওয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি	৭২
ধৈর্যধারণ	৭৪
আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ	৭৪
অভাব-অনটনে সবর	৭৫
গাভীর্যতা	৭৯
বিনয় ও নম্রতা	৮০
অপ্সে তুষ্টি	৮১
মধ্যমপন্থা অবলম্বন	৮৫
সততা ও আমানতদারী	৮৭

ষষ্ঠ অধ্যায়: চারিত্রিক দোষত্রুটি	৮৮
আত্মস্মৃতি	৮৮
অহংকারের পরিণতি	৮৯
স্বার্থপরতা	৯০
ব্যক্তিত্বহীনতা	৯১
কৃত্রিমতার অনুকরণ	৯২
বাহ্য আড়ম্বরের পরিণাম	৮৯
নিকৃষ্ট আচার-আচরণ	৯০
কৃপণতা	৯১
লালসা	৯১
কথাবার্তায় কৃত্রিমতা	৯২

লৌকিকতা পরিহার করা	৯৩	অনর্থক কাজে লিপ্ত হওয়া	৯৩
অপচয় ও অপব্যবহার			৯৪
অহেতুক অপচয় ও ভোগ-বিলাস			৯৫
নৈরাশ্য ও মৃত্যু কামনা			৯৫
সন্দেহ			৯৫

সপ্তম অধ্যায়: পবিত্র জীবন-যাপন

৯৬

উত্তম চিন্তা-চেতনা	৯৬	পরিপূর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা	৯৬
পানাহারের আদব	১০০	গাষ্ঠীর্থতা	১০১
কুরআন তিলাওয়াতের নীতি	১০১	কথাবার্তায় সচেতনতা	১০২
যবানের হিফায়ত	১০২	মুচকি হাসি	১০২
অটুহাসি	১০২	সফরের আদব	১০২
সতর্কতামূলক পদক্ষেপ	১০৩	শয়নের আদব-কায়দা	১০৩
স্বাস্থ্যের রক্ষণা-বেক্ষণ	১০৪	চলাফেরায় আদব	১০৪

অষ্টম অধ্যায়: আদর্শভিত্তিক সমাজ ও পরিবার

১০৫

পিতা-মাতার অধিকার এবং তাঁদের মর্যাদা			১০৫
আত্মীয়তার সম্পর্ক সুরক্ষা করা			১০৫
স্বামীর আনুগত্য	১০৬	পৃণ্যবতী স্ত্রী	১০৬
আত্মীয়তার গুরুত্ব	১০৭	স্বামী-স্ত্রীর সু-সম্পর্ক	১০৭
স্ত্রীদের সাথে সহানুভূতি	১০৭	সমতা বিধান	১০৭
পারিবারিত জীবন	১০৮	সন্তানদের সাথে সাম্য	১১০
আত্মীয়তা প্রসঙ্গ	১১০	দুর্বলদের সাথে সদাচরণ	১১১
সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি	১১১	মেহমানের হুক	১১২
অধিনস্থদের অধিকার	১১৩	দুর্বলদের সাথে সদাচরণ	১১৩
ধনীদের সম্পদে গরীবের হুক			১১৪
বিপদগ্রস্থের সাহায্য করা			১১৪
বড়দের সম্মান প্রদর্শন			১১৫
সামাজিক আচরণ			১১৫
বিদায়ী ব্যক্তির জন্য দুআ			১১৫
দীনী ভাইদের পারস্পরিক ব্যবহার			১১৫
সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের মধ্যমপন্থা			১১৬
দুর্বল ও রোগীদের প্রতি লক্ষ্য রাখা			১১৭
শ্রমজীবী লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখা			১১৭

নিঃস্ব ও সাধারণ লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখা	১১৮
ইয়াতীমের সাথে উত্তম আচরণ	১১৯
খাদেম বা চাকরের সাথে সদাচার	১১৯
সাধারণের প্রতি অনুগ্রহ	১২০

দ্বিতীয় খণ্ড: দলীয় ও সামাজিক জীবনে সুসম্পর্ক ১২১

কল্যাণ কামনা	১২১
অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিরোধ	১২২
পারস্পরিক সুদৃঢ় সম্পর্ক	১২২
পারস্পরিক সম্পর্ক	১২৩
উত্তম লেনদেন	১২৩
পারস্পরিক সলা-পরামর্শ	১২৪
মুসলমানের সাহায্য	১২৪
সুধারণা	১২৪
মজলিসের আচার-আচরণ	১২৪
ঘরে প্রবেশের আদব	১২৫
বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত	১২৬
সর্বক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা	১২৬
হাস্য রসিকতা	১২৬

দলীয় ও সামাজিক বিপর্যয় ১২৭

কথাবার্তায় সতর্কতা	১২৭
দায়িত্বহীন কথা	১২৮
অশ্লীল কথা	১২৯
মানুষকে ঠাট্টা-বিদ্রোপ ও তুচ্ছ জ্ঞান করা	১২৯
অপরের দোষ খোঁজ করা	১৩০
চোগলখোরী করা	১৩০
গীবতের সীমারেখা	১৩১
মৃত ব্যক্তির গীবত করা	১৩২
দু'মুখো নীতি অবলম্বন করা	১৩২
হিংসা-বিদ্বেষ	১৩২
পারস্পরিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না করা	১৩৩
আত্মসত্তারিতা	১৩৩
চাটুকாரীতা	১৩৩
অকল্যাণকর জ্ঞান অন্বেষণ	১৩৪
প্রতিশ্রুতি পালন না করা	১৩৪
মুনাফিকী	১৩৪
কথা ও কাজের সীমারেখা	১৩৫
যুলুমের সহযোগিতা করা	১৩৫
অধিকার থেকে বঞ্চিত করা	১৩৬
আমানতের খিয়ানত করা	১৩৬
ঘুষ	১৩৭

ঘৃষ, বখশিষ ও উপহার উপঢৌকন ইত্যাদি		১৩৭
সুদ ও তোহফা	১৩৮	যুদ্ধ বিগ্রহ ১৩৮
বাগড়া-বিবাদ	১৩৮	মুসলমান হত্যা ১৩৯
ধোঁকা ও প্রতারণা	১৩৯	সম্পদ মজুদ করে রাখা ১৩৯
তালবাহানা		১৩৯
অযোগ্য যখন যোগ্যতার পরিচয় দেয়		১৪০
বিবেক ও বিবেচনা	১৪০	সংকীর্ণতা ১৪০
কৃত্রিমতা	১৪১	বিজাতীয় অনুকরণ ১৪২
ব্যক্তিপূজা	১৪২	জাঁকজমক ১৪২
জাহেলী ধ্যান-ধারণা	১৪৩	কিয়ামতের আলামত ১৪৩
নিকৃষ্টতার পরিচয়		১৪৩
সামাজিকতার ক্ষেত্রে শ্রেণীভেদ		১৪৩
নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে সতর্কতা		১৪৪
অশ্লীলতার পরিণতি		১৪৫
নেতৃত্বের লোভ-লালসা		১৪৬
অপরাধীর জন্য সুপারিশ		১৪৬
চুক্তির ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়		১৪৭
দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা		১৪৭

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা		১৪৮
সুসংগঠিত জীবন		১৪৮
দলীয় জীবনের অপরিহার্যতা		১৪৮
নিয়মানুবর্তিতা		১৪৯
আনুগত্যের সীমারেখা	১৪৯	চুক্তি সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ ১৫০
নেতার করণীয়	১৫০	ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব ১৫১
ইমামের গুণাবলি	১৫১	পদলোভীর পরিণতি ১৫২
পদপ্রার্থীর যোগ্যতা	১৫৩	পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত ১৫৩
বিচারকের গুণাবলি	১৫৪	আইনের দৃষ্টিভঙ্গি ১৫৫
বিচারের নিয়ম-নীতি	১৫৬	ইসলামে যুদ্ধনীতি ১৫৬
ইসলামের আন্তর্জাতিক নীতি	১৫৭	ধর্ম ও রাজনীতি ১৫৭

লেখকের কথা

মানব জীবনের অর্থাৎ মুমিন মুসলমানের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যই হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহর দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা। তাঁর কাজে নিয়োজিত থেকে তার সম্ভ্রষ্ট অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে ইহ ও পরলৌকিক সফলতা অর্জন করা। একথা চিরাচরিত সত্য যে ব্যক্তি এ ব্যবস্থাপনায় আত্মনিয়োগ করবে; সে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই মুমিনোচিত ভাবধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে এবং এতে করে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনের সম্যক একটা ধারণা তার কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে। তখনই তার চিন্তা-চেতনায় পার্থিব লোভ-লালসা নিতান্তই তুচ্ছ মনে হবে। তখন স্রষ্টা ও সৃষ্টির এক সুনিবিড় বন্ধনে সে জড়িয়ে পড়বে। আমি মনে করি এসব কিছুর ব্যাপক ধারণা অর্জনের জন্য তাফহীমুল কুরআন ও অন্যান্য গবেষণামূলক গ্রন্থ পাঠ করলে তাঁর ধ্যান-ধারণা আরো ব্যাপক উন্মোচিত হবে।

মানব জীবনের ইহ ও পরলৌকিক সফলতা অর্জনের উপযোগী করে আলোচ্য গ্রন্থটি সংকলিত করা হয়েছে। প্রাথমিক ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি উল্লেখিত গ্রন্থের বিষয়বস্তুসমূহ নিবিষ্ট মনে পাঠ করবে এবং অন্যকেও উপদেশ প্রদান করবে। কেননা এক মুমিন অন্য মুমিনের ভাই। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হবে এর সুফলে অংশীদার করা।

এ বিষয়ে আরো ধারণার জন্য গ্রন্থটি সংকলনকালে ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যদিও এই বইটি আরবী না জানা ব্যক্তিও বিশেষভাবে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে তবুও সাধারণ পাঠকও এর দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। যেহেতু মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু এতে তুলে ধরা হয়েছে।

এই বইয়ের শুরুতে হাদীস সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও উপস্থাপন করা হয়েছে। যা হাদীস শিক্ষার্থীর জন্য একান্ত প্রয়োজন—অনুবাদক।

আমি কায়মনো বাক্যে সুমহান আল্লাহ তাআলার কাছে আবেদন জানাচ্ছি এ অধর্মের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করুন, যাতে পরলৌকিক জীবনে নাজাতের উসিলা হয় এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছে তাদেরও। আমীন।

আবদুল গাফফার হাসান নদভী

১৪ নভেম্বর ১৯৫৬

প্রকাশকের কথা

আল-হামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীনের। দরুদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত, রাহমাতুলল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর বংশধরদের প্রতি এবং সালাম সেসব বীর মুজাহিদদের প্রতি, যাঁরা আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করতে শাহাদতের নাজরানা পেশ করেছেন।

ইসলামী আন্দোলনের দিক-নির্দেশনা সম্বলিত এস্তেখাবে হাদীস গ্রন্থটি বর্তমান সময়ে এর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অপরিসীম। বর্তমান সময়ে মানুষের চিন্তা-চেতনায় পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে এ গ্রন্থটি পাঠে কিছুটা হলেও টনক নড়বে। মানব জীবনের পরিপূর্ণ উদ্দেশ্য কি সে বিষয়গুলো সংক্ষিপ্ত আকারে এ গ্রন্থে উপস্থাপনা করে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেকোন পাঠকই এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হয়ে সফলতার পথ খুঁজে পাবেন বলে আমাদের ধারণা। বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য দিক-নির্দেশনা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব সহজ-সরল ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে। এতে যেকোন পাঠকই সহজে আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়সমূহের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

বিনীত
প্রকাশক
ফেব্রুয়ারি ২০১৪

হাদীস সংকলনের ইতিহাস

হাদীস শাস্ত্রের সমস্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় উপস্থাপনা সম্ভব নয়। এই জন্য স্বতন্ত্র একখানা গ্রন্থের প্রয়োজন। এখানে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এর দ্বারা অনুমান করা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের এ অমূল্য সম্পদ এ তেরশত বছর যাবৎ কোন কোন পর্যায়ে অতিক্রম করে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। এর দ্বারা আরো জানা যাবে যে, কোন মহান ব্যক্তিবর্গ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হেদায়তের এ পবিত্র উৎসকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে সংক্ষিপ্ত আকারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিজেদের জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন এবং প্রয়োজনবোধে এ কাজে নিজেদের জীবন বাজি রাখতেও কুণ্ঠিত হননি।

তিনটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসসমূহ আমাদের কাছে পৌঁছেছে। যথা—

১. লিপিবদ্ধ আকারে,
২. স্মৃতি ধরে রাখার মাধ্যমে,
৩. পঠন-পাঠনের মাধ্যমে।

হাদীস সংগ্রহ ও বিন্যাস ও গ্রন্থাকারে সংকলনের সময় সমষ্টিকে চার যুগে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম যুগ

হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ থেকে প্রথম হিজরী শতকের শেষ পর্যন্ত: এ যুগের হাদীস সংগ্রাহক, সংকলক ও হাফিযগণের প্রসিদ্ধ কয়েকজনের পরিচয় নিয়ে তুলে ধরা হলো:

হাদীসের প্রসিদ্ধ হাফিযগণ

১. হযরত আবু হুরায়রা রাঃ (আবদুর রহমান): তিনি ৭৮ বছর বয়সে ৫৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪ এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীর সংখ্যা প্রায় আটশত।
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ: তিনি ৭১ বছর বয়সে ৬৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২৬৬০।
৩. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাঃ: তিনি ৬৭ বছর বয়সে ৫৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৩০।

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহুমা: তিনি ৮৪ বছর বয়সে ৭৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৩০।
৫. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু: তিনি ৯৪ বছর বয়সে ৭৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৫৬০।
৬. হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু: তিনি ১০৩ বছর বয়সে ৯৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১২৮৬।
৭. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু: ৮৪ বছর বয়সে ৭৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১১৭০।

এ কয়জন মহান সাহাবীর প্রত্যেকেরই এক হাজারের অধিক হাদীস মুখস্ত ছিল। তা ছাড়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (মৃত্যু ৬৩ হিজরী) রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু, হযরত আলী কাররামালাহু ওয়াজহাহু (মৃত্যু ৪০ হিজরী) এবং হযরত ওমর ফারুক রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু (মৃত্যু ২৩ হিজরী) সেসব সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫০০ থেকে এক হাজারের মধ্যে।

অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু (মৃত্যু ১৩ হিজরী), হযরত ওসমান রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু (মৃত্যু ৩৬ হিজরী), হযরত উম্মে সালামা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহা (মৃত্যু ৫৯ হিজরী), হযরত আবু মুসা আল-আশআরী রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু (মৃত্যু ৫২ হিজরী), হযরত আবু যর আল-গিফারী রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু (মৃত্যু ৩২ হিজরী), হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু (মৃত্যু ৫১ হিজরী) প্রত্যেকের কাছ থেকে একশতের অধিক এবং পাঁচশতের কম হাদীস বর্ণিত আছে।

সাহাবীদের ছাড়া এ যুগের একদল মহান তাবেঈর কথাও স্মরণ করার যোগ্য, যাদের নিরলস পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় হাদীস ভাণ্ডার থেকে মিল্লাতে ইসলামিয়া কিয়ামত পর্যন্ত উপকৃত হতে থাকবে। তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—

১. হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রাযীয়াতু'ল্লাহু আলায়াহি: ওমর ফারুক রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের দ্বিতীয় বর্ষে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি হযরত ওসমান রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু, হযরত আয়েশা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহা, হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু, হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু প্রমুখ সাহাবীর কাছে হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন।
২. হযরত ওরওয়া ইবনুয যুবাইর রাযীয়াতু'ল্লাহু আলায়াহি: তিনি মদীনার বিশিষ্ট আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহা-এর বোনপুত্র। তিনি তাঁর কাছ থেকেই বেশির ভাগ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অনন্তর তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু ও হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর কাছেও হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। সালেহ ইবনে কাইসান ও ইমাম যুহরীর

মতো আলেমগণ তাঁর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ইন্তেকাল করেন ৯৪ হিজরীতে।

৩. হযরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর র‍্যোহা/কি
আলায়াহ: তিনি মদীনার প্রসিদ্ধ সাতজন ফিকহবিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা ও পিতামহসহ অপরাপর সাহাবীদের কাছে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। হযরত নাফে র‍্যোহা/কি
আলায়াহ, ইমাম যুহরী র‍্যোহা/কি
আলায়াহ ও অপরাপর প্রসিদ্ধ হাদীসবিশারদ তাবেঈগণ তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি ১০৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।
৪. হযরত নাফে র‍্যোহা/কি
আলায়াহ: তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর র‍্যোহা/কি
আনহুমা-এর মুক্তদাস। তিনি তাঁর মনিবের বিশিষ্ট ছাত্র এবং ইমাম মালেক র‍্যোহা/কি
আলায়াহ-এর শিক্ষক ছিলেন। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর র‍্যোহা/কি
আনহুমা-এর সূত্রেই বেশিরভাগ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ১১৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

এ যুগের সংকলনসমূহ

এক. সহীফায়ে সাদেকা

এটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস র‍্যোহা/কি
আনহুমা কর্তৃক সংকলিত হাদীস গ্রন্থ। হাদীসের গ্রন্থ রচনার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যা শুনতেন তা লিখে রাখতেন। এ জন্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁকে অনুমতি প্রদান করেছিলেন। তিনি ৭৭ বছর বয়সে ৬৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

এ গ্রন্থে প্রায় ১ হাজার হাদীস সংকলিত হয়েছিল। এ গ্রন্থখানা কয়েক যুগ ধরে তাঁর পরিবারের লোকদের কাছে সংরক্ষিত ছিল। বর্তমানে তা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র‍্যোহা/কি
আলায়াহ-এর সংকলিত *মুসনদে আহমদ* নামক গ্রন্থে পূর্ণরূপে বিদ্যমান রয়েছে।

দুই. সহীফায়ে সহীফা

হযরত হাম্মান ইবনে মুনাবিহ (মৃত্যু ১০১ হিজরী) এ গ্রন্থখানা সংকলন করেন। তিনি হযরত আবু হুরায়রা র‍্যোহা/কি
আনহু-এর একজন ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর উস্তাদ মুহতরমের বর্ণিত হাদীসগুলো এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। গ্রন্থটির হস্তলিখিত কপি বার্লিন ও দামেশকের গ্রন্থাগারসমূহে সংরক্ষিত আছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র‍্যোহা/কি
আলায়াহ তাঁর *মুসনদ* গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা র‍্যোহা/কি
আনহু বর্ণিত হাদীসসমূহ শিরোনামে পূর্ণ গ্রন্থটি সন্নিবেশ করেছেন। এ সংকলনটি কিছুকাল পূর্বে ড. হামীদুল্লাহর প্রচেষ্টায় হায়দারাবাদ (দক্ষিণাত্য) থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৩৮টি হাদীস সংরক্ষিত আছে।

এ সংকলনটি হযরত আবু হুরায়রা র‍্যোহা/কি
আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহের একটি অংশমাত্র। এর অধিকাংশ হাদীস *সহীহ আল-বুখারী* ও *সহীহ*

মুসলিমেও পাওয়া যায়। মূল পাঠ প্রায় একই, বিশেষ কোন তারতম্য নেই।

তিন.

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর অপর ছাত্র হযরত বশির ইবনে নাহীক রাঃ একটি সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন। হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর ইন্তেকালের পূর্বে তিনি তাঁকে এই সংকলন পড়ে শোনান এবং তিনি তা সত্যায়িত করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত অবগতির জন্য ড. হামীদুল্লাহ কর্তৃক সম্পাদিত *সহীফায়ে ইবনে হাম্মানের* ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

চার. মুসনদে আবু হুরায়রা রাঃ

সাহাবীদের যুগেই এই সংকলন প্রস্তুত করা হয়েছিল। এর একটি হস্তলিখিত কপি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ রাঃ-এর পিতা এবং মিসরের গভর্নর আবদুল আজীজ ইবনে মারওয়ান (মৃত্যু ৮৬ হিজরী)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তিনি কাসির ইবনে মুররাকে লিখে পাঠিয়ে ছিলেন, তোমাদের কাছে সাহাবায়ে কেরামের যেসব হাদীস বর্তমান আছে তা লিপিবদ্ধ করে আমার কাছে পাঠাও। কিন্তু হযরত আবু হুরায়রা রাঃ বর্ণিত হাদীস লিখে পাঠানোর প্রয়োজন নেই। কেননা তা আমার কাছে লিপিবদ্ধ আকারে বর্তমান আছে। আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাঃ-এর স্বহস্তে লিখিত *মুসনদে আবু হুরায়রা* রাঃ-এর একটি কপি জার্মানির গ্রন্থাগারে বর্তমান আছে।

[তিরমিযীর শরহ তুহফাতুল আহওয়ায়ী গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ. ১৬৫]

পাঁচ. সহীফায়ে হযরত আলী রাঃ

ইমাম বুখারী রাঃ-এর ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, এ সংকলনটি বেশ বড় ছিল। এর মধ্যে যাকাত, মদীনার হেরেম, বিদায় হজের ভাষণ ও ইসলামী সংবিধানের ধারাসমূহ বিস্তারিত বর্ণিত ছিল।

[সহীহ আল-বুখারী, খ. ১, পৃ. ৪৫১]

ছয়. রাসূলুল্লাহ সঃ-এর লিখিত ভাষণ

মক্কা বিজয়কালে রাসূলুল্লাহ সঃ আবু শাহ ইয়ামানী রাঃ-এর আবেদনক্রমে তাঁর দীর্ঘ ভাষণ লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ ভাষণ মানবধিকারের দিক-নির্দেশনা সংবলিত।

[সহীহ আল-বুখারী, খ. ১, পৃ. ২০]

সাত. সহীফায়ে হযরত জাবির রাঃ

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁর ছাত্র হযরত ওয়াহহাব ইবনে মুনাবিহ (মৃত্যু ১১০ হিজরী) ও হযরত সুলাইমান ইবনে কয়েস লশকেরী লিপিবদ্ধ আকারে সংকলন করেছিলেন। এ সংকলনে হজের নিয়মাবলি ও বিদায় হজের ভাষণ লিপিবদ্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে।

আট. রেওয়ায়েতে আয়েশা সিদ্দীকা রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا

হযরত আয়েশা রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁর ছাত্র ও বোনপুত্র ওরওয়া ইবনুয যুবায়ের رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَتْمَةَ লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

[তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৭, পৃ. ১৮৩]

নয়. আহাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا

এটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا-এর বর্ণিত হাদীসসমূহের সংকলন। তাবিঈ হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَتْمَةَ তাঁর হাদীসসমূহ লিখিত আকারে সংকলন করতেন।

দশ. সহীফায়ে আনাস ইবনে মালেক رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ

হযরত সাঈদ ইবনে হিলাল বলেন, আনাস ইবনে মালেক رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর স্বহস্তে লিখিত একখানা সংকলন বের করে আমাদের দেখাতেন এবং বলতেন, এ হাদীসগুলো আমি সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শুনেছি এবং লিপিবদ্ধ করার পর তা পাঠ করে তাঁকে শুনিয়ে সত্যায়িত করে নিয়েছি।

[সহীফায়ে হাম্মানের ভূমিকা, পৃ. ৩৪]

এগার. অমর ইবনে হাযম রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ

যাকে ইয়ামানের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠানোর সময় নবী করীম ﷺ একটি লিখিত নির্দেশনামা দিয়েছিলেন। তিনি শুধু এ নির্দেশনামাই সংরক্ষণ করেননি, বরং এর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আরো ফরমান যুক্ত করে একটি সুন্দর সংকলন তৈরি করেন।

[ড. হামীদুল্লাহ, আল-ওয়াসায়িকুস সিয়াসিয়া, পৃ. ১০৫]

বার. রিসালা সামুরা ইবনে জুনদুব রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ

তাঁর ছেলে এটা তাঁর কাছে থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন। এটি হাদীসের একটা উল্লেখযোগ্য সংকলন। এতে অনেকগুলো হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছিল।

[তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৪, পৃ. ২৩৬]

তের. সহীফায়ে সা'দ ইবনে উবাদা রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী। তিনি জাহিলী যুগ থেকেই লেখাপড়া জানতেন। তিনি যে সকল হাদীস বর্ণনা করতেন তা এ সংকলনে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

চৌদ্দ. মাআন থেকে বর্ণিত

তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ-এর পুত্র হযরত আবদুর রহমান আমার সামনে একটি কিতাব এনে শপথ করে বললেন, এটা আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ-এর স্বহস্তে লিখিত কিতাব।

[জামিউল ইলম, পৃ. ৩৭]

পনের. মাকতুবাতে নাফে ^{মোহাম্মদ}আলায়াহ

সুলাইমান ইবনে মুসা বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ^{রায়হা}আনহুমা হাদীস বর্ণনা করতেন আর তার আযাদকৃত গোলাম ও ছাত্র নাফে তা লিপিবদ্ধ করতেন।

[দারিমী, পৃ. ৬৯, সহীফা ইবনে হাম্মামের ভূমিকা, পৃ. ৪৫]

যদি গবেষণা ও অনুসন্ধানের ধারা অব্যাহত রাখা হয় তবে উল্লিখিত সংকলনগুলো ব্যতীত আরো অনেক সংকলনের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এ যুগে সাহাবায়ে কিরাম ও প্রবীণ তাবিঈগণ বেশির ভাগ নিজেদের ব্যক্তিগত স্মৃতিতে সংরক্ষিত হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীযুগে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ আরো ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। এ যুগের হাদীস সংকলকগণ নিজেদের ব্যক্তিগত ভাণ্ডারের সাথে নিজ নিজ শহর ও অঞ্চলের মুহাদ্দিসগণের সংগৃহীত হাদীসসমূহও সংযোজন করেন।

দ্বিতীয় যুগ

এ যুগটি প্রায় দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথমার্ধে গিয়ে শেষ হয়। এ যুগে তাবিঈদের একটি বিরাট দল স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে হাদীস সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা প্রথম যুগের লিখিত ভাণ্ডারকে ব্যাপক আকারে সংকলনসমূহে একত্র করেন।

এ যুগে প্রসিদ্ধ হাদীস সংগ্রহকারীগণ

এক. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে শিহাব আয-যুহরী ^{মোহাম্মদ}আলায়াহ

তিনি ইমাম আয-যুহরী নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ (মৃত্যু ১২৪ হিজরী)। তিনি নিজ যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ^{রায়হা}আনহুমা, হযরত আনাস ইবনে মালেক ^{রায়হা}আনহু, হযরত সাহল ইবনে সা'দ ^{রায়হা}আনহু এবং তাবিঈ হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব ^{মোহাম্মদ}আলায়াহ ও হযরত মাহমুদ ইবন রাবী ^{মোহাম্মদ}আলায়াহ এবং হযরত সুফিয়ান ইবনে উমাইয়া ^{মোহাম্মদ}আলায়াহ-এর মতো প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমামগণ তাঁর ছাত্রের অন্তর্ভুক্ত। ১০১ হিজরীতে উমার ইবনে আবদুল আজীজ ^{মোহাম্মদ}আলায়াহ তাঁকে হাদীস সংগ্রহ করে তা একত্র করার নির্দেশ প্রদান করেন। এ ছাড়া তিনি মদীনার গভর্নর আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হায়মকে নির্দেশ দেন যেন তিনি আবদুর রহমান কন্যা আমরা ও কাসিম ইবনে মুহাম্মদের কাছে হাদীসের যে ভাণ্ডার সংগৃহীত রয়েছে তা লিখে নেন। এই আমরা ^{রায়হা}আলায়াহ ছিলেন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা ^{রায়হা}আনহা-এর বিশিষ্ট ছাত্রী এবং কাসিম ইবনে মুহাম্মদ হলেন, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। হযরত আয়েশা ^{রায়হা}আনহা নিজের

তত্ত্বাবধানে তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

[তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৭, পৃ. ১৭২]

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ রাহিমাহুল্লাহ ইসলামী রাষ্ট্রের সকল দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে হাদীসের এ বিশাল ভাণ্ডার সংগ্রহ ও সংকলনের জন্য জোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে হাদীসের এক বিরাট ভাণ্ডার রাজধানীতে পৌঁছে গেল। খলীফা সংগৃহীত হাদীসসমূহের সংকলন প্রস্তুত করিয়ে দেশের সর্বত্র পৌঁছে দিলেন।

[তায়াকিরাতুল হফফায়, খ. ১, পৃ. ১০৬; জামিউল ইলম, পৃ. ৩৮]

ইমাম আয-যুহরীর সংগৃহীত হাদীস সংকলন করার পর এ যুগের অন্যান্য আলেমগণও হাদীসের গ্রন্থ সংকলনের কাজ শুরু করেন। ইমাম আবদুল মালেক ইবনে জুরাইজ রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ১৫০ হিজরী) মক্কায়, ইমাম আওয়াযী রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ১৫৭ হিজরী) সিরিয়ায়, মা'মার ইবনে রাশেদ রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ১৫৩ হিজরী) ইয়ামানে, ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ১৬১ হিজরী) কুফায়, ইমাম হাম্মাদ ইবনে সালামা রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ১৬৭ হিজরী) বসরায় এবং ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ১৮১ হিজরী) খুরাসানে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন।

দুই. ইমাম মালেক ইবনে আনাস রাহিমাহুল্লাহ

জন্ম ৯৩ হিজরী, মৃত্যু ১৭৯ হিজরী। ইমাম আয-যুহরী রাহিমাহুল্লাহ-এর পরে মদীনায় হাদীস সংকলন ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সর্বগণ্য ছিলেন। তিনি ইমাম নাফে রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম আয-যুহরী রাহিমাহুল্লাহ ও অপরাপর আলেমের ইলম দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হন। তাঁর শিক্ষকদের সংখ্যা নয়শত পর্যন্ত পৌঁছেছিল, তাঁর জ্ঞানের প্রস্রবণ থেকে সরাসরি হিজায়, সিরিয়া, ইরাক, ফিলিস্তিন, মিসর, আফ্রিকা ও আন্দালুসিয়ার (স্পেন) হাজারো হাদীসের শিক্ষাকেন্দ্র তৃপ্ত হয়েছে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম লায়স ইবনে সা' রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ১৭৫ হিজরী), ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ১৮১ হিজরী), ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ২০৪ হিজরী) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানী রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ১৮৯)-এর মতো মহান ইমামগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ যুগে হাদীসের অনেকগুলো সংকলন রচিত হয়, যার মধ্যে ইমাম মালেক ইবনে আনাস রাহিমাহুল্লাহ রচিত মুওয়াত্তা' মুসলিম-বিশ্বে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। এ গ্রন্থে ১৩০ হিজরী থেকে ১৪১ হিজরীর মধ্যে বার বছরে সংকলিত হয়। এতে মোট ১৭০০ হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। তার মধ্যে ৬০০টি মারফূ হাদীস, ২২৮টি মুরসাল হাদীস, ৬১৩টি মওকূফ হাদীস এবং তাবেঈদের থেকে বর্ণিত ২৮৫টি মকতূ হাদীস। এ যুগে আরো কয়েকটি সংকলনের নাম নিম্নে প্রদান করা হলো।

১. জামে' সুফিয়ান সাওরী (মৃত্যু ১৬১ হিজরী),
২. জামে' ইবনুল মুবারক,
৩. জামে' ইবনে আওয়ামী (মৃত্যু ১৫৭ হিজরী),
৪. জামে' ইবনে জুরাইজ (মৃত্যু ১৫০ হিজরী),
৫. ইমাম আবু ইউসুফ (মৃত্যু ১৮৩ হিজরী) রচিত কিতাবুল খিরাজ,
৬. ইমাম মুহাম্মদের কিতাবুল আসার।

এ যুগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস, সাহাবীদের আসার (বাণী) এবং তাবঈদের ফতোয়াসমূহ একই সংকলনে সন্নিবিষ্ট করা হত। কিন্তু সাথে একথাও বলে দেওয়া হত যে, কোনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস এবং কোনটি সাহাবী অথবা তাবঈদের বাণী।

তৃতীয় যুগ

এ যুগ দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রায় শেষার্ধ্বে থেকে শুরু হয়ে চতুর্থ শতকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ—

১. এ যুগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসমূহকে সাহাবীগণের আসার ও তাবঈদের বাণী থেকে পৃথক করে সংকলন করা হয়।
২. নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহের পৃথক সংকলন প্রস্তুত করা হয়। এভাবে যাচাই-বাচাই এবং গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর দ্বিতীয় যুগের সংকলনসমূহ তৃতীয় যুগের বিরাট বিরাট গ্রন্থসমূহে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।
৩. এ যুগে হাদীসসমূহ শুধু সন্নিবেশ করাই হয়নি, বরং ইলমে হাদীসের হিফায়তের মহান মুহাদ্দিসগণ এ ইলমের এক শতাধিক শাখার ভিত্তি স্থাপন করলেন, যার ওপর ভিত্তি করে বর্তমান কাল পর্যন্ত হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আল্লাহ তাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং তাদেরকে পুরস্কারে ভূষিত করুন।

হাদীস-বিজ্ঞানে শাখাসমূহ

১. ইলম আসমাউর রিজাল (রিজাল শাস্ত্র)

এ শাস্ত্রে হাদীস বর্ণনাকারীদের পরিচয়, জন্ম-মৃত্যু, শিক্ষক ও ছাত্রদের বিবরণ, তাদের জ্ঞানার্জনের জন্য ব্যাপক ভ্রমণ এবং নির্ভরযোগ্য বা অনির্ভরযোগ্য হওয়া সম্পর্কে হাদীস শাস্ত্রবিদদের সিদ্ধান্ত সন্নিবেশিত হয়েছে। জ্ঞানের এই শাখা বহু ব্যাপক, উপকারী ও আকর্ষণীয়। কোন কোন গোঁড়া প্রতিচ্যবিদও স্বীকার না করে পারেননি যে, রিজালশাস্ত্রের বদৌলতে পাঁচ লাখ বর্ণনাকারীর জীবনে ইতিহাস সংরক্ষিত হয়েছে। মুসলিমজাতির এ নজির অন্য কোন জাতির মধ্যে পাওয়া অসম্ভব। রিজালশাস্ত্রের ওপর শত শত

গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

(ক) **তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল:** গ্রন্থকার ইমাম ইউসুফ আল-মিযযী ^{রাহতুল্লাহ} (মৃত্যু ৭৪২ হিজরী) রিজাল শাস্ত্রের এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

(খ) **তাহযীবুত তাহযীব:** গ্রন্থকার সহীহ আল-বুখারীর ভাষ্যকার হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকলানী ^{রাহতুল্লাহ} (মৃত্যু ৮৫২ হিজরী), গ্রন্থটি ১২ খণ্ডে সমাপ্ত এবং হায়দারাবাদ (দাক্ষিণাত্য) থেকে প্রকাশিত।

(গ) **তায়কিরাতুল হফফায:** গ্রন্থকার শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী) গ্রন্থে পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত।

২. ইলম মুসতালাহুল হাদীস (উসূলে হাদীস)

এ শাস্ত্রের সাহায্যে হাদীসের সহীহ ও যযীফ যাচাইয়ের নিয়ম-কানুন জানা যায়। এ শাখার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে উলুমুল হাদীস। এটি মুকাদ্দামা ইবনুস সালাহ নামে পরিচিত। এর রচয়িতা হচ্ছেন আবু ওমর উসমান ইবনুস সালাহ (মৃত্যু ৫৭৭ হিজরী)। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উসূলুল হাদীসের ওপর দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

১. **তাওজীহুন নযর ইলা উসূলিল আসর:** গ্রন্থকার আল্লামা তাহের ইবনে সালাহ আল-জাযায়রী (মৃত্যু ১৩৩৮ হিজরী) ও

২. **কাওয়ায়িদুল হাদীস:** গ্রন্থকার আল্লামা সাইয়েদ জামালউদ্দীন আল-কাসেমী (মৃত্যু ১৩৩২ হিজরী)।

প্রথমোক্ত গ্রন্থে হাদীসের মূলনীতি (উসূলে হাদীস) শাস্ত্র সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে এবং শেষোক্ত গ্রন্থে এ শাস্ত্রকে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

৩. ইলম আরীবুল হাদীস

এ শাস্ত্রে হাদীসের কঠিন ও দ্ব্যর্থবোধক শব্দসমূহের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ শাস্ত্রে আল্লামা মাহমুদ আয-যামাখশারী (মৃত্যু ৫৩৮ হিজরী)-এর আল-ফায়িক ফী গরীবিল হাদীস এবং আল্লামা ইবনুল আসীর (মৃত্যু ৬০৬ হিজরী)-এর আন-নিহায়া ফী গরীবিল হাদীস ওয়াল আসার নামক গ্রন্থদ্বয় উল্লেখযোগ্য।

৪. ইলম তাখরীজিল আহাদীস

প্রসিদ্ধ তাফসীর, ফিকহ, তাসাউফ ও আকায়িদের গ্রন্থসমূহ যেসব হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে ইলমের এ শাখার মাধ্যমে তার উৎস সম্পর্কে

অবহিত হওয়া যায়। যেমন- বুরহানউদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর আল-মারগীনানী রাহমতুল্লাহি আলায়হি (মৃত্যু ৫৯২ হিজরী)-এর আল-হিদায়া নামক ফিকহগ্রন্থে এবং ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালী রাহমতুল্লাহি আলায়হি (মৃত্যু ৫০৫ হিজরী)-এর ইয়াহইয়াউ উলুমিদ্দীন নামক গ্রন্থে অনেক হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের সনদ ও গ্রন্থ বরাত উল্লেখ করা হয়নি। এখন কোন পাঠক যদি জানতে চায় এ হাদীসগুলো কোন পর্যায়ের এবং হাদীসের কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে তা উল্লেখ আছে, তবে প্রথমোক্ত গ্রন্থের জন্য হাফিয জামালউদ্দীন আয-যায়লায়ী রাহমতুল্লাহি আলায়হি (মৃত্যু ৭৯২ হিজরী)-এর নসবুর রায়া লি-আহাদিসিল হিদায়া ও হাফিয ইবনে হাজর আল-আসকলানী রাহমতুল্লাহি আলায়হি-এর আদ-দিরায়া ফী তাখরীজি আহাদিসিল হিদায়া গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্য নিতে হবে। আর শেষোক্ত গ্রন্থের জন্য হাফিয যায়নুদ্দীন আল-ইরাকী রাহমতুল্লাহি আলায়হি (মৃত্যু ৮০৬ হিজরী)-এর আল-মুগনী আন হামবিল আসফার ফিল আসফার ফী তাখরীজি মা ফিল ইয়াহইয়া আনিল আখবার গ্রন্থের সাহায্য নিতে হবে।

৫. ইলমুল আহাদিসি মওযুআ

এ বিষয়ের ওপর বিশেষজ্ঞ আলেমগণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলন করেছেন এবং মওযু (মনগড়া) বর্ণনাগুলো হাদীসশাস্ত্র থেকে পৃথক করে দিয়েছেন। এ বিষয়ের ওপর কাযী শওকানী (মৃত্যু ২৫৫ হিজরী)-এর আল-ফাওয়ায়িদুল মজমুআ ফিল আহাদিসিল মওযুআ এবং হাফিয জালালুদ্দীন আস-সুযুতী রাহমতুল্লাহি আলায়হি (মৃত্যু ৯১১ হিজরী)-এর আল-লালিউল মাসনুআ ফিল আহাদিসিল মওযুআ নামক গ্রন্থদ্বয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৬. ইলসুন নাসিখ ওয়াল মানসূখ

এ শাস্ত্রের ওপর ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-হাযিমী রাহমতুল্লাহি আলায়হি (মৃত্যু ৭৮৪ হিজরী)-এর রচিত আলা-ইতিবার ফী বায়ানিন নাসিখ ওয়াল মনসূখ মিনাল আসার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। উল্লেখ্য যে, এ গ্রন্থের গ্রন্থকার মাত্র ৩৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

৭. ইলমুত তওফীক বায়নালা আহাদীস

যেসব হাদীসের বক্তব্যের মধ্যে বাহ্যত পারস্পরিক বৈপরিত্য দৃষ্টিগোচর হয়, জ্ঞানের এ শাখায় তার সঠিক ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। সর্বপ্রথম ইমাম শাফিযী রাহমতুল্লাহি আলায়হি (মৃত্যু ২০৪ হিজরী) এ বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। তাঁর রচিত মুখতালিফুল হাদীস নামক প্রবন্ধটি খুবই প্রসিদ্ধ। ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী (মৃত্যু ৩২১ হিজরী)-এর শরহ মুশকিলিল আসারও এ বিষয়ের ওপর একখানি সহায়ক গ্রন্থ।

৮. ইলমুল মুখতালিফ ওয়াল মুতালিফ

হাদীসশাস্ত্রের এ শাখায় হাদীসের যেসব বর্ণনাকারীর নাম, ডাকনাম, উপাধি, পিতা ও দাদার অথবা শিক্ষকদের নাম পরম্পরা সংমিশ্রিত হয়ে গেছে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ের ওপর ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকলানী رحمہ اللہ (মৃত্যু ৭৮২ হিজরী)-এর *তাবীরুল মুশতাবিহ* নামক গ্রন্থখানি অধিক পূর্ণাঙ্গ পরিপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য।

৯. ইলমু আতরাফিল হাদীস

হাদীস শাস্ত্রের এই শাখার সাহায্যে কোন হাদীস কোন গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং কে কে তার বর্ণনাকারী জানা যায়। যেমন- কোন ব্যক্তির ইন্নামাল আমালু বিন-নিয়াত হাদীসের একটি বাক্য মনে আছে। সে পূর্ণ হাদীসটি এবং সকল বর্ণনাকারী ও হাদীসের কোন গ্রন্থে তা সন্নিবেশিত হয়েছে তা জানতে চায়। তখন তাকে এ শাস্ত্রের সাহায্য নিতে হবে। এ বিষয়ে হাফিয় জামাল উদ্দীন আল-মিযযী رحمہ اللہ (মৃত্যু ৭৪২ হিজরী) রচিত *তুহফাতুল আশরাফ বি-মা'রিফাতিল আতরাফ* গ্রন্থখানি অধিক প্রসিদ্ধ ও বিস্তৃত। এ গ্রন্থে সিহাহ সিভার সব হাদীসের সূচি এসে গেছে। কঠোর পরিশ্রমের পর গ্রন্থখানি পূর্ণতা লাভ করে।

বর্তমানকালে আধুনিক প্রাতিচ্যবিদগণ এসব গ্রন্থের সাহায্যে কিছুটা নতুন ঢং-এ হাদীসের সূচি প্রস্তুত করেছেন। যেমন- *মিফতাহুল কুনুযিস সুন্নাহ* গ্রন্থখানি ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে *আল-মু'জামুল মাফাহরাস লি-আল ফাযিল হাদীসিন নাবাবী* নামে একটি সূচি এ. জে. ব্রিল কর্তৃক লাইডেন (নেদারল্যান্ড) থেকে আরবিতে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থখানা বৃহৎ সাত খণ্ডে সমাপ্ত এবং এতে সিহাহ সিভাহ ছাড়াও মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, মুসনদে আহমদ ও দারিমীর হাদীসসমূহের সূচিও যোগ করা হয়েছে।

১০. ফিকহুল হাদীস

এ শাখায় হুকুম আহকাম সংবলিত হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ বিষয়ের ওপর হাফিয় ইবনুল কাইয়ুম رحمہ اللہ (মৃত্যু ৭৫১ হিজরী)-এর *ই'লামুল মুকিদ্দিন আন রাব্বিল আলামীন* এবং শাহ অলীউল্লাহ মুহাদ্দীস দেহলভী رحمہ اللہ (মৃত্যু ১১৭৬ হিজরী) রচিত *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা* গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া বিশেষজ্ঞ আলোচনায় জীবন ও কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের ওপর স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন। যেমন- অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে আবু উবায়দ আসিব ইবনে সাল্লাম رحمہ اللہ (মৃত্যু ২২৪ হিজরী)-এর *কিতাবুল আমওয়াল* গ্রন্থখানা সুপ্রসিদ্ধ এবং জমিন, ওশর ও খাজনা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর ইমাম আবু ইউসুফ رحمہ اللہ (মৃত্যু ১৮২

হিজরী) রচিত কিতাবুল খারাজ নামক গ্রন্থখানি একটি সর্বোত্তম সংকলন। অনন্তর হাদীস শরীয়া আইনের অন্যতম দ্বিতীয় উৎস হওয়া সম্পর্কে এবং হাদীস প্রত্যাখ্যানকারীদের (মুনকিরীনে হাদীস) ছড়ানো ভ্রান্ত মতবাদের মুখোশ উন্মোচন করার জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো অত্যন্ত উপকারী। যথা—

১. কিতাবুল উম্ম, ৭ খণ্ড,
২. আর-রিসালা, ইমাম শাফি'রী রহমতুল্লাহু আলায়হ,
৩. আল-মুওয়াযাকিফাত, ৪ খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থখানার রচয়িতা হচ্ছেন আবু ইসহাক শাতিবী রহমতুল্লাহু আলায়হ (মৃত্যু ৭৯০ হিজরী),
৪. আস-সাওয়ায়িকুল মুরসিলা ফির রদ্দি আলাল জাহমিয়া ওয়াল মুআভিলা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থখানার রচয়িতা হাফিয ইবনুল কাইয়িম রহমতুল্লাহু আলায়হ,
৫. ইবনে হাযম আন্দালুসী রহমতুল্লাহু আলায়হ (মৃত্যু ৪৫৬ হিজরী) রচিত আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম,
৬. মাওলানা বদরে আলম মীরাতী রচিত মুকাদ্দামা তারজুমানুস সুন্নাহ (উর্দু),
৭. উক্ত গ্রন্থের সংকলনের পিতা মাওলানা হাফিয আবদুস সাত্তার হাসান ওমরপুরী রচিত ইসবাতুল খাবার,
৮. মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী রচিত হাদীস আওর কুরআন,
৯. ইনকারে হাদীস কা মানযার আওর পাস মানযার নামে জনাব ইফতেখার আহমদ বলখীর রচিত গ্রন্থখানিও সুখপাঠ্যগ্রন্থ। এ যাবৎ গ্রন্থটির ২ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

ইলমে হাদীসের ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর নিম্নোক্তগ্রন্থসমূহের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

হাফিয ইবনে হাজর আসকলানী রহমতুল্লাহু আলায়হ রচিত ফাতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী গ্রন্থের ভূমিকা, হাফিয ইবনে আবদুল বার আল-আন্দালুসী রহমতুল্লাহু আলায়হ (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরী) রচিত মারিফাতু উলুমিল হাদীস, মাওলানা আবদুর রহমান (মুহাদ্দিস) মুবারকপুরী রহমতুল্লাহু আলায়হ (মৃত্যু ১৩৫৩ হিজরী) রচিত তুহফাতুল আহওয়াযী বিশরহি জামিয়ত তিরমিযী গ্রন্থের ভূমিকা। কাছে অতীতে রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এ শেষোক্ত গ্রন্থটির আলোচনার ব্যাপকতা ও প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। অনুরূপভাবে মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী রহমতুল্লাহু আলায়হ রচিত ফাতহুল মুলহিম শরহু সহীহ মুসলিম গ্রন্থের ভূমিকা এবং মাওলানা মানাজির আহসান গীলানীর তাদবীনে হাদীস (উর্দু) গ্রন্থদ্বয়েও ইলমে হাদীসের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় মাওলানা আবদুর রহীম রহমতুল্লাহু আলায়হ রচিত হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী রহমতুল্লাহু আলায়হ রচিত হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস নামক গ্রন্থ দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (অনুবাদক)।

তৃতীয় যুগের হাদীস সংকলনকারীগণ

এ যুগের প্রসিদ্ধ কয়েকজন সংকলনকারী ও নির্ভরযোগ্য কয়েকখানা সংকলনের পরিচয় নিম্নে প্রদান করা হলো।

এক. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল رحمۃ اللہ علیہ

জন্ম ১৬৪ হিজরী, মৃত্যু ২৪১ হিজরী। তাঁর রচিত গুরুত্বপূর্ণ সংকলন মুসনদে আহমদ নামে পরিচিত। এতে তিরিশ হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তিসহ) বর্তমান রয়েছে। গ্রন্থটি চব্বিশ খণ্ডে সমাপ্ত। উল্লেখযোগ্য সব হাদীস এতে সংগৃহীত হয়েছে। এতে বিষয়সূচি অনুযায়ী বিন্যাসের পরিবর্তে প্রত্যেক সাহাবীর বর্ণিত হাদীসসমূহ পৃথক পৃথক সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ গ্রন্থের হাদীসগুলোর বিষয়সূচি অনুযায়ী বিন্যাস করার কাজ শায়খ হাসানুল বান্না শহীদেবের পিতা আহমদ আবদুর রহমান সা'আতী করেছেন। তাঁর এ গ্রন্থটি ২৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

দুই. ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী رحمۃ اللہ علیہ

জন্ম ১৯৪ হিজরী, মৃ. ২৫৬ হিজরী। তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে সহীহ আল-বুখারী। এর পূর্ণ নাম আল-জামিউস সহীহুল মুসনদুল মুখতাসার মিন উমুরী রাসূলিল্লাহ صلی اللہ علیہ وسلم ও আইয়ামিহ।

ইমাম বুখারী সুদীর্ঘ ষোল বছর যাবৎ অবিরাম কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এ গ্রন্থখানার সংকলন সমাপ্ত করেন। তাঁর কাছে সরাসরি বুখারী শরীফ অধ্যয়নকারী ছাত্রের সংখ্যা হবে ৯০ হাজার। কখনো কখনো একই মুখলিসে উপস্থিতদের সংখ্যা দু'হাজারে পৌঁছে যেত। এ ধরনের মজলিসে পরস্পরা পৌঁছে দেওয়া লোকদের সংখ্যা তিন শতের অধিক হত (কারণ তখন মাইক বা লাউড স্পিকারের কোন সুবিধা ছিল না) এ গ্রন্থে মোট ৯,৬৮৪টি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। পুনরুক্তি ও তা'লীকাত (সনদবিহীন রিওয়াযত), শাওয়াহিদ (সাহাবীদের বাণী) ও মুরসাল হাদীস বাদ দিলে শুধু মারফু' হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬৩০। ইমাম বুখারী رحمۃ اللہ علیہ অপরূপ মুহাদ্দিসের তুলনায় অধিক শক্ত মানদণ্ডে বর্ণনাকারীদের যাচাই-বাছাই করেছেন।

তিন. ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হুসাইন আল-কুশাইরী নিশাপুরী

رحمۃ اللہ علیہ

জন্ম ২০২ হিজরী, মৃ. ২৬১ হিজরী। ইমাম বুখারী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল رحمۃ اللہ علیہ তাঁর উস্তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম তিরমিযী

رحمۃ اللہ علیہ, ইমাম আবু হাতিম আর-রাযী رحمۃ اللہ علیہ ও আবু বকর ইবনে খুযাইমা رحمۃ اللہ علیہ

তাঁর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ সহীহ মুসলিম বিন্যাসগত দিক থেকে সুপ্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থে মোট ৯,১৯০ টি হাদীস (পুনরুক্তিসহ) সন্নিবেশিত হয়েছে।

চার. ইমাম আবু দাউদ আশআস ইবনে সুলাইমান আল-সিজিস্তানী আবু দাউদ
আলায়হি

জন্ম ২০২ হিজরী, মৃত্যু ১৭৫ হিজরী। তাঁর সুনান আবী দাউদ নামে প্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থে আহকাম সম্পর্কিত হাদীসসমূহ পরিপূর্ণরূপে একত্র করা হয়েছে। ফিকহী ও আইনগত বিষয়ের জন্য এ গ্রন্থখানা একটি উত্তম উৎস। এ গ্রন্থে ৪৮০০ হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে।

পাঁচ. ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী আবু ঈসা
আলায়হি

জন্ম ২০৯ হিজরী, মৃত্যু ২৭৯ হিজরী। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ আল-জামিউল কবীর নামে পরিচিত। এতে ফিকহী মাসআলাসমূহের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এবং একই বিষয়ে যে যে সাহাবীর বর্ণিত হাদীস আছে তার নামও উল্লেখ করা হয়েছে।

ছয়. ইমাম আহমদ ইবনে হুআইব আন-নাসায়ী আবু হুআইব
আলায়হি

মৃত্যু ৩০৩ হিজরী। তাঁর সংকলনের নাম আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান = আস-সুনানুস সুগরা যা সুনানে নাসায়ী নামে পরিচিত।

সাত. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ আল-কাযবী আবু মাজাহ
আলায়হি

মৃত্যু ২৭৩ হিজরী। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ সুনানে ইবনে মাজাহ নামে প্রসিদ্ধ। মুসনদে আহমদ গ্রন্থ ছাড়া উল্লেখিত ছয়টি গ্রন্থকে হাদীসবিশারদের পরিভাষায় সিহাহ সিভাহ বলা হয়। কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম ইবনে মাজাহর পরিবর্তে ইমাম মালেকের মুওয়াত্তাকে সিহাহ সিভাহ অন্তর্ভুক্ত করেন।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলো ছাড়াও এ যুগে আরো অনেক প্রয়োজনীয় এবং পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম ও সুনানুত তিরমিযী এ তিনটি গ্রন্থকে একত্রে জামি বলা হয়। অর্থাৎ আকীদা, বিশ্বাস, ইবাদত, নৈতিকতা পারস্পরিক লেনদেন ও আচার-আচরণ ইত্যাদি শিরোনামের অধীন হাদীসসমূহ এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী ও সুনানে ইবনে মাজাহকে একত্রে সুনান বলা হয়। অর্থাৎ এ গ্রন্থগুলোতে বাস্তব কর্মজীবনের সাথে সম্পর্কিত হাদীসই বেশি স্থান পেয়েছে।

হাদীসের গ্রন্থাবলির স্তর বিন্যাস

হাদীস বিশারদগণ রেওয়াজেতের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার তারতাম্য অনুসারে হাদীসের গ্রন্থাবলিকে চার স্তরে বিভক্ত করেছেন। যথা—

প্রথম স্তর

মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম; এ তিনটি গ্রন্থ সনদে বিশুদ্ধতা ও বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।



দ্বিতীয় স্তর

সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী এ তিনটি গ্রন্থের কোন কোন বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে প্রথম স্তরের গ্রন্থাবলির বর্ণনাকারীদের তুলনায় নিম্ন পর্যায়ের। কিন্তু তবুও তারা নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃত। মুসনদে আহমদও এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় স্তর

সুনানে দারেমী, সুনানে ইবনে মাজাহ, সুনানে বায়হাকী, সুনানে দারাকুতনী, মু'জমে তাবরানী, ইমাম তাহাবীর গ্রন্থাবলি, মুসনদে শাফেয়ী, মুসতাদরাকে হাকেম এসব গ্রন্থাবলিতে সহীহ ও যয়ীফ সর্বপ্রকারের হাদীসের সংমিশ্রণ রয়েছে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য হাদীসের সংখ্যা অধিক।

চতুর্থ স্তর

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী  (মৃত্যু ৩১০ হিজরী), খতীবে বাগদাদী  (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরী), হাফিয আবু নুআইম আল-ইসপাহানী (মৃত্যু ৪০২ হিজরী), হাফিয ইবনে আসাকির (মৃত্যু ৫৭১ হিজরী)-এর গ্রন্থাবলি ও দায়লামী (মৃত্যু ৫০৯ হিজরী) আল-ফিরদাউসু বি-মাসূরিল খিতাব, ইবনে আদীর (মৃত্যু ৩৬৫ হিজরী) আল-কামিল ফী যুআফায়ির রিজাল, ইবনে মারদুইয়া (মৃত্যু ৪১০ হিজরী)-এর সংকলনসমূহ এবং ওয়াকেদী (মৃত্যু ২০৭ হিজরী) প্রমুখের গ্রন্থাবলি এ স্তরে গণ্য হয়ে থাকে। এসব গ্রন্থে সহীহ ও যয়ীফ সর্বপ্রকার হাদীসই রয়েছে। এমনকি মওয়াযু (মনগড়া) হাদীসও এসব গ্রন্থে যথেষ্ট রয়েছে। সাধারণ ওয়ায়েয, ইতিহাস ও কাহিনী লেখকগণ এবং তাসাউফপন্থিগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। অবশ্য যাচাই-বাচাই করে গ্রহণ করলে, এসব গ্রন্থেও অনেক মণি-মুক্তার সন্ধান পাওয়া যাবে।

এ যুগ হিজরী পঞ্চম শতক থেকে শুরু হয় এবং তা বর্তমানকাল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এ সুদীর্ঘ সময়ের তৃতীয় যুগের গ্রন্থ রচনার কাজ সমাপ্তি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ যুগে যে সমস্ত কাজ হয়েছে। তার কয়েকটি বিস্তৃত বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলো।

১. এ যুগের হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলির ভাষ্যগ্রন্থ, টীকা এবং অন্যান্য ভাষায় তরজমা গ্রন্থ রচিত হয়েছে।
২. ইতঃপূর্বে হাদীসের যেসকল শাখা-প্রশাখার কথা উল্লিখিত হয়েছে, সেসব বিষয়ের ওপর এই যুগেই অসংখ্য গ্রন্থ এবং এসব গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও সারসংক্ষেপ রচিত হয়েছে।
৩. বিশেষজ্ঞ আলেমগণ নিজেদের আত্মা অথবা প্রয়োজনের তাগিদে তৃতীয় যুগের রচিত গ্রন্থাবলি থেকে হাদীস চয়ন করে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচনা

করেছেন। এ ধরনের কয়েকটি গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো।
যথা—

ক. মিশকাতুল মাশাবীহ

সংকলক ওয়ালীউদ্দীন খতীব আত-তাবরীযী رحمۃ اللہ علیہ। নির্বাচিত সংকলনগুলোর মধ্যে এটাই সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ। এতে সিহাহ সিন্তার প্রায় সবকটি হাদীস এবং আরো দশটি মৌলিক গ্রন্থের হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত, পারস্পরিক লেনদেন ও আচার-ব্যবহার, চরিত্র, নৈতিকতা, শিষ্টাচার এবং আখেরাত সম্পর্কিত রিওয়াযসমূহ এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

খ. রিয়াদুস সালেহীন মিন কালামি সাইয়িদিল মুরসালীন

সংকলক ইমাম আবু যাকারিয়া ইবনে শরফুদ্দীন নববী (মৃত্যু ৬৭৬ হিজরী) তিনি সহীহ মুসলিমেরও ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। এ গ্রন্থখানা বেশির ভাগ চরিত্র, নৈতিকতা ও শিষ্টাচার সম্পর্কিত হাদীস সম্বলিত একটি চয়নিকা। প্রতিটি অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে প্রাসঙ্গিক আয়াতও এতে উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই এ গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট। সহীহ বুখারীর সংকলন এবং বিন্যাস পদ্ধতিও প্রায় এরূপ।

গ. আল-মুনতা ফী আহাদিসিল আহকাম

সংকলক মাজদুদ্দীন আবুল বারাকাত আবদুস সালাম ইবনে তাইমিয়া (মৃ. ৬৫২ হিজরী)। তিনি শায়খুল ইসলাম তাকিউদ্দীন আহমদ ইবনে তাইমিয়া (মৃ. ৭২৮ হিজরী)-র দাদা। আল্লামা শাওকানী *নায়লুল আওতার* নামক (আট খণ্ডে) এ গ্রন্থের একটি শরাহ (ভাষ্য গ্রন্থ) লিখেছেন।

ঘ. বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম

সংকলক সহীহ আল-বুখারীর ভাষ্যকার হাফয ইবনে হাজার আল-আসকলানী رحمۃ اللہ علیہ (মৃত্যু ৮৫২ হিজরী)। এই চয়নিকার ইবাদত ও মুআমালাত সম্পর্কিত হাদীসই অধিক সন্নিবেশিত হয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আস-আনআনী رحمۃ اللہ علیہ (মৃ. ১২৮২ হিজরী) *সুবুলুস সালাম শরহ বুলুগুল মারাম* নামে আরবী ভাষায় এবং নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান رحمۃ اللہ علیہ (মৃত্যু ১৩০৭ হিজরী) *মিশকুল খিতাম* নামে ফারসী ভাষায় এর ভাষ্য লিখেছেন।

ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বপ্রথম শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رحمۃ اللہ علیہ (মৃত্যু ১০৫২ হিজরী) সুসংগঠিতভাবে ইলমে হাদীসের চর্চা আরম্ভ করেন। তাঁর পরে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ رحمۃ اللہ علیہ (মৃ. ১১৭৬ হিজরী) তাঁর পুত্রগণ, পৌত্রগণ এবং সুযোগ্য শাগরিদবৃন্দের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পৃথিবীর এ অংশ সুনামে নববীর আলোকে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে।

পৃথিবীর এ অংশে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ رحمۃ اللہ علیہ থেকে হাদীসের অনুবাদগ্রন্থ, ব্যাখ্যা এবং চর্যনিকা গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের পূণ্যময় কাজ আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। ইন্তেখাবে হাদীস গ্রন্থখানিও এ প্রচেষ্টার অংশবিশেষ। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের সংকলকও হাদীসের সেবকগণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। যেসব মহান ব্যক্তিগণ রাসূলুল্লাহ صلی اللہ علیہ وسلم-এর হাদীসের সংকলন ও তার প্রচারে মনোনিবেশ করেছেন তাদের সাথে তো এই অধমের তুলনা হতে পারে না।

এ সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে অনুমান করা যায় যে, নবী صلی اللہ علیہ وسلم-এর যুগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত কোন একটি যুগেও হাদীসের চর্চা বন্ধ হয়নি। ভবিষ্যতেও এই ধারা অবরিত জারি থাকবে ইনশাআল্লাহ।

হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা

হাদীস : হযরত রাসূলুল্লাহ صلی اللہ علیہ وسلم, সাহাবায়ে কিরাম রিয়ওয়ানিল্লাহি আলাইহিম ও তাবেঈনের বাণী, কর্ম ও অনুমোদনকে সাধারণত হাদীস বলে।

মুহাদ্দিস : যিনি হাদীস চর্চা করেন এবং বহুসংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিস বলে।

মারফু : যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র রাসূলুল্লাহ صلی اللہ علیہ وسلم পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে হাদীসে মারফু বলে।

মাওকুফ : যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে হাদীসে মাওকুফ বলে।

মাকতু : যেসব হাদীসের বর্ণনাসূত্র কোন তাবেঈ পর্যন্ত পৌঁছে তাকে হাদীসে মাকতু বলে।

মুত্তাসিল : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে সংরক্ষিত আছে, কোন স্তরেই রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

মুনকাতি : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি হাদীস বলে।

মুরসাল : সনদের মধ্যে তাবেয়ীর পর বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মুরসাল হাদীস বলে।

মুদাল : যে হাদীসের সনদের মধ্য থেকে পর্যায়ক্রমে দু'জন বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়ে গেছে তাকে হাদীসে মুদাল বলে।

মুদাল্লাস : যে সব হাদীসের বর্ণনাকারী উর্ধ্বতন বর্ণনাকারীর সন্দেহযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করেছেন তাকে মুদাল্লাস হাদীস বলে।

মুআল্লাক : যে হাদীসে সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে মুআল্লাক হাদীস বলে ।

মুআল্লাল : যে হাদীসের সনদে বিশ্বস্ততার বিপরীত কার্যাবলি গোপনভাবে নিহিত থাকে তাকে মুআল্লাল হাদীস বলে ।

মুযতারিব : যে হাদীসের বর্ণনাকারী মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকার এলোমেলো করে বর্ণনা করেছেন তাকে মুযতারিব হাদীস বলে

মুদরাজ : যে হাদীসের মধ্যে বর্ণনাকারী তাঁর নিজের অথবা কোন সাহাবী বা তাবয়ীর উক্তি সংযোজন করেছেন তাকে মুদরাজ হাদীস বলে ।

মুসনদ : যে মারফু হাদীসের সনদ সম্পূর্ণরূপে মুত্তাসিল তাকে মুসনদ হাদীস বলে ।

মুনকার : যে হাদীসের বর্ণনাকারী দুর্বল এবং তার বর্ণিত হাদীস যদি অপর বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী হয় তাহলে তাকে মুনকার হাদীস বলে ।

মাতরুক : হাদীসের বর্ণনাকারী যদি হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যা প্রমাণিত না হয়ে দৈনন্দিন কথায় মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাকে মাতরুক হাদীস বলে ।

মওযু' : বর্ণনাকারী যদি সমালোচিত ব্যক্তি হন আর যদি তিনি হাদীস বর্ণনায় মিথ্যাবাদী হন তবে তার বর্ণিত হাদীসকে মওযু হাদীস বলে ।

মুবহাম : যে হাদীসের বর্ণনাকারী সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষ-গুণ বিচার করা যেতে পারে, এমন হাদীসকে মুবহাম হাদীস বলে ।





মতন : হাদীসের মূল শব্দাবলিকে মতন বলে ।

মুতাওয়াতির : যেসব হাদীসের সনদের বর্ণনাকারীর সংখ্যা এত অধিক যে, তাদের সকলের একযোগে কোন মিথ্যার ওপর ঐকমত্য হওয়া অসম্ভব । আর এ সংখ্যাধিক্য যদি সর্বস্তরে সমান থাকে তবে তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলে ।

মাশহুর : যে হাদীসের বর্ণনাকারী সর্বস্তরে দুইয়ের অধিক, কিন্তু মুতাওয়াতিরের পর্যায় পৌছে না, এমন হাদীসকে মাশহুর হাদীস বলে ।

মা'রুফ : কোন দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল বর্ণনাকারীর হাদীসকে মা'রুফ হাদীস বলে ।

মুতাবি : এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তাহলে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসকে প্রথম হাদীসের মুতাবি বলে ।

- সহীহ** : যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উদ্ধৃত প্রত্যেক বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত. প্রখর স্মরণশক্তি সম্পন্ন এবং হাদীসখানি সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত, তাকে সহীহ হাদীস বলে।
- হাসান** : যে হাদীসের বর্ণনাকারীর শ্রবণশক্তি কিছুটা দুর্বল বলে প্রমাণিত তাকে হাসান হাদীস বলে।
- যয়ীফ** : যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোন হাসান বর্ণনাকারীর গুণসম্পন্ন নন তাকে যয়ীফ হাদীস বলে।
- আযীয** : যে সহীহ হাদীস প্রতি স্তরে কমপক্ষে দু'জন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, তাকে আযীয হাদীস বলে।
- গরীব** : যে সহীহ হাদীস কোন স্তরে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে গরীব হাদীস বলে।
- শায** : যে হাদীস কোন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী একাকী বর্ণনা করেছেন এবং তার সমর্থনে অন্য কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না, তাকে শায হাদীস বলে।
- আহাদ** : যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতিরের সংখ্যা পর্যন্ত পৌঁছেনি তাকে আহাদ হাদীস বলে।
- মুত্তাফাকুন আলাহি:** যে হাদীস ইমাম বুখারী  ও মুসলিম  একই রাবী থেকে স্ব-স্ব গ্রন্থে সংকলন করেছেন তাকে মুত্তাফাকুন আলাহি বলে।
- আদলত** : বর্ণনাকারী মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানী হওয়া এবং ফিসকের উপায়-উপকরণ থেকে মুক্ত এবং মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকাকে আদলত বলে।
- যাবত** : শ্রুত বিষয়কে জড়তা ও বিনষ্ট হওয়া থেকে স্মৃতিশক্তি এমনভাবে সংরক্ষণ করা যেন তা যথার্থভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয়, তাকে যাবত বলে।
- সিকাহ** : যে বর্ণনাকারীর মধ্যে আদালত ও যাবত পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে সিকাহ বা সাবিত বলে।
- শায়খ** : হাদীসের শিক্ষাদানকারী বর্ণনাকারীকে শায়খ বলে।
- শায়খাইন:** মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় ইমাম বুখারী  ও ইমাম মুসলিম  -কে একত্রে শায়খাইন বলে।
- হাফিয** : যিনি হাদীসের সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদীস মুখস্ত করেছেন, তাঁকে হাফিয বলে।
- হুজ্জাত** : যিনি তিন লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হুজ্জাত বলে।

হাকিম : যিনি সমস্ত হাদীস সনদ ও মতনসহ মুখস্ত করেছেন তাঁকে হাকীম বলে ।

রিজাল : হাদীসের বর্ণনাকারীর সমষ্টিকে রিজাল বলে ।

তালিব : যিনি হাদীসশাস্ত্র শিক্ষায় নিয়োজিত তাঁকে তালিব বলে ।

রিওয়ায়েত: হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়েত বলে ।

সিহাহ সিত্তাহ: হাদীসশাস্ত্রের প্রধান ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের সমষ্টিকে সিহাহ সিত্তাহ বলে ।

সুনানে আরবাআ: সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী ও সুনানে ইবনে মাজাহকে একত্রে সুনানে আরবাআ বলে ।

হাদীসে কুদসী: যে হাদীসের মূলভাব মহান আল্লাহর এবং ভাষ্য মহানবী -
এর নিজস্ব তাকে হাদীসে কুদসী বলে ।

হাদীসে কুদসী-
এর নিজস্ব

প্রথম অধ্যায়
ইসলামের মূল ভিত্তিসমূহ
ইসলামী আকীদা ও রুকন

১১১

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ-এর বর্ণনা: একদিন আমরা কয়েকজন রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কাছে উপস্থিত থাকাবস্থায় হঠাৎ আমাদের সামনে একজন লোক উপস্থিত হলেন। সে ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র ছিল ধবধবে সাদা এবং মাথার চুল ছিল কুচকুচে কাল বর্ণের। সফরকারী ব্যক্তি হিসেবে কোন চিহ্নও তার মধ্যে দেখা যাচ্ছিল না। আর আমাদের মধ্য হতে কেউই তাঁকে চিনতে পারছে না। আগমনকারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কাছে এসেই নিজের দুই হাঁটু তাঁর দু'হাঁটুর সাথে ঠেকিয়ে বসে নিজের দু'হাত তাঁর দু'উরুর ওপর রেখে বললেন, হে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সঃ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দিন। তখন রাসূলে করীম সঃ বললেন, ইসলাম হচ্ছে তুমি সাক্ষী দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সঃ আল্লাহর রাসূল, সালাত কয়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমজান মাসে সিয়াম পালন করবে এবং হজ করার তোমার সামর্থ্য থাকলে হজ আদায় করবে। (তখন) আগমনকারী ব্যক্তি বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। হযরত ওমর রাঃ বলেন, আগমনকারী ব্যক্তির একথাগুলোতে আমরা সবাই বিস্মিত হলাম। আগমনকারী রাসূলুল্লাহ সঃ-কে কাছে প্রশ্ন করার পর আবার তাঁর বক্তব্যে সত্যায়ন করছেন! আগমনকারী পুনরায় বললেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে কিছু বলুন। রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, ঈমান হলো আল্লাহ তাঁর ফিরিশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখিরাতের প্রতি এবং তকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি তোমার ঈমান আনয়ন করা। তখন আগমনকারী বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন। আগমনকারী আবার বললেন, আমাকে ইহসান সম্পর্কে অবহিত করুন, রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, তুমি এমনভাবে ইবাদতে নিমগ্ন হবে যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে যদি তুমি দেখতে না পাও, তবে মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। আগমনকারী পুনরায় বললেন, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে কিছু বলুন। তখন রাসূলুল্লাহ সঃ এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন, এ বিষয় প্রশ্নকারীর তুলনায় জিজ্ঞেসিত অধিক জ্ঞাত নয়। আগন্তুক বললেন, তবে এর আলামত সম্পর্কে কিছু বলুন, রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, ক্রীতদাসীরা তাদের মনিবকে প্রসব করবে এবং তুমি নগ্নপদ ও নগ্ন দেহবিশিষ্ট গরীব মেঘ রাখালদের সুউচ্চ ইমারতে অবস্থান করে অহংকার করতে দেখবে। বর্ণনাকারী

হযরত ওমর ^{রাযীল্লাহু আনহু} বলেন, এরপর আগমনকারী ব্যক্তি চলে যাবার পর আমি দীর্ঘ সময় সেখানে অপেক্ষা করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ^{সালাতুল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম} আমাকে বললেন, হে ওমর! তুমি কি চিনতে পেরেছ এই প্রশ্নকারী কে? আমি বললাম, এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ^{সালাতুল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম} ই অধিক জ্ঞাত। তখন রাসূলুল্লাহ ^{সালাতুল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম} আমাকে বললেন, এ আগমনকারী ব্যক্তি হলেন, হযরত জিবরাঈল ^{আলাইহিস সালাম}। তিনি তোমাদেরকে দীন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন।

[সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

ব্যাখ্যা:

- আলোচ্য হাদীসটিতে ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে যেখানেই ঈমান ও ইসলামের উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেই ঈমান প্রসঙ্গে উল্লেখিত রয়েছে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন এবং ইসলাম প্রসঙ্গে রয়েছে মৌখিকভাবে তাওহীদ-রিসালাতের স্বীকারোক্তি এবং ইবাদত বান্দেগীর বেলায় একনিষ্ঠতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

আভিধানিক মতে ইহসান শব্দটি হুসনুন্ থেকে উদ্ভূত, এর অর্থ হল সৌন্দর্য। আর ইবাদতের সৌন্দর্য তখনই সৃষ্টি হবে যে, আমরা আল্লাহর সামনেই দাঁড়িয়েছি এবং আমরা তাঁকে আমাদের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। ইবাদতের বেলায় চিন্তা-চেতনায় এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারলেও এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, আল্লাহ আমাকে অবশ্যই দেখছেন। কারণ বান্দার যেকোন কাজ বা আমলই আল্লাহর গোচরীভূত। আমরা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে যা কিছু করছি সেগুলোর সবই তিনি দেখছেন। প্রকাশ্য ছাড়াও আমাদের অন্তরে যা রয়েছে তাও তিনি অবহিত। এ কারণে তাকে আলিমুল গায়ব বলা হয়।

- ‘ক্বীতদাসীরা অর্থাৎ চাকরানীরা তাদের মনিবকে প্রসব করবে।’ এ কথার তাৎপর্য এই যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মানুষের মধ্যে দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা পারস্পরিক সহযোগিতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতা, স্বার্থপরতা ও সম্পর্ক ছিন্ন করার মতো মন-মানসিকতার সৃষ্টি হবে, বয়োজ্যেষ্ঠরা অসম্মানিত হবে, আদব-কায়দা উঠে যাবে, আনুগত্যের মানসিকতা এমন পর্যায়ে পৌঁছবে যে, ছেলে-মেয়েরা পিতা-মাতার অবাধ্য হবে, কেউ কারো নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। বিচারে সু-বিচারের পরিবর্তে অবিচার প্রধান্য পাবে। সৎ কথায় মানুষ কান দেবে না। সন্তান মায়ের সাথে এমন নিষ্ঠুর আচরণ করবে, যেন মনীষ চাকরাণীর সাথে ব্যবহার করছে, এসব কার্যকলাপ থেকে একথায় প্রমাণিত হবে যেন মা সন্তানকে নয়, বরং নিজের মনিবকে প্রসব করেছে।

৩. নগ্নপদ, নগ্নদেহ অর্থাৎ কান্দাল ও রাখালরা সুউচ্চ ভবনসমূহে গর্ব-অহংকার করার তাৎপর্য হল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সভ্যতা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত অজ্ঞানরাই জ্ঞানীদের উপদেশ প্রদান করবে, অভদ্র ভদ্রদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে, অমানুষেরা মানুষ বলে প্রচার করবে, নীচু প্রকৃতির লোকের হাতে চলে যাবে সম্পদ এবং তারা সম্পদের অহংকারে একে অপরের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। মোটকথা কিয়ামত নিকটবর্তীকালে সমাজে এক সুস্থ পরিস্থিতির উলট-পালট সৃষ্টি হবে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে এবং তাতে জীবন হবে বিপর্যস্ত। এ ছাড়া অনেক রকমের ফিতনার সৃষ্টি হবে।

৥২৥

হযরত আবু যর রাযীয়াতুহু আনহু-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ (আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই) এ কথা আন্তরিকভাবে স্বীকার করে এবং এ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়, তবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। [সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ বলাই কেবল বা মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই প্রধান্য দেওয়া হয়নি, বরং এমন স্বীকারোক্তিকে বলা হয়েছে যার সাথে আন্তরিক বিশ্বাস ও কর্মের যোগসূত্র ওৎপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। যেমন- এক হাদীসে উল্লেখিত আছে, ‘মুসতাইকিনান বিহা কালবুহু, সিদকান বিহা কালবুহু।’ অর্থাৎ আন্তরিক সুদৃঢ় বিশ্বাস ও সততার সাথে নিবিষ্ট মনে এ স্বীকারোক্তি করতে হবে। আর তখন এ কথা এভাবে সুস্পষ্ট হবে যে, আল্লাহর একত্ব যখন এভাবেই স্বীকার করবে তখন ব্যক্তি জীবনে আচার-আচরণের ব্যবহার ও নৈতিক চরিত্রে আমূল পরিবর্তন সূচিত হবে এবং তখন জীবনের প্রতিটি দিকে সুন্দর প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। আর তখনই মানব জীবন স্বার্থক হবে।

৥৩৥

হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ আস-সাকাবী রাযীয়াতুহু আনহু বর্ণনায় রয়েছে, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললাম, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলে দিন, যেন এই বিষয়ে আপনার পর আর কারো কাছে জিজ্ঞাসা করতে না হয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বল, ‘আমি আল্লাহর ওপর আন্তরিকভাবে ঈমান এনেছি’ আর এ কথার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপনে অবিচল থাক। [সহীহ মুসলিম]

৥৪৥

হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাযীয়াতুহু আনহু-এর বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন এবং

মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে মনে প্রাণে গ্রহণ করে সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট রয়েছে, সে ঈমানের স্বাদ (পরিপূর্ণরূপেই) পেয়েছে। [সহীহ মুসলিম ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

১৫১

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ رضي الله عنه-এর বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে মহান সত্তার শপথ, যাঁর কুদরতি হাতে রয়েছে মুহাম্মদের প্রাণ! হযরত মুসা عليه السلام ও যদি এই সময় তোমাদের কাছে উপস্থিত হন এবং তখন তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করলেও তোমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে। মুসা عليه السلام যদি এখন জীবিত থাকতেন আর আমার নবুয়তির যুগ পেতেন, তবে তিনিও আমার অনুসারীই হতেন। অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, তখন তিনি আমার অনুসরণ করা ব্যতীত তাঁর আর কোন উপায় থাকত না।

[সুনানে দারিমী ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি অনুগত্য প্রকাশ

১৬১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর رضي الله عنه-এর বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কামনা বাসনা আমার আনীর বিধান মোতাবেক না হবে।

[মিশকাতুল মাসাবীহ]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ

১৭১

হযরত আনাস ইবনে মালেক رضي الله عنه-এর বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিক প্রিয় বলে প্রিয় না হবো।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভালোবাসাকে আলোচ্য হাদীসে ব্যক্তি জীবনে ঈমানের একমাত্র পূর্বশর্ত স্বরূপ উল্লেখ ও নির্দেশ করা হয়েছে। ইসলামী চিন্তাবিদ এ শর্তারোপের বিশ্লেষণ করেছেন যেমন বান্দাদের ঈমানী সম্পর্ক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণের ওপরই নির্ভরশীল। সমানে এক ব্যক্তির সাথে অপর এক ব্যক্তির পূর্ণ আনুগত্য তখনই সৃষ্টি হয়, যখন সে এ ব্যক্তির প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি পোষণ করবে। যদি তার মধ্যে এসব কার্যকলাপ বিদ্যমান না থাকে, তাহলে সে আনুগত্য বিমুখ হয়ে যাবে। উল্লেখিত হাদীসে এ পরিপ্রেক্ষিতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভালোবাসাকে ঈমানের

জন্য পূর্ব শর্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসের উদ্ধৃতি ‘লা ইউ মিনু’-এর ঈমান দ্বারা ‘পরিপূর্ণ ঈমানকে’ বোঝানো হয়েছে, শাব্দিক অর্থে ঈমানকে উপলক্ষ করে বুঝানো হয়নি। কেননা সাধারণ ঈমানের বেলায় মৌখিক স্বীকারোক্তির দ্বারাই তা অর্জিত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা, আনুগত্য ও অনুসরণ করা ঈমানের পূর্ণত্বের বহিঃপ্রকাশ, ব্যক্তি জীবনের এক মাত্র বৈশিষ্ট। অতএব দ্ব্যর্থহীনভাবে এখানে বলা হয়েছে যে, ঈমান বলতে পরিপূর্ণ ঈমানের কথাই এ হাদীসের আলোচ্য উদ্দেশ্য এবং এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৮১

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাঃ-এর বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে বৎস! তোমার পক্ষে সম্ভব হলে সকাল-সন্ধ্যা (অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত) এভাবেই অতিবাহিত কর যেন কারো প্রতি কোনরূপ প্রতিহিংসা-বিদ্বেষ তোমার মনে উদয় না হয়। এরপর তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! এটাই হল আমার দেয়া বিধান বা সুন্নাত, আর যে আমার সুন্নাতকে (অনুসরণ করে) ভালোবাসে সে যেন আমাকেই ভালোবাসে। আর আমাকে যে ভালোবাসে সে আমার সাথে জান্নাতে আমার সাথী হবে।

[সুনানে তিরমিযী ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আলোচনা পরিহার করা
এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করা

১৯১

হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ রাঃ-এর বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায হিজরত করে আসলেন, তখন মদীনার লোকেরা খেজুর গাছে তাবীর করছে দেখতে পেয়ে তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন; তোমরা কি করছ? তখন লোকেরা বলল, আমরা এরূপ করে থাকি, তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, মনে হয় তোমরা এরূপ না করলেই ভালো হত। এতে তারা তাবীর করা পরিত্যাগ করল, কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে, খেজুরের ফলন কমে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, তারা এই ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালে তিনি বলেন, আমিও একজন মানুষ। আমি যখন তোমাদের দীন সম্পর্কিত কোন বিষয়ে তোমাদেরকে নির্দেশ দিব তখন তা তোমরা গ্রহণ করবে। অপরদিকে আমি যখন তোমাদেরকে জাগতিক কোন ব্যাপার সম্পর্কে আমার নিজের মতো অনুযায়ী নির্দেশ দেব, তখন তোমরা মনে করবে যে, আমিও একজন মানুষ।

[মিশকাতুল মাসাবীহ]

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের পার্থিব বিষয়সমূহ তোমরাই (আমার অপেক্ষা) ভালো জান।

ব্যাখ্যা: উল্লিখিত এই হাদীসে মানবীয় চিন্তাধারায় অভিমত সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে: রাসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু একজন মানুষই ছিলেন, তাই পার্থিব জগতের বিষয়সমূহে তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত সঠিক হবে তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। কারণ তিনি যে সমস্ত নির্দেশ আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত হন, তাতে কোনরূপ সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। উল্লিখিত হাদীসে দীন ও দুনিয়ার মধ্যে পার্থক্য ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। এখানে পেশাভিত্তিক পার্থিব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আমাদের জীবনোপযোগী পার্থিব বিষয়সমূহ। এখানে একথা সুস্পষ্ট লক্ষ্যনীয় যে, নবী-রাসূলগণ এ ধরনের পার্থিব কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য দুনিয়াতে তাদের আগমন ঘটেনি। হাদীসের নির্দেশ থেকেও এ বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

তকদীরে বিশ্বাস স্থাপন

১১০১

হযরত আবু হুরাইরা রাঃ-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর কাছে দৃঢ় ঈমানের মুমিন দুর্বল ব্যক্তির মুমিন অপেক্ষা উত্তম। অবশ্য তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অতএব যে বস্তু তোমার উপকারী তাই আকাঙ্ক্ষা করে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। মনোবল হারাবে না। তুমি যদি কোন ক্ষতির সম্মুখীন বলে আশংকা কর তখন এরূপ বলবে না যে, যদি আমি এ কাজটা এরূপ করতাম তাহলে এরূপ হত তখন এ ক্ষেত্রে বরং বল, আল্লাহর যা ইচ্ছা হয়েছে এবং তিনি আমার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাই হয়েছে (এতেই আমার মধ্যে কল্যাণ নিহিত)। কারণ ‘যদি’ এ কথাটি ইবলিসের তৎপরতায় দরজা খুলে দেয়। [সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ]

এ হাদীসে সুদৃঢ় মুমিন বলতে এমন বান্দাকে বোঝানো হয়েছে, যে মনোবলের দিক থেকে নিষ্ঠাবান ও দৃঢ় চেতনার অধিকারী। দ্বিতীয়ত দুর্বল ঈমান-সম্পন্ন মুমিন বলতে তাকেই বোঝানো হয়েছে, যে সামান্য ব্যর্থতায় আত্ম-বিশ্বাস বা মনোবল হারিয়ে ফেলে।

১১১১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ-এর বর্ণনা: একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে থাকাবস্থায় তিনি বললেন, হে বালক! তোমাকে আমি কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব। যদি সেগুলো আন্তরিকতার সাথে সংরক্ষণ করে পরিপূর্ণ বিশ্বাস কর, তাহলে আল্লাহ তোমার হিফাযত করবেন। আর যদি

আল্লাহকে তুমি স্মরণ কর, তাহলে তাকে তোমার সামনেই উপস্থিত পাবে। যদি কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে সরাসরি তাঁর কাছেই চাইবে। জেনে রাখ! পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি তোমার কিছু উপকার করার জন্য একতাবদ্ধ হয়, তবুও এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তোমার জন্য যতটুকু নির্ধারণ করে রেখেছেন শুধু ততটুকুই তারা তোমার উপকার করতে পারবে। অপরদিকে তারা যদি তোমার ক্ষতি করতে একত্রিত হয়, তাহলেও তারা তোমার ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারণ করেছেন।

[তিরমিযী ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

১১২৥

হযরত আবু খুযামা রাযীয়াতুল্লাহু আনহু তাঁর পিতা ইয়ামার রাযীয়াতুল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! রোগ-মুক্তির জন্য আমরা ঝাড় ফুঁকের স্মরণাপন্ন হই, চিকিৎসার আশ্রয় নিয়ে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করি। অতএব এগুলোর দ্বারা আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের প্রতিরোধ করা সম্ভব কি না এ বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাই। তখন রাসূলুল্লাহ সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এসব কিছুই আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত।

[সুনানে ইবনে মাজাহ ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

আখিরাতের হিসেব-নিকেশ

১১৩৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: নবী করীম সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন কোন আদম সন্তানেরই পা স্বস্থান থেকে একটুও নড়াচড়া করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পাঁচটি বিষয়ে তাদের জিজ্ঞেস করা না হবে।

১. সে তার পরিপূর্ণ জীবনটা কি কাজে ব্যয় করেছে।
২. সে তার যৌবন কি কাজে ব্যয় করেছে।
৩. তাঁর ধন-সম্পদ অর্জনের উৎস ছিল কিরূপ।
৪. এবং কোন কাজে ব্যয় করেছে।
৫. সে তার অর্জিত জ্ঞানানুযায়ী কতটা আমল করেছে।

[সুনানে তিরমিযী]

হাদীসে মানুষের জীবন মৃত্যু ইত্যাদি দিক-নির্দেশ করে তাতে বলা হয়েছে, মরণের পরই মানুষের জীবনের শেষ নয় বরং তখন থেকেই শুরু। আল্লাহ মানুষকে হায়াত দিয়ে পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছেন। মানুষ পৃথিবীতে বিচরণ করাকালীন জীবনের হিসেব-নিকেশ মৃত্যু পরবর্তী জীবনে আল্লাহর নিকট যে প্রদান করতে হবে এটাই হাদীসের ইঙ্গিত। নাস্তিক মতবাদের শিক্ষা এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অচল।

১১৪১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযীল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সালাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন তা তোমরা করতে পার। কেননা কবর যিয়ারত পার্থিব জগতের প্রতি অনাসক্তি জন্মায় এবং আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

[সুনানে ইবনে মাজাহ ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

১১৫১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযীল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন, পৃথিবীতে এমনভাবে বসবাস করবে, যেন তুমি একজন ভিনদেশী অথবা পথিক মুসাফির। ইবনে ওমর রাযীল্লাহু আনহু বলতেন, যখন তুমি সন্ধ্যা করেছ, তখন ভোরের অপেক্ষা করবে না আর যখন তুমি ভোর করেছ, তখন সন্ধ্যার অপেক্ষায় থাকবে না বরং এরূপ ক্ষেত্রে সুস্থাবস্থায় অসুস্থাবস্থার জন্য এবং জীবিতাবস্থায় মৃত্যু পরকালীন জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে নাও।

[সহীহ আল-বুখারী ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

১১৬১

হযরত আমর ইবনে মাইমুন আল-আওদী রাযীল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা রাসূলুল্লাহ সালাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, পাঁচটি অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে পাঁচটি অবস্থাকে অতীব মূল্যবান মনে করবে। যথা—

১. বার্ষিক্যে উপনীত হবার পূর্বে যৌবনকে,
২. রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে,
৩. দারিদ্রতার শিকারে পতিত হবার পূর্বে সচ্ছলতাকে,
৪. ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে,
৫. মৃত্যুর পূর্বে জীবনকালকে।

[সুনানে তিরমিযী ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

১১৭১

হযরত আইয়ুব আল-আনসারী রাযীল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সালাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বলল, অল্প কথায় আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সালাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এমনভাবে সালাত আদায় করবে যেন এটাই তোমার জীবনের সর্বশেষ সালাত আর এমন কথা বলবে না যার জন্য তোমাকে আগামীকাল লজ্জিত হতে হবে। এবং অন্যের কাছে আছে এমন বস্তুর প্রতি আশা পোষণ করা থেকে বিরত থাকবে।

১১৮১

হযরত উকবা ইবনে আমের রাযীল্লাহু আনহু নবী করীম সালাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যখন তুমি দেখবে যে, পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কোন

ব্যক্তিকে আল্লাহ অটল ধন ও নানাবিধ পার্থিব উপকরণ দিয়ে রেখেছেন, তখন মনে করবে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য ধোকাস্বরূপ। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন, ‘অতঃপর তাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা যখন তা ভুলে যায় তখন আমি তাদের জন্য পার্থিব সম্পদের সকল দরজা খুলে দেই। তখন তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। এমতাবস্থায় হঠাৎ যখন আমি তাদের পাকড়াও করব তখন তারা নিরাশ হয়ে যাবে।

[মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

ব্যাখ্যা: কোন ব্যক্তিকে অথবা সম্প্রদায়কে শুধু পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অথবা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দেখে এরূপ ধারণা করা সঠিক হবে না যে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থেকেই তাদের এরূপ করেছেন। বরং এটা তাদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষার বিষয়। কারণ এর পরেই হঠাৎ দেখা যাবে আল্লাহ তা‘আলার নির্ধারিত শাস্তি এসেই এদেরকে গ্রাস করবে। পরীক্ষা স্বরূপের ইসলামী পরিভাষায় ব্যাখ্যা হল কোন শিকারীর বড়শিতে মাছ আটকে যাবার পর পরই যেমন শিকারী মাছটিকে ডাঙ্গায় তুলে নেয় না বরং সুতা ছাড়তে থাকে। মাছটি যখন ছুটাছুটি করে ক্লান্ত হয় তখন শিকারী হঠাৎ এক টানে মাছটিকে ডাঙ্গায় তুলে নেয়। কিন্তু নিবোধ মাছ মনে করে যে, সে তখনও মুক্ত স্বাধীন পরিবেশেই চলাচল করছে।

১১৯১

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়তের ওপরই নির্ভরশীল। প্রতিটা মানুষ নিয়ত অনুযায়ী তার কাজের প্রতিদান পাবে। অতএব, যে ব্যক্তির হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তার রাসূলের উদ্দেশ্যে বলে বিবেচিত হবে। যদি কোন ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থে হিজরত করে সে তাই লাভ করবে অথবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হিজরত করলে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে, যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।

[সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

ব্যাখ্যা: নিয়ত শব্দটি আরবী, আভিধানিক অর্থ মনের সুদৃঢ় সংকল্প, অন্তরের ঐকান্তিক প্রবল ইচ্ছা, বাসনা ইত্যাদি বুঝায়। শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর নির্দেশ পালন এবং তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে কাজের প্রতি অন্তরের সংকল্প প্রয়োগ করাকে বলে নিয়ত। এ হাদীসে নিয়তের কথা উপলক্ষ করে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন কাজের প্রস্তুতিলগ্নে যে নিয়ত বা উদ্দেশ্যে করা হয় তার গুরুত্বই অপরিসীম। নিয়তের ওপরই নির্ভর করে কাজের ফলাফল তথা সফলতা ও বিফলতা। কোন কাজের বা সংকল্পের গুরুত্বই মূলত

কাজ্জিত লক্ষ্য এবং নিয়তের ওপরই নির্ভর থাকতে হবে। তাই সফলতাপ্রাপ্তির মোকাবেলায় নিয়তের বিশুদ্ধতা ব্যক্তি জীবনে অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় বলে বিবেচিত হয়।

১২০১

হযরত আবু মুসা (আবদুল্লাহ ইবনে কাইস) আল-আশআরী রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, কোন ব্যক্তি যদি গণিমাতে লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে আর অপর ব্যক্তি যদি সুখ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে এবং কোন ব্যক্তি যদি বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, তাহলে উল্লেখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে বলে গণ্য হবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে উর্ধ্বে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছে সে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে বলে গণ্য হবে। (অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে ব্যক্তি যে কাজ করেছে তাকে সে কাজেরই অনুবর্তী বলে গণ্য করা হবে।) [সহীহ মুসলিম]

১২১১

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের দৈহিক আকৃতি, বাহ্যিক সৌন্দর্য, বেশ-ভূষা ও সম্পদের দিকে লক্ষ্য করেন না; বরং তিনি শুধু তোমাদের অন্তরের ও কার্যাবলির দিকেই করেন দৃষ্টিপাত। অর্থাৎ মানুষ লোক দেখানোর জন্য যত কিছুই করুক, তা সবই আল্লাহ তা'আলা জ্ঞাত, বোকারা তা বুঝে না।

[সহীহ মুসলিম ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

১২২১

হযরত আবু উমামা (সুদাইয়ি ইবনে আযলাম) আল-বাহিলী রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঘৃণা করে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করে অথবা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান থেকে বিরত থাকে সে নিশ্চিতভাবেই ঈমানকে পূর্ণাঙ্গ করে নিয়েছে।

[সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে তিরমিযী]

মানব জীবনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন

১২৩১

হযরত আয়েশা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহা-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করবে এবং এতে তোমরা বিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ বিরক্ত হন না।

[সহীহ আল-বুখারী ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

ব্যাখ্যা: যতক্ষণ মানুষ কার্য বিমুখ হয়ে নিজেকে বঞ্চিত না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ বান্দার জন্য সওয়াবের দরজা বন্ধ করেন না।

হযরত আবু আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, অন্ধকার যুগের লোকেরা কিছু বস্তু খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করত আর কিছু বস্তু অপবিত্র মনে করে পরিত্যাগ করত। পরবর্তীতে আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দুনিয়ায় পাঠিয়ে তাঁর প্রদত্ত জীবন বিধানে হালাল ও হারাম নির্ধারিত করে দিলেন। অতএব তিনি যা হালাল করেছেন তা হালাল, আর যা হারাম করেছেন তা হারাম। আর যে সমস্ত বিষয়ে তিনি নীরবতা অবলম্বন করলেন তা উদারতার মধ্যে গণ্য।

[সুনানে আবু দাউদ ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

ব্যাখ্যা: মানুষের জীবন যাপনের যে সমস্ত বস্তুর বেলায় আল্লাহর সরাসরি অনুমতি ব্যক্ত হয়নি এবং নিষেধও আরোপিত হয়নি, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তা ব্যবহারে কোন দোষ বা ক্ষতি নেই। তা নিয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হওয়াই উত্তম।

হযরত হুয়াইফা ইবনুল ইয়ামান রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের জন্য সুসময়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা কতই না উত্তম, দারিদ্রাবস্থায় মিতব্যয়িতা কতই না ভালো এবং ইবাদত বান্দেগীতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা কতই না সৌন্দর্যময়।

[মুসনদে বাযযার ও কানযুল উম্মাল]

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই দীন হচ্ছে মানুষের জীবন যাপনের বেলায় একটি সহজ পদ্ধতি। যে ব্যক্তি দীন ইসলামের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করবে দীন তাকে পরাজিত করবে। তাই তোমরা সহজ ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে এর দ্বারা সুসংবাদ গ্রহণ করে সকাল-সন্ধ্যায় এবং রাতের আধারের কিছু অংশে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা কর।

[সহীহ আল-বুখারী ও সুনানে নাসায়ী]

ব্যাখ্যা: যেমন পথিক ব্যক্তি অবিরত পথ অতিক্রমকালে অবসর সময়ে সে নিজে এবং বাহনকেও বিশ্রামের সুযোগ দেয়, দীনের পথে পথিকের অবস্থাও তদ্রূপ হওয়া উচিত। সামর্থের অতিরিক্ত কঠোরতার মধ্যে নিজেকে পতিত না করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহের অনুসরণ না করে নফল ইবাদত নিয়ে অনর্থক বাড়াবাড়ি করার কারণে দীনের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত হয়।

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে তার দুই ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে পা হেঁচড়ে যেতে দেখে, তিনি

জিজ্ঞেস করেন, এ ব্যক্তির কি হয়েছে? তখন লোকেরা বলল, সে পায়ে হেঁটে আল্লাহর ঘর যিয়ারত করতে মনস্থ করেছে। তিনি বললেন, এ ব্যক্তিকে কষ্টের মধ্যে নিষ্কেপ করা থেকে আল্লাহ মুক্ত। তিনি এর মাগাজি আনহু তাকে বাহনে আরোহণ করার নির্দেশ প্রদান করলেন।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: অনেকেই মনে করে যে, নিজেকে যত বেশি কষ্ট, যাতনা ও কঠোরতা নিষ্কেপ করা যায় আল্লাহ তার প্রতি তত বেশিই সন্তুষ্ট হবেন। এরা মূলতঃ ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে বলে উল্লেখিত হাদীসে এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদে সংশোধনমূলক পথ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

১২৮১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাসূলুল্লাহ আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, হে আবদুল্লাহ! আমি কি খবর পাইনি যে, তুমি দিনে রোযা রেখে রাতভর সালাত আদায় কর। (তখন) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ আমি তাই করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরূপ করো না। কখনও রোযা পালন করবে আর রোযা ভঙ্গ করবে, রাতে তাহাজ্জুদ পড়বে এবং বিশ্রামও করবে। কেননা তোমার ওপর তোমার দেহেরও হক আছে। তোমার ওপর রয়েছে তোমার চোখের হক, তোমার স্ত্রীরও হক রয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি সারা জীবন সিয়াম বা রোযা রাখল সে মূলতঃ রোযা রাখেনি। প্রতি মাসে তিনদিন রোযা সারা মাস রোযা রাখারই সওয়াব। অতএব প্রতি মাসে তিনদিন তুমি রোযা রাখবে এবং প্রতিমাসে একবার কুরআন খতম করবে। তখন আমি বললাম, আমি এর থেকেও আরো অধিক করার সামর্থ্য রাখি। তিনি এর মাগাজি আনহু বললেন, তবে তুমি দাউদ আলয়হিস সালাম-এর মত সর্বোত্তম রোযা রাখ, একদিন রোযা রাখবে আর একদিন রোযা ভঙ্গ করবে এবং সপ্তাহে একবার কুরআন খতম করবে, এর অতিরিক্ত কিছু করতে যেও না, (এটাই হল সর্বোত্তম পন্থা)।

[সহীহ আল-বুখারী ও সুনানে ইবনে মাজাহ]

ব্যাখ্যা: কুরআন পাঠের উদ্দেশ্য কেবল না বুঝেই পাঠ করা নয়, এ ক্ষেত্রে তা ভালোভাবে বুঝে অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে পাঠ করাই এর বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য হয়েছে। অন্য এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে অন্তত তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করা সঙ্গত নয়।

১২৯১

হযরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাসূলুল্লাহ আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমি বিদায় হজের বছর কঠিন রোগাক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলে আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল আমার রোগের অবস্থা যে প্রচণ্ড পর্যায়ে পৌঁছেছে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমার অনেক সম্পদ

আছে আর এক মাত্র কন্যা ব্যতীত আর কোন উত্তরাধিকারী নেই। আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ দান করব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশ দান করতে পার তবে তাও অনেক। তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে দারিদ্রাবস্থায় অন্যের কাছে হাত পাতার মত অবস্থায় রেখে যাবার অপেক্ষা সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়াই উত্তম।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

সৎ কাজের ধারণা

১৩০১

হযরত মিকদাম ইবনে মাদীয়াকারিব রাযীয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি রাসূলুল্লাহ সালাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, তুমি নিজে যে খাবার খেয়েছ তা তোমার জন্য সদকা, তুমি তোমার সন্তানদের যা খাইয়েছ তাও তোমার জন্য সদকা এবং তুমি তোমার স্ত্রীকে যা খাইয়েছ তাও তোমার জন্য সদকা এবং তুমি তোমার চাকর-চাকরানীকে যা খাইয়েছ তাও তোমার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।

[আদাবুল মুফরাদ]

ব্যাখ্যা: কোন ব্যক্তি যদি হালাল উপার্জনের পন্থায় নিজের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং উত্তরাধিকারীদের বা অন্যান্যদের জন্য যে সম্পদ ব্যয় করে তার জন্য সে সওয়াবের অধিকারী হবে। (আর অসৎ পন্থায় অর্জনকারী হবে দিকৃত ও লজ্জিত।)

১৩১১

হযরত আবু যর রাযীয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিবার সুবহানাল্লাহ বলা সদকা। প্রতিবার আল-হামদুলিল্লাহ বলা সদকা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সদকা। কল্যাণকর কাজের নির্দেশ করাও সদকা। আর অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ করাও তাদের জন্য সদকা ও তোমাদের স্ত্রী-সহবাসও সদকা। তখন সাহাবীগণ আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের স্ত্রী-সহবাসেও কি সওয়াব রয়েছে? তখন রাসূলুল্লাহ সালাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে যদি হারাম পথে কাম-লালসা চরিতার্থ করত তাহলে সেতো গুনাহগার হতো। অনুরূপভাবে সে যখন হালাল উপায়ে নিজের কাম-চরিতার্থ করেছে তখন সে সওয়াবের অধিকারী হবে।

[সহীহ মুসলিম]

পার্বিৎ জীবনে মুমিনদের দৃষ্টিভঙ্গি

১৩২১

হযরত আবু সাঈদ (সাদ ইবনে মালেক) আল-খুদরী রাযীয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সালাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের পার্বিৎ জীবন হচ্ছে সুমধুর। আল্লাহ

পৃথিবীতে তোমাদের খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করে দেখছেন, তোমরা কেমন কাজ কর।

[সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাগণের জন্য পৃথিবীতে যেসব নিয়ামতরাজি প্রদান করেছেন এসবের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। মানুষকে শুধু খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অতএব মানুষ এ পার্থিব সম্পদ দ্বারা প্রকৃত মালিকের ইচ্ছা পূরণ করাই হবে মানুষের এক মাত্র দায়িত্ব।

১৩৩৥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, পৃথিবীটা মানুষের জন্য কারাগার-স্বরূপ এবং কাফিরের জন্য বেহেশত।

[সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: মুমিনদের জীবন যাপনের বেলায় শরীয়তের সীমা রক্ষা করে প্রতিনিয়ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় বলে পৃথিবী তাদের কাছে কয়েদখানার সমতুল্য। পক্ষান্তরে কাফিররা পৃথিবীতে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে বলে তারা যাবতীয় বন্ধন থেকে মুক্ত। এজন্য তারা নিজের ইচ্ছামত যত্রতত্র বিচরণ করতে পারে বলে দুনিয়া তাদের জন্য বেহেশত তুল্য সুখময় স্থান।

সারমর্ম: হাদীসে পৃথিবীর চাকচিক্যে মোহিত না হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের প্রতি তাগিদ দেয়া হয়েছে। আলোচ্য হাদীস থেকে আমরা মুমিন ও কাফির উভয়ের জীবনের একটা ধারণা পেয়েছি।

পার্থিব জীবনে মুমিনের অবস্থান

১৩৪৥

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি যে নিজের জীবনের হিসাব করে অর্থাৎ নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যু তৎপরবর্তী জীবনের উদ্দেশ্যে সৎ কাজ করে। আর নির্বোধ সে ব্যক্তি যে নিজের সত্তাকে প্রবৃত্তির দাসে পরিণত করে এবং এরপরও আল্লাহর অনুগ্রহের আশা রাখে।

[সুনানে তিরমিযী ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

১৩৫৥

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রাঃ রাসূলুল্লাহ সঃ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মুমিনের ঈমানের উপমা হচ্ছে সেই খুঁটিতে বাঁধা খুঁটির মত যে চতুর্দিকে ঘুরে-ফিরে আবার খুঁটির দিকে ফিরে আসে। অনুরূপ মুমিন ভুল করলেও সে পুনরায় ঈমানের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অতএব

তোমাদের খাদ্য মোতাকীদেব খাওয়াও এবং মুমিনের সাথে সদয় ব্যবহার কর।

[সুনানে বায়হাকী ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

১৩৬১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিগাফি-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা চারটি বস্তু যাকে দান করেছেন তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সব কল্যাণই দান করা হয়েছে; কৃতজ্ঞ হৃদয়, আল্লাহর যিকরকারী জিহ্বা, বিপদে ধৈর্যধারণকারী দেহ, এমন গুণবতী এবং পূণ্যবতী স্ত্রী যে তার নিজের ক্ষেত্রে ও স্বামীর সম্পদে বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

[সুনানে বায়হাকী]

১৩৭১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিগাফি-এর বর্ণনা: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিমদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে মুসলিম সর্বসাধারণের মধ্যে উঠাবসা করাকালে তাদের দেয়া দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করে, সে ঐ মুসলমানের থেকে উত্তম যে সর্বসাধারণের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের দেয়া দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করে না।

[সুনানে তিরমিযী]

১৩৮১

হযরত আবু হুরায়রা রাযিগাফি-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যার হাত ও জিহ্বার অনিষ্ট থেকে অপর মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মুমিন সে ব্যক্তি যার থেকে লোকেরা তাদের রক্ত ও ধন সম্পদ থেকে নির্ভয়ে থাকে।

[সুনানে তিরমিযী ও সুনানে নাসায়ী]

ব্যাখ্যা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর অর্থ হল: ‘এক মুসলমান অপর মুসলমানের দীনী ভাই।’ এ ভাই যদিও রক্তের সম্পর্কীয় নয়, তবুও এ ভাইয়ের গুরুত্ব অধিক বলে সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা আল কুরআনের শাস্বত বিধানে এ মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর ভাই’ [৪৯: ১০]।

ভাই ভাইয়ের জন্য যেমন দায়িত্বশীল তেমনি এক মুসলমান অপর মুসলমানকে দীনী ভাই মনে করে তার সমস্ত অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। কোনক্রমেই যেন তার দ্বারা অপর মুসলমান ভাইয়ের অধিকার বিনষ্ট না হয়, সেদিকে অবশ্যই সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এটাই মুমিন ভাইগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায় দীনী শিক্ষা জ্ঞানার্জন এবং দীনী শিক্ষার ফযীলত

১৩৯১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযীয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুই ব্যক্তি সম্পর্কে প্রতিযোগিতা পোষণ করা নাজায়য নয়। যথা-

১. যাকে আল্লাহ সম্পর্কে সম্পদের করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার মন-মানসিকতাও দিয়েছেন।
২. আল্লাহ যাকে ইলমী জ্ঞান দান করেছেন এবং সে জ্ঞানের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তা অন্যান্যদেরকেও শিক্ষা দেয়।

[সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

ব্যাখ্যা: এখানে ঈর্ষা বা প্রতিযোগিতার মূলে হাসাদ শব্দ। শব্দটির অর্থ কারো প্রতি প্রতিহিংসা নয়; বরং কারো সমকক্ষতা অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করাই এখানে শব্দটির তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ প্রতিযোগিতাও করা যেতে পারে। অর্থাৎ এ নেক দুটি কাজের ক্ষেত্রে ঈর্ষা পোষণ করা বা প্রতিযোগিতা করা যেতে পারে।

১৪০১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযীয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাতের কিছু সময় জ্ঞান চর্চা করা সারা রাতের নফল ইবাদত অপেক্ষা অধিক উত্তম।

[সুনানে দারিমী]

ব্যাখ্যা: রাত জাগরিত থেকে নফল ইবাদতের সওয়াব প্রচুর, তবুও জ্ঞানচর্চা কত কল্যাণকর তা আলোচ্য হাদীস থেকে লক্ষ করা যায়।

১৪১১

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জ্ঞানের কথা জ্ঞানী ব্যক্তির হারানো সম্পদ। যেখানেই তা পাবে সেই হবে তার যোগ্য উত্তরাধিকারী।

[সুনানে তিরমিযী]

১৪২১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযীয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন জ্ঞানবান আলিম ইবলিশের কাছে এক হাজার আবেদ অপেক্ষাও অধিক ভয়াবহ।

[সুনানে তিরমিযী]

ব্যাখ্যা: একজন আবিদ ও জাহিদ (যাঁরা কঠোর সাধনায় লিপ্ত)। সে তাঁর নেক আমল দ্বারা একটা সমাজ পরিবেশকে কখনো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ইবলীসের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করাও তাঁর সাধ্যের বাইরে। এজন্য ইলমী জ্ঞানের আলিমই ইবলীসের জন্য একমাত্র প্রতিবন্ধক।

১৪৩১

হযরত ইবনে মাসউদ রাযাঃ আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ আঃ আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার বক্তব্য শুনে, তা সুন্দরভাবে মুখস্ত করে সংরক্ষণ করেছে এবং যেমন শুনেছে তেমনিভাবে তা অপরের কাছে পৌঁছে দেবে, আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তিকে চিরসবুজ সতেজ রাখবেন। কখনো কখনো এরূপও হয় যে, যে ব্যক্তি পরোক্ষ শুনেছে সে প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণকারী অপেক্ষা অধিক সুন্দরভাবে তা স্মরণ রাখতে পারে। [সুনানে তিরমিযী ও সুনানে ইবনে মাজাহ]

দীনের প্রচার ও সংস্কারের পন্থাসমূহ

১৪৪১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযাঃ আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ আঃ আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা দীনের শিক্ষা সহজভাবে উপস্থাপন কর। তিনি একথাটি বলেছেন, তিনবার। তুমি যদি উত্তেজিত হয়ে পড় তখন নীরবতা অবলম্বন কর। এ কথাটি তিনি দু'বার বলেছেন। [আদাবুল মুফরাদ]

১৪৫১

তাবিঈ হযরত শাকীক রাযাঃ আলাইহ-এর বর্ণনা: তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযাঃ আনহু প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের উদ্দেশ্যে ওয়াজ নসিহত করতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আবদুর রহমানের পিতা! আমার আকাঙ্ক্ষা আপনি যদি প্রতিদিন আমাদের উদ্দেশ্যে ওয়াজ-নসিহত করতেন। তিনি বলেন, এমন একটা আশংকাই আমাকে তা করতে বাধা প্রদান করে। তোমাদের বিরক্ত হয়ে যাবার ভয়ে আমি প্রতিদিন ওয়াজ-নসিহত করা অপছন্দ করি। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ আঃ আলাইহ ওয়াসাল্লাম-এর নীতিই অনুসরণ করে থাকি। পরবর্তীতে আমরা তাঁর নসিহতে বিরক্ত হয়ে যাই তিনি সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। [সহীহ আল-বুখারী]

১৪৬১

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযাঃ আনহু-এর বর্ণনা: কারো কোন আচরণ অপছন্দ হলে রাসূলুল্লাহ সাঃ আঃ আলাইহ ওয়াসাল্লাম তখন তার এ দোষ মুখোমুখী সাধারণত কমই প্রকাশ করতেন। একদিন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এল এবং তার ওপর ছিল হলুদ রঙের চি বিশিষ্ট কাপড়। যখন সে মজলিস থেকে উঠে দাঁড়াল তখন

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের বললেন, সে যদি এ রংটি পরিবর্তন করত অথবা পরিষ্কার করে ফেলত। [আল-আদাবুল মুফরদ]

ব্যাখ্যা: সমাজের দায়িত্বশীল প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ যদি প্রতি পদক্ষেপই লোকের ভুলভ্রান্তির প্রতি নির্দেশ দেয় তাতে সুফলের পরিবর্তে কুফল, বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা ইত্যাদি সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দেবে। এ জন্য সংস্কারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞোচিত ও সুচিন্তিত ধ্যান ধারণার দ্বারাই কর্মপন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

১৪৭১

তাবিঈ হযরত ইকরিমা রাঃ-এর বর্ণনা: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, প্রতি শুক্রবার দিন একবার ওয়াজ-নসিহত করবে। যদি পীড়াপীড়ি করে তাহলে দু'বার, এরপরও যদি আকাজ্জা করে তাহলে তিনবার। লোকদেরকে এ কুরআনের ব্যাপারে বিরক্ত করবে না। এমন অবস্থা যেন না হয় যে, তুমি যখন লোকদের কাছে যাবে তুমি তখন তাদেরকে কোন কথাবার্তার নিমগ্ন দেখতে পাবে, আর তখন তুমি এ অবস্থায় তাদের কাছে ওয়াজ-নসীহত শুরু করলে তখন তাদের আলোচনায় বিঘ্ন ঘটবে তখন তাদের অন্তর তোমার প্রতি ঘৃণায় বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। বরং তুমি তখন এ অবস্থায় নীরবতা অবলম্বন করবে। তারা যদি আগ্রহ করে তোমার কাছে কিছু শুনতে ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে তাদেরকে কিছু বলবে। দু'আর মধ্যে কাব্যের ছন্দ জুড়ে দেবে না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকে দেখেছি, তাঁরা কখনো এরূপ করতেন না। [সহীহ আল-বুখারী ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

১৪৮১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ ﷺ মু'আজ ইবনে জাবাল রাঃ-কে ইয়ামান পাঠানোর সময় বলেছেন, তুমি আহলে কিতাবদের (ইহুদী, নাসারা) এলাকায় যাচ্ছ, সর্বপ্রথম তাদেরকে 'আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই', 'মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল' এ সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাবে তারা যদি এটা স্বীকার করে, তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে 'আল্লাহ তাদের ওপর দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন'। যদি তারা এটাও মেনে নেয়, তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে 'আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরজ করেছেন। তা তাদের ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে তাদের গরীব মিসকিনদের মাঝে বিতরণ করে দেবে'। তারা যদি এটাও মেনে নেয় তাহলে বেছে বেছে তাদের উৎকৃষ্ট সম্পদ নেয়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। নির্যাতিতের ফরিয়াদ থেকে আত্মরক্ষা করবে। কেননা নির্যাতিত ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দার প্রতিবন্ধকতা নেই। [সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

১৪৯১

হযরত আলী রাঃ এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, দীন ইসলাম সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি কতই না উত্তম। তার মুখাপেক্ষী হলে সে জ্ঞান দান করে তার উপকার করে এবং তার প্রতি অনাগ্রহ দেখালে সে হয় আত্মনির্ভরশীল।

[মিশকাতুল মাসাবীহ]

১৫০১

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাঃ এর বর্ণনা: তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সঃ যখন কোন কথা বলতেন তখন তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যেন কথাটি ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায়। যখন তিনি কোন সম্প্রদায়ের কাছে যেতেন তখন তাদের তিনি তিনবার সালাম প্রদান করতেন।

[সহীহ আল-বুখারী]

সন্তান ও পরিবার-পরিজনদের দীনী শিক্ষা দেয়া প্রসঙ্গে

১৫১১

হযরত আইয়ুব ইবনে মুসা রাঃ থেকে তাঁর পিতা ও তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, কোন পিতা তার সন্তানের উত্তম আচার-আচরণ অপেক্ষা অধিক ভালো আর কোন বস্তু দান করতে পারেনি।

[সুনানে তিরমিযী ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

ব্যাখ্যা: পিতা-মাতাকে তাদের সন্তান-সন্ততিকে উত্তম রীতি-নীতি ও আচার ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা অধিক ভালো ও মূল্যবান আর কোন বস্তু উপহার দেওয়ার মত নেই। তাই ছোট বেলা থেকেই সন্তানদের এরূপ পরিবেশে গড়ে তোলাই উচিত। আজ যাদের সন্তান-সন্ততি বিপদগামী তাদের মূলত দেখা যায় ছোটবেলায় তাদের প্রশ্রয় দেওয়ার কারণেই এরূপ হয়েছে। এ কারণে ছোট বেলায় দীনী শিক্ষা দিলে তার প্রভাবে পরবর্তী অনুরূপ আশা করা যায়।

১৫২১

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথেই তার যাবতীয় জাগতিক কর্মকাণ্ডের বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু এরপরও তিন প্রকার কাজ তার নেক কাজের মধ্যে গণ্য হতে থাকে। যথা—

১. সদকায়ে জারিয়া।
২. এমন ইলম যা দ্বারা মৃত্যুর পরও লোকেরা উপকৃত হতে থাকে।
৩. এমন সৎকর্ম পরায়ণ সন্তান-সন্ততি যে তার জন্য দুআ করতে থাকে।

[সহীহ মুসলিম ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

১৫৩১

হযরত আমর ইবনে শুআইব রাঃ থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণনা: তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন, সাত বছর বয়স হলে তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্তৃতিকে সালাতের নির্দেশ দেবে আর দশ বছর হবার পর (যদি তারা এ কাজে প্রবৃত্ত না হয় তখন) তাদের প্রহার করবে আর তাদের বিছানা পৃথক করে দেবে।

[সুনানে আবু দাউদ ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

ব্যাখ্যা: আমাদের প্রত্যেকের উচিত সন্তানদেরকে ছোটবেলা থেকেই দীনী শিক্ষার সাথে পরিচিত করে তোলা। তাদেরকে নানাভাবে তাগিদ করা সত্ত্বেও যদি তারা সালাতে মনোযোগী না হয় তাহলে তাদের বয়স দশ বছর পূর্ণ না হলে তাদের ওপর প্রয়োজনে কঠোরতা অবলম্বন করা যাবে। তারা দশ বছরে পদার্পণ করলে পর তাদের বিছানা পৃথক করে দেওয়ার কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

দীনের ব্যাপারে দায়িত্বহীনতার প্রকাশ

১৫৪১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে নিজস্ব মতবাদ ব্যক্ত করবে সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা করে নেয়। অন্য এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি না জানা সত্ত্বেও কুরআন সম্পর্কে কথাবার্তা বলবে সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে ঠিক করে নেয়।

[সুনানে তিরমিযী]

১৫৫১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ-এর বর্ণনা: একদিন আমি দ্বিপ্রহরের সময় রাসূলুল্লাহ সঃ-এর নিকট গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সঃ দু'ব্যক্তির সুউচ্চ কণ্ঠ শুনতে পেলেন। তারা দু'জনে কুরআনের কোন একটি আয়াত নিয়ে মতবিরোধ করছিল, রাসূলুল্লাহ সঃ আমাদের কাছে এলেন তখন তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ভাব পরিলক্ষিত হল। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমাদের পূর্বকার লোকেরা আল্লাহর কিতাব নিয়ে পরস্পরের বিতর্কে লিপ্ত হবার কারণেই এরা ধ্বংস হয়েছে।

[সহীহ মুসলিম ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

ব্যাখ্যা: কুরআন পাঠ ও আলোচনার পারস্পরিক মতবিনিময় করাই সঙ্গত। কিন্তু এ নিয়ে বিরোধ করা ও বিতর্ক করা সম্পূর্ণ সুনাতের পরিপন্থী কাজ।

১৫৬১

হযরত আউফ ইবনে মালেক আল-আশজায়ী রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, আমীর এবং তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তা ও

ধোকাবাজ ব্যতীত আর কেউই কিচ্ছা-কাহিনী বলে না।

[সুনানে আবু দাউদ]

ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলে খোদা ﷺ বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোকেরাই সাধারণত উপমা প্রদানার্থে কিসসা কাহিনী বর্ণনা করে।

১. শাসক বা নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিগণ,

২. শাসকের নির্দেশিত ব্যক্তিগণ এবং

৩. ধোকাবাজ লোকেরা।

প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর লোকের কিসসা কাহিনী বর্ণনা করা শোভনীয়। তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা নিন্দনীয়, এদের কর্ম দ্বারা সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা বেশি। তাই এ শ্রেণীর লোকদের কিসসা, কাহিনী বর্ণনা করা অনুচিত। আলোচ্য হাদীসে এই নির্দেশনাই দেয়া হয়েছে।

৥৫৭৥

হযরত ইবনে আবু নু'আইম রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমি ইবনে ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-এর কাছে উপস্থিত থাকাবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁকে মাছির রক্তপণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তুমি কোথাকার লোক? সে বলল, ইরাকের। তখন তিনি বললেন, এ ব্যক্তির প্রতি তোমরা লক্ষ্য কর, সে আমার কাছে মাছির রক্তপণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে। অথচ এরাই নবী করীম ﷺ-এর কলিজার টুকরা দৌহিত্র হোসাইনকে হত্যা করেছে। আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'তারা দু'জনই (অর্থাৎ হাসান ও হুসাইন) দুনিয়াতে আমার দু'টি তোকমা ফুল।' [আদাবুল মুফবদ]

ব্যাখ্যা: উল্লিখিত হাদীসে জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-কে মাছি মারলে কি গুনাহ হয় তা জিজ্ঞেস করল। তিনি প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাড়ি কোথায়? লোকটি বলল, ইরাক। হযরত ইবনু ওমর রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ উপস্থিত লোকদেরকে সাক্ষী রেখে বললেন, তোমরা দেখ, এ ইরাকীই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তান তথা দৌহিত্র ইমাম হোসাইনকে হত্যা করতে দ্বিধা করে নি। আর এখন সে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেছে মাছি মারলে কি গুনাহ হয়। আমাদের সমাজেও এ ধরনের কিছু লোক আছে যারা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের মাসআলা মাসায়েল জানতে তৎপর। কিন্তু ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ তাদের দ্বারা বা তাদের সামনে ভুলুপ্তিত হতে দেখলেও তাদের মথা ব্যাথা হয় না। এ ধরনের বকধর্মীদের শরীয়তে কোন মূল্য নেই।

৥৫৮৥

হযরত আবু হুরায়রা রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তিকে অজ্ঞতা প্রসূত ফতোয়া দেওয়া হয় তার গুনাহ ফতোয়াদানকারীর ওপরই পতিত হবে। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে

এমন কোন কাজের পরামর্শ দেয়, যে সম্পর্কে সে জানে যে, কল্যাণ এর বিপরীতমুখী রয়েছে, সে নিঃসন্দেহে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে গণ্য হবে। [সুনানে আবু দাউদ]

নিকৃষ্ট আলিম

১৫৯১

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতুহু আনহু-এর বর্ণনা তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি এমন বিদ্যার্জন করে যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, কিন্তু সে পার্থিব উদ্দেশ্যে তা শিক্ষা করেছে, সে ব্যক্তির জান্নাতের সুগন্ধটুকুও নসীব হবে না।

[মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল, সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ]

১৬০১

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতুহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তির কাছে এমন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল যা সে অবগত আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তা গোপন করল, কিয়ামতের দিন এ ব্যক্তিকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে।

[মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল, সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে তিরমিযী]

১৬১১

হযরত আবু সুফিয়ান রাযীয়াতুহু আনহু-এর বর্ণনা: হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযীয়াতুহু আনহু কাআব রাযীয়াতুহু আনহু-কে জিজ্ঞাসা করেন, ইলমের অধিকারী কারা? তখন তিনি বললেন, যারা ইলম অনুযায়ী আমল করেছে। হযরত ওমর রাযীয়াতুহু আনহু পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, আলিমদের অন্তর থেকে ইলম কিসে বের করে দেয়? হযরত কাআব রাযীয়াতুহু আনহু বলেন, লোভ-লালসা।

[সুনানে দারিমী]

১৬২১

হযরত কাআব ইবনে মালেক রাযীয়াতুহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আলিমের সামনে আত্মগোচর করার উদ্দেশ্যে অথবা নির্বোধের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবার জন্য অথবা নিজের প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করার জন্য ইলম অর্জন করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

[সুনানে তিরমিযী]

১৬৩১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযীয়াতুহু আনহু-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অচিরেই আমার উম্মতের কিছুসংখ্যক লোক দীন সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞানার্জন করবে এবং তারা কুরআনও পাঠ করবে এবং বলবে, আমরা রাষ্ট্র

পরিচালনাকারী ও ক্ষমতাধরদের কাছে গিয়ে তাদের কাছ থেকে কিছু পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার করব এবং আমরা নিজেদের দীনকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাদের নিকট হতে সরে পড়ব। কিন্তু তা কি সম্ভব! যেমন কাঁঠায়ুক্ত কাতাদ গাছ থেকে কাঁঠা ছাড়া আর কোন কিছুই লাভ করা যায় না, তেমনি এসব ব্যক্তিদের কাছ থেকেও ভালো কিছু লাভ করা যায় না, কিন্তু ...।

অধঃস্তন বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনুস সাবাহ রাযীয়াহু আনহু বলেন, ‘রাষ্ট্রপরিচালক ও ক্ষমতাসীনদের কাছ থেকে গুনাহ ব্যতীত আর কিছুই উপার্জনের আশা করা যায় না।’ (কিন্তু শব্দটির দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিকেই ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।) [সুনানে ইবনে মাজাহ]

১৬৪১

হযরত ইবনে মাসউদ রাযীয়াহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আলিমগণ যদি আন্তরিকভাবে ইসলামের হিফাযত করে তা উপযুক্ত পাত্রে দান করত, তাহলে তারা তাদের যুগের জনগণের নেতৃত্ব করত। কিন্তু তারা এসব ইলম দুনিয়াদার লোকদেরকে দান করেছে, যেন তারা তাদের পার্থিব সম্পদে ভাগ বসাতে পারে। ফলত: এ ধরনের আলিমগণ দুনিয়াদার লোকদের কাছে মর্যাদাহীন হয়ে পড়েছে। আমি তোমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি তার সকল চিন্তা ভাবনা এক মাত্র অধিকারের দিকেই ধাবিত করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর পার্থিব অবস্থা ও পরিস্থিতি যার সকল চিন্তা-ভাবনায় নিক্ষিপ্ত হয়, তার ব্যাপারে আল্লাহর কোন ওয়াদা নেই, সে দুনিয়ার কোন প্রান্তরে ধ্বংস হলেও আল্লাহ তার প্রতি দ্রষ্টব্য করবেন না। [সুনানে ইবনে মাজাহ]

১৬৫১

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘জুবুল হুয়ন’ থেকে পরিত্রাণের নিমিত্ত আল্লাহর কাছে সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা কর। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ‘জুবুল হুয়ন’ কী? তিনি বললেন, জাহান্নামের একটি সুগভীর সংকীর্ণ উপত্যকা যার থেকে জাহান্নাম দৈনিক চারশতবার আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তখন জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! এতে কারা প্রবেশ করবে? তখন তিনি বললেন, কুরআনের সেই সকল আলীম যারা নিজেদের আমলের প্রদর্শনী করত। [সুনানে ইবনে মাজাহ ও সুনানে তিরমিযী]

১৬৬১

সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে আরও আছে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর কাছে সর্বনিকৃষ্ট আলিম হল যারা সমসাময়িক শাসকগোষ্ঠী বলতে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীকেই নির্দেশ করা হয়েছে। [মিশকাতুল মাসাবীহ]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলে আকরাম ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে ‘জুব্বুল হযন’ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জুব্বুল হযন কি? তিনি বললেন, তা জাহান্নামের একটি উপত্যাকা, তার থেকে অন্যান্য জাহান্নাম দৈনিক চারশত বার আশ্রয় প্রার্থনা করে আল্লাহর নিকট। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, তাতে কারা প্রবেশ করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘কুরআন পাঠক সে সকল আলেম যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করে।’

আমাদের সমাজেও বর্তমানে এ ধরনের কুরআন পাঠক এমন কিছু আলেম আছেন, যারা প্রকাশ্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নফল মুস্তাহাবের আমলও ছাড়েন না। কিন্তু তারাই আবার পর্দার অন্তরালে জঘন্যতম পাপকাজে লিপ্ত হতেও দ্বিধাবোধ করেন না এবং তাদের সামনে ইসলামের মৌলিক আহকাম লঙ্ঘিত হতে দেখলেও তাদের চেহারা বিবর্ণ হয় না।

তৃতীয় অধ্যায় দীনকে আঁকড়ে ধরা প্রসঙ্গে দীনের পুনর্জীবন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা

১৬৭৥

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসলাম অপরিচিত ও নিঃসঙ্গ অবস্থার মধ্য দিয়ে সমাজে প্রবেশ করে তা অচিরেই যেভাবে আরম্ভ হয়েছিল ঠিক সে অবস্থায় পুনরায় প্রত্যাবর্তন করবে। এক্ষেত্রে যারা প্রতিকূল পরিবেশে দীনের কাজে আত্মনিয়োগ করে ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে তাদের জন্যই রয়েছে মহা-সুসংবাদ। [সহীহ মুসলিম]

সুনানে তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এরাই হবে সেসব লোক যারা আমার পরে লোকজন কর্তৃক বিপর্যস্ত করা আমার দেওয়া জীবন বিধান সঠিক করে পুনঃপরিচালিত করবে।

[মিশকাতুল মাসাবীহ]

১৬৮৥

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে আমার উম্মতের মধ্যে অধঃপতন ও বিপর্যয়ের সময় আমার দেয়া জীবন বিধানকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে, তার জন্য নিহিত রয়েছে একশত শহীদের সওয়াব। [সুনানে বায়হাকী ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

ব্যাখ্যা: বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিপর্যয়ের সময় আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে তার জন্য রয়েছে একশত শহীদের প্রতিদান।

এ হাদীসের তাৎপর্য এই যে, যে সুন্নাতের ওপর আমল করতে গিয়ে রাসূলের যামানার এক সাহাবী শহীদ হয়েছেন, উম্মতের বিপর্যয়ের সময় সে সুন্নাতের ওপর যে ব্যক্তি আমল করবে সে ব্যক্তিই একশত শহীদের প্রতিদান পাবে। এটিই এ হাদীসের তাৎপর্য।

১৬৯৥

হযরত আনাস রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লোকদের ওপর এমন এক সময় আসবে তখন দীনের ওপর অটল অবিচল থাকা জ্বলন্ত আগুনের কয়লা ধারণকারীর অনুরূপ।

[সুনানে তিরমিযী ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

ব্যাখ্যা: মানব জীবনে দীন শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এ দীনের উত্থানেই বাতিলপন্থীদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কিন্তু দীন

শব্দকে যদি কেবল পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তবে কোন বাতিল শক্তিই দীনের কথায় ভীত-সম্ভ্রান্ত হবে না। এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রচলিত তাবলীগ জামাআতের ভূমিকা লক্ষ্যণীয়।

১৭০১

হযরত ওমর রাযিহুতুহু আনহু-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তিগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি শাস্তি কার্যকর করা আল্লাহর জনপদসমূহে চল্লিশদিন বৃষ্টিপাত হওয়া অপেক্ষাও অধিক কল্যাণকর।

[সুনানে ইবনে মাজাহ]

১৭১১

হযরত আবু সাইদ আল-খুদরী রাযিহুতুহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জালিম স্বৈরাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলবে, সেটাই তাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ বলে বিবেচিত হবে।

[সুনানে তিরমিযী ও সুনানে আবু দাউদ]

১৭২১

হযরত আবু সাইদ আল-খুদরী রাযিহুতুহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অন্যায় কাজ করতে দেখে সে যেন তার হাতের সাহায্যে তা পরিবর্তন করে দেয়। অতপর সে সামর্থ্য না থাকলে, সে যেন যবান দ্বারা সেই কাজে বাধা প্রদান করে। যদি সে সামর্থ্যও তার না থাকে, তাহলে সে যেন এরূপ কাজের প্রতি ঘৃণিত মনোভাব পোষণ করে। আর এটাই হলো ঈমানের দুর্বলতম লক্ষণ।

[সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত, ‘হাত দ্বারা’ অর্থ শক্তি দ্বারা। যবান দ্বারা অর্থ ‘আলাপ-আলোচনা’ বক্তৃতা বিবৃতি ও লেখনির মাধ্যমে এ অসৎ কাজের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা। শক্তি বা বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, সে অন্যায় কাজটি যদি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিরোধ্য হয়, তবে আইন হাতে তুলে নিবে না। বরং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী নেতৃত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করবে।

১৭৩১

হযরত নু’মান ইবনে বশীর রাযিহুতুহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি প্রদানে যারা শৈথিল্য প্রদর্শন করে আর যারা লংঘনকারী তাদের দৃষ্টান্ত হলো: যেমন একদল লোক জাহাজের ওপর তলায়, আর কতক লোক নীচ তলায় স্থান পেলো। অতঃপর নীচ তলার এক ব্যক্তি বার বার পানির জন্য ওপর তলায় যাতায়াত করতে লাগল। তাতে ওপর তলার লোকেরা কষ্টবোধ করত। তাই নীচ তলার লোকটি কুড়াল দিয়ে

জাহাজের তলা ছিদ্র করতে লাগল। ওপর তলার লোকেরা এসে তাকে বলল, তুমি এটা কি করছ? সে জবাব দিল, আমার বারবার পানির জন্য যাতায়াতে তোমরা যেরূপ কষ্টবোধ করছ। আর আমারও পানির প্রয়োজন, তাই এটা করছি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যদি ওপর তলার লোকেরা তাকে হাত ধরে বিরত করে তবে তাঁরা তাকেও বাঁচাল নিজেরাও বাঁচল। আর যদি বাধা প্রদান না করে তাহলে তাকেও ধ্বংস করল এবং নিজেদেরও ধ্বংস করল।

[সহীহ আল-বুখারী ও সুনানে তিরমিযী]

দীনী ব্যাপারে চিন্তা-চেতনা

১৭৪১

হযরত আয়েশা রাঃ এ বর্ণনা তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ-কে কখনো দু'টি কাজের মধ্যে কোন একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেয়া হলে তিনি সহজ কাজটিই বেছে নিতেন, যদি তা গুনাহের পর্যায়ে না পড়ত। যদি তা গুনাহের পর্যায়ে পড়ত তাহলে তিনি তা থেকে সর্বাপেক্ষা বেশি দূরে অবস্থান নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনও ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘিত হবার কারণে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে কখনো দ্বিধাবোধ করতেন না।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

১৭৫১

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ যখন আমাদের কাছে এলেন তখন আমরা তাকদীর সম্পর্কে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত ছিলাম। এতে তিনি এতই অসন্তুষ্ট হলেন যে, তাঁর চেহারা মোবারক লাল হয়ে তাঁর দুইগালে যেন ডালিমের রস নিংড়ে দেয়া হয়েছে। (এমনভাবে পরিলক্ষিত হল) আমাদের তিনি বললেন, এ কাজের জন্য কি তোমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথবা এ উদ্দেশ্যেই কি আমি প্রেরিত হয়েছি? এসব বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হবার কারণেই তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহ ধ্বংস হয়েছে। আমি তোমাদের দৃঢ়ভাবে বলছি: সাবধান! এসব বিষয়ে তোমরা আর কখনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়বে না।

[সুনানে তিরমিযী]

১৭৬১

হযরত মুজাহিদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, 'কেউ যেন তার স্ত্রীকে মসজিদে আসতে বাধা না দেয়'। তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ-এর এক পুত্র বলল, আমরা অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দেব। আবদুল্লাহ রাঃ বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সঃ-এর হাদীস বলছি, আর তুমি একথা বলছ! আবদুল্লাহ

ইনতিকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার এ ছেলের সাথে আর কথা বলেননি।

[মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল]

১৭৭১

হযরত আলী রাযিহাতাহু-আনহু-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সালাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হলুদ রংয়ের সুগন্ধি মেখেছিল। তিনি লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাদেরকে সালাম দিলেন, কিন্তু এ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করলে তিনি বললেন, আপনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সালাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তোমার দুচোখের মাঝখানে জ্বলন্ত অঙ্গার রয়েছে।’

ব্যাখ্যা: এখানে সুগন্ধি ‘খালুক’ শব্দ এর দ্বারা এমন আতর বুঝানো হয়েছে যার সাথে জাফরান মিশ্রিত থাকে এবং তা কাপড়ে মাখলে হলুদ বর্ণ ধারণ করে। এ রং রাসূলুল্লাহ সালাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপছন্দ করতেন। এ হাদীসের মর্মানুযায়ী পাপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের সালাম না দেওয়ার নির্দেশ পরিলক্ষিত করা যায়।

১৭৮১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিহাতাহু-আনহু-এর বর্ণনা মদ পানকারী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তোমরা তাকে দেখতে যাবে না বা সেবা করবে না।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

১৭৯১

হযরত আয়েশা রাযিহাতাহু-আনহা-এর বর্ণনা: তিনি জানতে পারলেন, তার বাড়িতে বসবাসকারী একটি পরিবারের কাছে দাবা খেলার সরঞ্জামাদি রয়েছে। তিনি তাদেরকে বলে পাঠালেন, যদি তোমরা এগুলো ফেলে না দাও তাহলে আমি তোমাদেরকে আমার বাড়ি থেকে বের করে দেব। তিনি তাদের দাবা খেলার ব্যাপারে কঠোরভাবে তিরস্কার করলেন।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

১৮০১

হযরত ওমর রাযিহাতাহু-আনহু-এর আযাদকৃত দাস আসলাম রাযিহাতাহু-আনহু-এর বর্ণনা তিনি বলেন, যখন আমরা ওমর ইবনে খাত্তাব রাযিহাতাহু-আনহু-এর সাথে সিরিয়া পৌঁছলাম তখন এক গ্রাম্য মাতব্বর এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার জন্য খানার আয়োজন করেছি। আমার ইচ্ছা আপনি আপনার সম্মানিত সহচরদের নিয়ে আমার বাড়িতে আসুন। এতে আমার কাজের উদ্যোগ বৃদ্ধি পাবে এবং আমার সম্মান বর্ধিত হবে। তখন ওমর রাযিহাতাহু-আনহু বললেন, আমরা তোমাদের এসব গির্জায় ছবি থাকা অবস্থায় প্রবেশ করতে পারি না।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

জ্ঞাতব্য বিষয়: এ হাদীসে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় বসবাসের সময় কাবা ঘরে দু'রাকাআত সালাত আদায়ের ইচ্ছা করেছিলেন। অথচ তখন কাবা ঘরে শত শত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহলে হযরত ওমর রাঃ কি রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা আরো অধিকতর সতর্ক ছিলেন? এর প্রকৃত ব্যাখ্যা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় অবস্থানকালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন না; বরং তখন অত্যন্ত অসহায় ও নির্যাতিতের জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। এ অবস্থায় উল্লেখিত পরিবেশ সহ্য করা শরীয়তের দৃষ্টিতে দৃশ্যীয় ছিল না। কিন্তু বিজয়ীর বেশে ওমর রাঃ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তখন সিরিয়া গিয়েছিলেন। এ অবস্থায় এ ধরনের একটি নাফরমানী কাজে পরিবেশের উদারতা প্রদর্শন ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপন্থী কাজ বলে গণ্য।

১৮১১

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শেষ যামানার স্বৈরাচারী শাসক, পাপিষ্ঠ মন্ত্রী, বিশ্বাসঘাতক বিচারক ও মিথ্যাবাদী ফকীহদের আবির্ভাব হবে। যারা তোমাদের মধ্যে সে যুগ পাবে তারা যেন তাদের কর আদায়কারী তহসিলদার না হয় এবং তাদের কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ না করে ও তাদের অধীনে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণে যেন সম্মত না হয়। [মু'জামে তাবারানী]

ব্যাখ্যা: হাদীসে উল্লেখিত নির্দেশনা এ জন্য প্রদান করা হয়েছে যে, এ ধরনের জালিম ব্যক্তিদের অধীনে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করলে একজন মুমিনের জীবনে অনেক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে এবং সে তাদের অনুসরণ ও অনুকরণে অনেক নাফরমানী কাজে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এ নিষেধাজ্ঞা।

১৮২১

হযরত ইবরাহীম ইবনে মাইসারা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন বেদআতীকে সম্মান প্রদর্শন করবে সে যেন ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে তাকে সাহায্য করল। [সুনানে বায়হাকী]

১৮৩১

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, সে কোনদিন জিহাদ করেনি এবং মনে জিহাদের আকাঙ্ক্ষাও জাগেনি, সে এক প্রকারের মুনাফেকী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। [সহীহ মুসলিম]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়েছেন, দুই প্রকারের চোখকে জাহান্নামের আগুন কখনো স্পর্শ করতে পারবে না। যথা—

১. যে চোখ আল্লাহর ভয়ে ভীত-সম্বস্ত হয়ে কেঁদেছে।
২. রাতভর যে চোখ রাত জেগে আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়
ইবাদত প্রসঙ্গ
মানব জীবনে সালাত বা নামাযের গুরুত্ব
৥৮৫৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, আমানতদারী যার নেই তার ভেতর ঈমান নেই, যার পবিত্রতা নেই তার সালাত নেই, যার সালাত নেই তার দীনও নেই। দীনের মধ্যে সালাতের স্থান শরীয়তের মধ্যে মাতার স্থানের সমতুল্য। [মু'জামে তাবরানী]

ব্যাখ্যা: সালাত শব্দটি আরবী। বাংলায় একে নামায বলা হয়। সালাতের সুপ্রসিদ্ধ চারটি শাব্দিক অর্থ রয়েছে। যেমন—

১. ইবাদত বা প্রার্থনা,
২. অনুগ্রহ,
৩. পবিত্রতা ও
৪. ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি।

পরিভাষায় বলতে এমন একটি সুনির্দিষ্ট ইবাদত যা নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে একাধিচিহ্নে আদায় করা হয়ে থাকে। ইসলামে পাঁচটি মৌলিক ভিত্তির মধ্যে প্রধানই হল নামায। এ সালাতের মাধ্যমে বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। বান্দা পারত্রিক জীবনের পরম পাওয়া সুমহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের প্রত্যশায় সালাতের মধ্যে নিমগ্ন থেকে তাঁরই সম্ভ্রষ্ট কামনা করে। এজন্য ইসলামে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। সালাত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, ‘সালাত হচ্ছে মুমিনদের মিরাজ।’

১. সালাত জান্নাতের চাবি।
২. সালাত আদায়ের মাধ্যমেই দীনের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সালাত পরিত্যাগে দীনের ধ্বংস সাধিত হয়।

রাসূলুল্লাহ সঃ এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

‘সালাত হচ্ছে দীনের মূল ভিত্তি। যে সালাত আদায় করে সে দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে। আর যে ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করে যে দীনকে ধ্বংস করে।’

বান্দার সালাত আদায়ের মাধ্যমেই আল্লাহর প্রতি চরম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। কুরআনে সালাতের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ‘নিশ্চয় সালাত মানুষকে যাবতীয় অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে’। [সূরা আল-আনকাবূত: ৪৫]

৛৛৛৛

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি ধারণা কর, যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে নদী থাকে এবং সে তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার দেহে কি কোন প্রকারের ময়লা থাকবে? সাহাবীগণ আরজ করলেন, তার দেহে কোন ময়লা থাকবে না। তখন রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের তুলনা। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেন।

[সহীহ আল-বুখারী]

৛৛৭৛

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদের এমন পথ দেখাব না যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন এবং মর্যাদাসমূহ বৃদ্ধি করে দেবেন? সাহাবীগণ আরজ করলেন, হ্যাঁ আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই আমাদেরকে তা বলে দেন। তখন তিনি বললেন, কষ্টসন্তোষে পূর্ণাঙ্গরূপে অযু করা, মসজিদসমূহের দিকে অধিক পদচারণা এবং এক ওয়াক্তের নামায আদায় করে পরবর্তী ওয়াক্তের প্রতিক্ষায় থাকা। এটাই হচ্ছে তোমাদের ‘রিবাত’ (অর্থাৎ জিহাদের উদ্দেশ্যে সীমান্ত প্রহরায় থাকার সওয়াবের সমান)। ইমাম মালেক রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনায় আরো আছে, এটাই হচ্ছে ‘রিবাত’ কথাটি রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম দু’বার বলেছেন।

[সহীহ মুসলিম]

৛৛৮৛

হযরত আবু সাইদ আল-খুদরী রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা দেখ কোন ব্যক্তি নিয়মিত মসজিদে গমণ করছে তখন তোমরা তার ঈমানের স্বাক্ষর প্রদান করবে। কেননা আল্লাহ বলেন, আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনয়নকারীরাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ রাখে।

[সূরা আত-তওবা: ১৮, সুন্নাতে তিরমিযী]

৛৛৯৛

হযরত বুরাইদা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম সালাতুল্লাহ বলেছেন, অন্ধকারে মসজিদে যাতায়তকারীগণকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ প্রদান কর।

[সুন্নাতে তিরমিযী]

৛৛০৛

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কৃপণ ও দানকারী দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এমন দু’ব্যক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপ,

যাদের পরিধানে রয়েছে লৌহবর্ম। তাদের উভয়ের হাত বুক ও কণ্ঠনালীর মাঝখানে আটকে আছে। দানকারী ব্যক্তি যখনই দান করে তখনই তার লৌহবর্ম প্রশস্ত হয়ে যায়। আর কৃপণ ব্যক্তি যখনই দান করার ইচ্ছা পোষণ করে তখনই তার লৌহবর্ম আরো সংকীর্ণ হয়ে যায় এর প্রতিটি বৃত্ত স্ব স্ব স্থানে অনড় থাকে।

[সহীহ মুসলিম]

১১১১

হযরত আয়েশা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ-কে বলতে শুনি, কোন সম্পদের সাথে যাকাতের সম্পদ মিশ্রণ হলে তা সে সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়।

[মুসনদে ইমাম শাফেয়ী]

ব্যাখ্যা: ইসলামী চিন্তাবিদগণ ‘যাকাতের সম্পদের সংমিশ্রণ’-এর দ্বিবিধ অর্থ করেছেন,

১. যে সম্পদের ওপর যাকাত ফরয তা থেকে যাকাতের অংশ যদি পৃথক না করা হয়, তাহলে গোটা সম্পদই বরকতহীন সম্পদে পরিণত হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা মুসলমানের জন্য ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায় এবং তা লয়প্রাপ্ত হয়।
২. কোন সামর্থ্যবান ব্যক্তি যাকাত গ্রহণের অনুপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যাকাত যদি গ্রহণ করে তা নিজ হালাল পন্থায় অর্জিত সম্পদের সাথে একত্রিত করে। তাহলে সে যাকাতের সম্পদের কারণে সম্পূর্ণ সম্পদই অপবিত্র সম্পদে পরিণত হবে।

সিয়াম বা রোযা

১১২১

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কাজ পরিত্যাগ করতে পারে না তার (সিয়াম পালন) পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।

[সহীহ আল-বুখারী]

ব্যাখ্যা: রোযা হল ফাসী শব্দ। এর আরবী প্রতিশব্দ সাওম। কুরআনে সিয়াম হল প্রচলিত শব্দ। বাংলা ভাষায় সিয়ামের পরিবর্তে রোযা শব্দটিই প্রচলিত হয়েছে। আমাদের উচিত রোযাকে সিয়াম হিসাবেই চিন্তা করা। এর আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা, আত্মসংযম, অবিরাম চেষ্টা-সাধনা ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহর এ নির্দেশ পালনের সংকল্পে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় পানাহার ও যৌনসম্বোগ থেকে বিরত থাকাকেই সাওম বা রোযা বলে। ইসলামে ঈমান, সালাত ও যাকাতের পরেই সিয়ামের স্থান।

এটা ইসলামের চতুর্থ রোকন। মানব জীবনে কল্যাণ ও উন্নতি সাধনের জন্য এটিকে অপরিহার্য ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সাওম মানুষকে কুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে রক্ষা করে এবং সহনশীলতার উপলব্ধিও শিক্ষা দেয়। হাদীসে বলা হয় ‘সিয়াম হল ঢালস্বরূপ’। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই সিয়াম পালন করা হয়। হাদীসে কুদসীতে উল্লেখিত হয়েছে, সাওম পালনকারীকে আল্লাহ উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘সাওম একমাত্র আমারই জন্য, আমি নিজেই এর পুরস্কার দেব’।

হজের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

১৯৩১

হযরত আবু হুরায়রা রাযী আল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এ কা’বা ঘরে হজ করে কোন অশ্লীল বা অসৎ কাজে জড়িত হয় না, সে ব্যক্তি মায়ের উদর হতে জন্মগ্রহণ করার দিনের মতই নিষ্পাপ।

[সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: হজ আরবী শব্দ, এর আভিধানিক অর্থ হল ইচ্ছা, অভিপ্রায় বা সংকল্প, সাক্ষাত, মহান সংকল্প, বাসনা পোষণ করা। ইসলামী পরিভাষায় মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের অভিপ্রায়ে নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে পবিত্র কা’বা ঘর জিয়ারত করাকে হজ বলে। এটি ইসলামের পঞ্চম রোকন। হজ পালন করা প্রত্যেক সামর্থ্যবানদের জন্য ফরজ। হজ হল ইসলামী উম্মাহর আন্তর্জাতিক মহা-সম্মেলন। হজের মাধ্যমে বিশ্ব মুসলমানদের মিলন ও ঐক্যের শপথ নেবার এক অনন্য সুযোগ হয়, এর মাধ্যমেই ইহকাল ও পরলৌকিক মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়।

নফল ইবাদতের গুরুত্ব

১৯৪১

হযরত আবু হুরায়রা রাযী আল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার সালাতের হিসেব নেয়া হবে। সে তার সঠিক হিসাব দিতে পারলে কৃতকার্য আর যদি ব্যর্থ হয় তাহলে বিপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হবে। যদি তার ফরজসমূহের মধ্যে কোন ত্রুটি থাকে তাহলে মহান আল্লাহ বলবেন: দেখ, আমার বন্দার কোন নফল ইবাদত রয়েছে কিনা? যদি থাকে তাহলে তা দিয়ে ফরজের ঘাটতি পূরণ করা হবে। এরপর একই ভাবে তার অন্যান্য ইবাদতেরও হিসেব নেয়া হবে। অপর বর্ণনায় রয়েছে, এরপর এভাবেই তার যাকাতেরও হিসেব নেওয়া হবে। এরপর এই নিয়মেই তার যাবতীয় ইবাদতের হিসেব নেয়া হবে।

[সুনানে আবু দাউদ]

১১৫১

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালামু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহশীল হোন, যে রাতে উঠে সালাত আদায় করে এবং নিজ স্ত্রীকেও জাগিয়ে তোলে এবং সেও নামায আদায় করে। যদি স্ত্রী ঘুম থেকে উঠতে না চায় তাহলে যেন সে মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ সে মহিলাকেও রহম করুন, যে রাতে উঠে সালাত আদায় করে এবং নিজের স্বামীকেও ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে এবং সেও সালাত আদায় করে। স্বামী ঘুম থেকে উঠতে না চাইলে তাহলে সে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।

[সুনানে আবু দাউদ]

১১৬১

হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালামু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলিম পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর নাম নিয়ে ঘুমিয়ে গভীর রাতে উঠে আল্লাহর কল্যাণ ও বরকতের জন্য প্রার্থনা করে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে তা দান করবেন।

[মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল]

আল্লাহর যিকর ও কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে

১১৭১

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সালামু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলেন। হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহভীতি নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেবে। কেননা আল্লাহভীতিই হল যাবতীয় কল্যাণের উৎস। আর নিজের জন্য জিহাদকেও অপরিহার্য কর। কেননা জিহাদই আল্লাহঅলাদের বৈরাগ্যতা। আর তুমি অবশ্যই আল্লাহর যিকর এবং কুরআন পাঠ করবে। কেননা কুরআন পৃথিবীতে তোমার জন্য আলোকবর্তিকা এবং উর্ধ্ব জগতে তোমার আলোচনা হওয়ার একমাত্র অবলম্বন। নিজ জিহ্বাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত কর এবং দোষণীয় কাজ থেকে বিরত থাক। তবে এভাবে তুমি শয়তানের ওপর বিজয়ী হতে পারবে। [তাবারানীর আল-মু'জামুস সগীর]

১১৮১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালামু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লোহাতে পানি পড়লে যেভাবে মরিচা পড়ে তেমনি মানুষের অন্তরেও মরিচা পড়ে। বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! অন্তরের এ মরিচা কি উপায়ে দূর করা যায়? তিনি বললেন, অত্যাধিক পরিমাণে মৃত্যুর কথা স্মরণ করা এবং কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমেই তা দূর করা যায়।

[সুনানে বায়হাকী]

১৯৯১

হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, কুরআনের সাথে তোমাদের মন যতক্ষণই তা পাঠ করবে। যখন অনীহা ভাব দেখা দেবে তখন তিলাওয়াত বন্ধ করে দেবে।

[সহীহ আল-বুখারী]

আল্লাহর যিকর

১১০০১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কাছে এসে বল, কোন প্রকারের মানুষ উত্তম? তখন রাসূল রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, সুসংবাদ তার জন্য যে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেছে আর তার মধ্যে ভালো কাজসমূহের সমাবেশ ঘটেছে। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহর রাসূল! কি ধরনের কাজ সর্বোত্তম? তিনি জবাবে বললেন, তুমি পৃথিবী থেকে এমন অবস্থায় বিদায় নিবে যখন তোমার রসনা আল্লাহর যিকরে সিক্ত থাকবে।

[মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল ও সুনানে তিরযিমী]

১১০১১

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, কোন ব্যক্তি কোন স্থানে বসল অথচ সে আল্লাহর নাম স্মরণ করল না, আল্লাহর আদেশে এ বসা তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে। অনুরূপ কোন ব্যক্তি কোন বিছানায় শুতে যেয়ে সে স্থানে আল্লাহকে স্মরণ না করলে আল্লাহর আদেশে এ শয়ন তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে।

[সুনানে আবু দাউদ]

১১০২১

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, বান্দার দুআ তখনই কবুল করা হয়, যখন সে পাপ কাজের অথবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করার দুআ করে এবং দুআ কবুলের জন্য অস্থিরতা প্রকাশ না করে। তখন জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল অস্থিরতার অর্থ কি? তখন তিনি বললেন, বান্দার এরূপ বলা, আমি অনেক দুআ করেছি, অথচ আমার কোন দুআই কবুল হল না। এরপর থেকে সে বিরক্ত ও নিরাশ হয়ে দুআ করা থেকে বিরত থাকে।

[সহীহ মুসলিম]

১১০৩১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ যখন নামাযের সালাম ফিরাতেন তখন সুউচ্চ স্বরে বলতেন, ‘আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব ও সার্বভৌমত্ব এবং যাবতীয় প্রশংসাও তাঁরই, সকল বস্তুর ওপর তিনি ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপায় ও শক্তি নেই। আল্লাহ ব্যতীত কোন

ইলাহ নেই এবং আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি। সব নিয়ামত, সব অনুগ্রহ এবং সব প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। একনিষ্ঠভাবে দীনকে কেবল তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করে, কাফিরদের যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন।

[সহীহ মুসলিম]

১১০৪৥

হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী রাঃ -এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ যখন পানাহার করতেন তখন বলতেন, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি খাওয়ালেন, পান করালেন, তিনি খাদ্য-বস্তুকে সহজে কণ্ঠনালী অতিক্রম করিয়ে পাকস্থলী পর্যন্ত পৌঁছালেন এবং (অপ্রয়োজনীয় অংশ) বেরিয়ে যাবারও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছেন।’

[সুনানে আবু দাউদ]

১১০৫৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ -এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সঃ যখন সফরের উদ্দেশ্যে উটের পিটে আরোহণ করতেন তখন তিনবার আল্লাহ্ আকবর বলে তারপর বলতেন, মহান ও পবিত্র সে সত্তা, যিনি এটিকে আমার অধীন করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমার এটিকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হত না এবং আমরা আমাদের রবের দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমরা আমাদের এ সফরে আপনার কাছে পুণ্য ও তাকওয়ার প্রার্থনা করছি এবং আপনার পছন্দনীয় যাবতীয় কাজ করার সুযোগ কামনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এ সফরকে আমাদের জন্য সহজ করে এর দূরত্ব কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ! সফরে আপনিই আমাদের সাথী এবং আমাদের পরিবার ও পরিজন এবং ধন-সম্পদে আপনিই আমাদের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সফরের কষ্ট থেকে, বিষাদিত দৃশ্য থেকে এবং পরিবার-পরিজন ও সম্পদে অকল্যাণকর পরিবর্তন থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’ যখন তিনি সফর থেকে ফিরে আসতেন তখনও তিনি এ দুআই পাঠ করতেন এবং আরো যোগ করতেন: ‘আমরা তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের রবের প্রশংসাকারী হয়ে ফিরে এলাম।’

[সহীহ মুসলিম]

১১০৬৥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ -এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলতেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি আমার দীন সঠিক করে দিন যা পবিত্র করবে আমার কর্মপন্থা, সঠিক করে দিন আমার পার্থিব জগত যা আমার জীবন যাপনের ক্ষেত্র, সঠিক করে দিন আমার পরকাল যেখানে আমাকে ফিরে যেতে হবে, প্রতিটি কল্যাণকর কাজে আমার হায়াত বৃদ্ধি করুন এবং প্রতিটি অকল্যাণকর কাজ থেকে আমার মৃত্যুকে আমার জন্য শান্তিদায়ক করে দিন।’

[সহীহ মুসলিম]

॥১০৭॥

হযরত আবু সাইদ আল-খুদরী রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! দুশ্চিন্তা ও ঋণ আমার জীবনে চিরস্থায়ী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য শিখিয়ে দেবো না যা পাঠ করলে আল্লাহ তোমার দুশ্চিন্তা দূরীভূত করে তোমার ঋণ পরিশোধ করে দেবেন? সে বলল, অবশ্যই তা বলে দিন। তিনি বললেন, তুমি সকাল ও সন্ধ্যায় বলবে, হে আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা ও দূর্বাবনা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, অপরাগতা ও অলসতা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই, কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই, ঋণের বোঝা ও মানুষের শত্রুতা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই’। লোকটি বলল, আমি এ দুআ পড়তে থাকলাম আর আল্লাহ আমার সম্পূর্ণ দুশ্চিন্তা দূর করে দিলেন এবং ঋণ পরিশোধ করে দিলেন।

[সুনানে আবু দাউদ]

॥১০৮॥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হবার সময় বলে, ‘আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখুন’ তাহলে এ মিলনের ফলে তাকে আল্লাহ যে সন্তান দান করবেন, শয়তান কখনো তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

॥১০৯॥

হযরত আবু মালেক (কাব ইবনে আসেম) আল-আশআরী রাঃ এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজ ঘরে প্রবেশ করবে সে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমার ঘরে প্রবেশ এবং বের হওয়া যেন কল্যাণকর হয়। আমি আল্লাহর নামে ঘরে প্রবেশ করেছি এবং আপনারই ওপর ভরসা করছি। এরপর সে তার ঘরের পরিবারবর্গকে সালাম করবে।

[সুনানে আবু দাউদ]

॥১১০॥

হযরত উম্মে মা’বাদ রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ কে বলতে শুনি, ‘হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে মুনাফিকি থেকে, আমার কাজকে রিয়া থেকে, আমার রসনাকে মিথ্যা থেকে, আমার দৃষ্টিকে বিশ্বাসঘাতকতা থেকে পবিত্র করুন। নিশ্চয় আপনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব বিষয় সম্পর্কে অবহিত।’

[সুনানে বায়হাকী]

পঞ্চম অধ্যায় নৈতিকতা ইসলামে নৈতিকতা

১১১১

হযরত ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমি মানব জাতির মধ্যে মহোত্তম নৈতিক চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।’

[মুওয়াত্তা মালিক]

ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মহোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি’। এ হাদীসের মর্মানুযায়ী বুঝা যায় যে, প্রত্যেক নবী-রাসূলগণই নিজ নিজ উম্মতের নিকট উত্তম চরিত্র বিধানের জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। তাই তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গোত্র ও জাতির নিকট উত্তম নৈতিক চরিত্রের তালীম দিয়ে গেছেন। কিন্তু উত্তম চরিত্রসমূহের সমন্বয় সাধন করে তার পূর্ণতা প্রদানের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর। তাই তিনি তাঁর নবুয়ত জীবনের সুদীর্ঘ তেইশ বছরে পূর্ণ নৈতিক চরিত্রবান একটি উম্মত তৈরি করে রেখে গেছেন। আজকের এই ঝঞ্ঝাৎ বিক্ষুব্ধ জগতে যদি এ পূর্ণ নৈতিক চরিত্রবান লোকদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পন করা হতো, তবে সমগ্র জগত থেকে হানা-হানি, খুনা-খুনি ও মারামারি চিরতরে লোপ পেয়ে যেত। দুঃখের বিষয় আজ স্বয়ং মুসলমানরাই নিজেদের পূর্ণ নৈতিক চরিত্রের আদর্শ পরিত্যাগ করে বিজাতির আদর্শ গ্রহণ করে বিজাতির ক্রিড়ানক হিসেবে তাদের অর্থনৈতিক কাজ কারবারে মদদ যোগাচ্ছে।

ঈমান ও আখলাক প্রসঙ্গ

১১১২

হযরত আবু হুরায়রা রাহিমাহুল্লাহ-এর বর্ণনা তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মুমিনদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী সে ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী।

[সুনানে আবু দাউদ]

ব্যাখ্যা: এ হাদীসে উত্তম আখলাক ও চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গ ঈমানের একমাত্র বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১১১৩

হযরত আবু উমামা রাহিমাহুল্লাহ-এর বর্ণনা: এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, যখনই তোমার ভালো কাজগুলো তোমাকে

আনন্দ দান করবে এবং তোমার মন্দ কাজগুলো তোমাকে পীড়া দেবে তখনই তুমি মুমিন হিসেবে বিবেচিত হবে। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! গুনাহ কি? তিনি বললেন, যখন কোন কাজ করতে তোমার বিবেক বাধা দেয় তখনই তা পরিত্যাগ কর।

[মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল]

ব্যাখ্যা: হাদীসের বর্ণনানুযায়ী মানুষ পাপ-পুণ্যের জ্ঞানে তখনই নির্ভরযোগ্য হতে পারে যখন মানুষের বিবেক জাগ্রত থাকে এবং স্বভাব-প্রকৃতি পরিপাশ্বিকতার কু-প্রভাবে ও নিজের কুকর্মের দ্বারা কলুষিত না হয়।

সর্বোত্তম চরিত্রের গুণাবলি (তাকওয়া)

১১৪৮

হযরত আতিয়া আস-সাদী রহমাতুল্লাহু আলাইহ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলেছেন, কোন ব্যক্তি পাপকাজে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে যে কাজে গুনাহ নেই তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আল্লাহভীর লোকদের শ্রেণীভুক্ত হতে পারবে না।

[সুনানে তিরমিযী ও সুনানে ইবনে মাজাহ]

ব্যাখ্যা: মানবজীবনে অনেক সময় বৈধ কাজ অবৈধ কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই কোন মুমিন ব্যক্তির সামনে কেবল বৈধতার দিকটিই থাকবে না; বরং এই বৈধ কাজ কোথাও যেন অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার কারণ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকেও তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মুত্তাকী সুলভ জীবন

১১৫১

হযরত আয়েশা রহমাতুল্লাহু আলাইহা-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আয়েশা! ছোট ছোট গুনাহর ব্যাপারেও সতর্কতা অবলম্বন কর। কারণ এর জন্যও আল্লাহর নিকট তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে।

ব্যাখ্যা: গুনাহে কবীরা যেমন কোন মুসলমানের মুক্তিপথকে বিপদগ্রস্ত করে, তেমনি ছোট গুনাহও কম বিপদ আনয়ন করে না। ছোট গুনাহকে নগণ্য মনে হলেও তা বার বার করলে তা বড় গুনাহে পরিণত হয়। হাফিয ইবনুল কায়েম রহমাতুল্লাহু আলাইহ বলেন, এটা দেখো না যে, গুনাহ কত ছোট বরং সে মহান আল্লাহর সন্তাকে স্মরণ কর যে, কার অবাধ্য হবার দুঃসাহস করা হচ্ছে! আল্লাহর ভয়ংকর শাস্তির স্মরণ থাকলে মানুষ কখনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গুনাহেরও দুঃসাহস করতে পারে না।

১১৫৬

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রহমাতুল্লাহু আলাইহ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নির্ধারিত রিযিক পূর্ণমাত্রায় লাভ না করা

পর্যন্ত কোন জীবনই মৃত্যুবরণ করবে না। সাবধান! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, সুন্দর পন্থায় উপার্জনের চেষ্টা কর। রিযিক প্রাপ্তিতে বিলম্ব যেন তোমাদেরকে তা উপার্জনের অবাধ্যতার পথে পরিচালনা না করে। কেননা আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা কেবল তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব।

[সুনানে ইবনে মাজাহ]

ব্যাখ্যা: এ হাদীসটিতে সত্য উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

১. যদি কোন ব্যক্তি রিযিকপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যর্থতা অথবা বিলম্ব অনুভব করে তাহলে তার কোন অবস্থাতেই হতাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ তার জন্য যে পরিমাণ রিযিক নির্ধারণ করেছেন তা সে বিলম্বেই হোক অথবা সহসাই হোক, অবশ্যই সে তা লাভ করবে।
২. আমরা অনেক সময় দেখতে পাই যে, কোন কোন মানুষ আল্লাহর অবাধ্যতা সত্ত্বেও সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করে যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর তরফ থেকে এদের জন্য একটা অবকাশ স্বরূপ। এর পরই দেখা যাবে হঠাৎ একদিন এদের ওপর আল্লাহর গযব নিপতিত হবে। প্রকৃত সুখ-স্বচ্ছন্দ একমাত্র আল্লাহর প্রকৃত আনুগত্যের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব।

১১১৭৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযীয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, অসৎ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ থেকে কোন ব্যক্তি তা দান করলে তা কবুল হবে এবং সে তার এ সম্পদে বরকত প্রাপ্ত হবে এরূপ কখনো হতে পারে না। তার পরিত্যক্ত হারাম সম্পদ কেবল তার জন্য জাহান্নামের পাথেয় হতে পারে। আল্লাহর চিরন্তন নিয়ম হচ্ছে, তিনি মন্দের দ্বারা মন্দকে চিহ্নিত করেন না বরং ভালো দ্বারাই মন্দকে চিহ্নিত করেন। নাপাক দ্বারা নাপাক দূর করা যায় না। [মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল]

ব্যাখ্যা: এ হাদীসে কেবল উদ্দেশ্যের পবিত্রতা বা সৎ উদ্দেশ্যেই যথেষ্ট নয় বলে বিবেচিত হয়েছে এবং এর সাথে উপায় উপকরণের পবিত্রতাও সংযুক্তকরণ একান্ত অপরিহার্য।

তাকওয়ার পরিধি

১১১৮৥

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর অত্যাচার নীপিড়ন করতে পারে না, তাকে অপমান করতে পারে না এবং হেয় প্রতিপন্ন করতে

পারে না। তিনি নিজ বুকের দিকে ইশারা করে বললেন, তাকওয়ার অবস্থান এখানেই, তাকওয়ার অবস্থান এখানেই, তাকওয়ার অবস্থান এখানেই। কোন লোক নিকৃষ্ট গণ্য হবার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। প্রত্যেক মুসলমানের জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান প্রত্যেক মুসলমানের কাছেই সম্মানের বস্তু। [সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: মুসলমানদের জীবন যাপন সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ হাদীসে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে।

১. ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দাবি এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ওপর অত্যাচার উৎপীড়ন করবে না এবং তাকে যালিমদের হাতেও তুলে দেবে না এবং নিজের আর্থিক, বংশীয়, দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রধান্যের ভিত্তিতে অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও করবে না।
২. অন্তরেই হচ্ছে তাকওয়ার মূল কেন্দ্রস্থল। মানুষের অন্তরে যদি তাকওয়ার বীজ বপন করা যায় এবং তাতে যদি শিকড় গজাতে পারে তাহলে তার বাহ্যিক দিকেও সৎকাজের পল্লবে সুশোভিত হয়ে উঠবে। যদি অন্তরেই তাকওয়ার নিদর্শন না থাকে, তাহলে তাকওয়ার বাহ্যিক মহড়ায় নৈতিক চরিত্রের পরিবর্তনে দুনিয়া এবং আখেরাতের সাফল্য আসতে পারে না।
৩. মুসলিম সমাজে কোন মুসলমানের ধন-সম্পদ ও যাবতীয় বিষয়সমূহে অহেতুক হস্তক্ষেপ করা নিকৃষ্টতম অপরাধ বলে বিবেচিত। এ কারণে তার জন্য দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জীবনে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত।

তাকওয়ার দৃষ্টান্ত

১১১৯৥

সাইয়িদু শাবাবী আহলিল জান্নাত হযরত হুসাইন ইবনে আলী রাযিআল্লাহু আনহু এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালামু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এবং আমি তাঁর যবান মুবারক থেকে মুখস্ত করে রেখেছি: যা তোমাকে সংশয়ে পতিত করে, তা পরিত্যাগ কর, যা সন্দেহের উর্ধ্বে তাই গ্রহণ কর। কেননা সততাই শান্তি এবং মিথ্যা সন্দেহ উদ্বেককারী। [সুনানে তিরমিযী]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসে সাইয়িদু শাবাবী আহলিল জান্নাত হযরত হাসান রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি নানান রাসূলুল্লাহ সালামু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ২টি মূলনীতি মুখস্ত রেখেছি। যথা—

১. সন্দেহযুক্ত বিষয় বা বস্তু পরিত্যাগ করে সন্দেহবিহীন বস্তু বা বিষয় গ্রহণ করবে।

২. সততাতেই শান্তি এবং মিথ্যায় সন্দেহের সৃষ্টি। প্রত্যেক মুসলমানের এ নীতি গ্রহণ করা বাধ্যজনীয়।

১১২০৥

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাঃ এর বর্ণনা: তিনি রাসূলুল্লাহ সঃ কে বলতে শুনেছেন: আমি কি তোমাদেরকে ভালো লোক সম্পর্কে অবহিত করব না? সাহাবীগণ আরজ করলেন, নিশ্চয়ই, হে আল্লাহর রাসূল! (অবশ্যই তা বলুন) তিনি বললেন, যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ আসে তারাই তোমাদের মধ্যে ভালো লোক। [সুনানে ইবনে মাজাহ]

ব্যাখ্যা: মুমিন ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি ও মন-মানসিকতা দেখেই অনুমান করা যায় যে, তিনি একজন আদর্শবাদী এবং এর জন্য কোন প্রচারের প্রয়োজন নেই। লোকদের তার তাকওয়ার ও তার পরিবেশের দিকে প্রভাবিত করবে।

তাকওয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি

১১২১৥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন তার কোন মুসলিম ভাইয়ের কাছে যাবে তখন সে তার খাবার খাবে এবং তার পানীয় পান করবে ও তার অনুসন্ধানে লিপ্ত হবে। [সুনানে বায়হাকী]

ব্যাখ্যা: কোন মুসলমানের উপহার এবং দাওয়াতের ক্ষেত্রে হারাম-হালালের প্রসঙ্গ না তোলাই উচিত। কোন মুসলমান সম্পর্কে এ ধারণাই পোষণ করা উচিত যে, সে নিজেও হালাল খায় এবং অপরকেও হালাল খাওয়ায়। অবশ্য তার সম্পর্কে স্পষ্ট জানা আছে যে, সে ঘুষ খায় অথবা সুদ খায়। এমন ব্যক্তির দাওয়াত না খাওয়াই উত্তম। আবার দাওয়াত কবুল করলেও জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, এ খাবারে সুদ বা ঘুষের সংমিশ্রণ আছে কিনা? সংমিশ্রণ থাকলে এ খাবার না খাওয়াই উত্তম।

আল্লাহর ওপর ভরসা

১১২২৥

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাঃ এর বর্ণনা: তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি উট বেধে রেখে আল্লাহর ওপর ভরসা করব, না একে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করব? তখন রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, আগে উটকে বেঁধে নাও, তারপরই আল্লাহর ওপর ভরসা কর। [সুনানে তিরমিযী]

১২৩১

হযরত ওমর ইবনুল খাতাব রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনি, তোমরা যদি সত্যিকার অর্থেই আল্লাহর ওপর ভরসা করতে তাহলে তিনি পাখিদের মতই তোমার রিযিকের ব্যবস্থা করতেন। সকালে যেমন পাখিরা খালি পেটে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে বাসায় ফিরে আসে। [সুনানে তিরমিযী]

ব্যাখ্যা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাখিদের সাথে উপমা দিয়ে রিযিকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার নাম আল্লাহর ওপর ভরসা নয়; বরং আল্লাহর দেয়া সুযোগ-সুবিধা ও উপায় উপকরণ সমূহ কাজে লাগিয়ে ফলাফলের জন্য তাঁর ওপর পরিপূর্ণ নির্ভর করার নামই হচ্ছে প্রকৃত তাওয়াক্কুল।

১২৪১

হযরত আউফ ইবনে মালেক রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ব্যক্তির বিরোধ মিমাংসা করে দিলেন। যার বিপক্ষে ফায়সালা হল, সে ফিরে যাবার সময় বলল, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট ছিল এবং তিনিই উত্তম পৃষ্ঠপোষক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর কাছে অক্ষমতা অবশ্যই নিন্দনীয়। বিবেক বুদ্ধি সহকারে তোমার কাজ করাই সঙ্গত আর অসাধ্য কাজের বেলায় বলবে, ‘হাসবিয়াল্লাহু ওয়া নি’মাল ওয়াকীল’। [সুনানে আবু দাউদ]

১২৫১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, হযরত ইবরাহীম আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যখন আগুনে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন: ‘হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি’মাল ওয়াকীল’ (আল্লাহ আমার জন্যই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম পৃষ্ঠপোষক)। এ বাক্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেছিলেন যখন লোকেরা বলল, লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তাদের ভয় কর এ সংবাদে মুসলমানদের ঈমান আরো বেড়ে গেল। তারা বলল, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি’মাল ওয়াকীল। [সহীহ আল-বুখারী]

১২৬১

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কৃতজ্ঞ আহারকারী ধৈর্যশীল সিয়ামকারীর সমতুল্য। [সুনানে তিরমিযী]

ব্যাখ্যা: ধৈর্যসহকারে যে নফল রোযা রাখে এবং যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা সহকারে হালাল খাদ্যে জীবন-যাপন করে, তারা উভয়েই আল্লাহর দরবারে সমমর্যাদার অধিকারী বলে বিবেচিত। হালাল খাদ্য খেয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায়কারীর কত সুউচ্চ মর্যাদা এ হাদীসটি থেকে তা অনুমেয়।

১১২৭৥

হযরত আবু হুরায়রা রাযী আল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে তোমাদের অপেক্ষা নিম্নস্তরের, তার প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং যে ব্যক্তি তোমাদের অপেক্ষা উচ্চপর্যায়ের তার প্রতি দৃষ্টিপাত করো না। তবে তোমাদের ওপর আল্লাহর যেসব নিয়ামতরাজী রয়েছে তাকে তুচ্ছ মনে করার মনোবৃত্তি তোমাদের সৃষ্টি হবে না। মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় রয়েছে, তোমাদের কারো দৃষ্টি যখন সম্পদ ও স্বাস্থ্যগত দিক থেকে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির ওপর পতিত হয়, তখন সে যেন নিজের তুলনায় নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করে। [সহীহ মুসলিম]

ধৈর্যধারণ

১১২৮৥

হযরত শুআইব রাযী আল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিনের ব্যাপারই আশ্চর্যজনক! প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণকর। এটা মুমিন ব্যতীত আর কারো বেলায় হয় না। সে যদি দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে ধৈর্যধারণ করে, তবে তা তার জন্য হয় কল্যাণকর। সে যদি সুখি অবস্থায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়। [সহীহ মুসলিম]

বিপদাপদে ধৈর্যধারণ

১১২৯৥

হযরত আনাস রাযী আল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলাকে অতিক্রম করে যাবার সময় সে একটি কবরের কাছে বসে কাঁদতে দেখে তিনি তাকে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর। এতে মহিলা বলল, তুমি নিজের পথ দেখ। তুমিতো আর আমার মত বিপদে পড়নি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মহিলা চিনতে পারেনি (বলে তাকে একথা বলল), কেউ(পরে তাকে) বলল, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এতে সে ভীত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাড়ির দরজায় হাজির হয়ে সেখানে সে কোন প্রহরীকে দেখতে না পেয়ে ভিতরে প্রবেশ করে বলল, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বিপদে প্রথম আঘাতেই ধৈর্যধারণ হচ্ছে প্রকৃত ধৈর্যশীলতা।

[সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, সুনানে ইবনে মাজাহ, মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল]

আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ

১১৩০৥

হযরত আবু হুরায়রা রাযী আল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অপছন্দনীয় বস্তুসমূহ দ্বারা জান্নাত এবং আকর্ষণীয় বস্তুসমূহ দ্বারা

জাহান্নাম পরিবেষ্টিত রয়েছে।

[সহীহ মুসলিম ও সুন্নে তিরমিযী]

ব্যাখ্যা: কামনা-বাসনা ইত্যাদির বেলায় ইসলামী বিধিনিষেধই সামনে রেখে পথ অতিক্রম করতে হবে তা না হলে প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়ে তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

মৌলনীতি পালনে ধৈর্যধারণ এবং সুশৃঙ্খল জীবন

হযরত হুযায়ফা রাঃ এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, তোমরা কালের দাস হয়ে যেও না যে, তোমরা বলবে যে, লোকেরা আমার সাথে ভালো ব্যবহার করলে, আমিও তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করব। আর তারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলে, আমিও তাদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করব। বরং তুমি স্থির প্রতিজ্ঞ হও যে, লোকেরা তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করুক বা মন্দ ব্যবহার করুক তুমি তাদের সাথে সর্বাবস্থায় সদ্যবহার করবে। এটাই একজন মুসলমানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত।

শত্রুর মুকাবিলায় ধৈর্য

৥১৩২৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাঃ এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লামু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন একদিন কাকেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবার অপেক্ষায় ছিলেন। এমনকি সূর্য যখন ঢলে পড়ল। তখন তিনি লোকজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোকেরা! তোমরা শত্রুর সাথে সংঘর্ষ কামনা করবে না; বরং আল্লাহর কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। আর যখন শত্রুর মুখোমুখি হবে তখন ধৈর্য ধারণ কর। জেনে রাখ, তরবারীর ছায়াতলেই জান্নাত। [সহীহ আল-বুখারী]

মর্মার্থ: আলোচ্য হাদীস থেকে অবগত হওয়া যায় যে, শত্রুর মুখোমুখি হবার আকাজ্জা করা উচিত নয় বরং শত্রুপক্ষ যুদ্ধ করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করলে, সাহসিকতার সাথে তাদের প্রতিরোধ ও প্রতিহত করতে হবে।

অভাব-অনটনে সবর

৥১৩৩৥

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রাঃ এর বর্ণনা: আনসারদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সঃ এর কাছে কিছু প্রার্থনা করলে তিনি তাদের দান করলেন। এরপরও তারা প্রার্থনা করলে তিনি আবারো দান করলেন। ফলে তার কাছে যা ছিল তার সব শেষ হয়ে গেলে তিনি বললেন, আমার কাছে যে সম্পদ আসে তা তোমাদের দিয়ে দিই আর আমি কখনো পুঞ্জিভূত করে রাখি না। যে ব্যক্তি কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে বিরত থাকার উপায় করে দেন। যে কারো মুখাপেক্ষী হতে চায় না আল্লাহ তাকে কারো

মুখাপেক্ষী করেন না। আর যে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তাকে ধৈর্য-ধারণের শক্তি দান করেন। ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও প্রশস্ততম কোন দান কেউ কখনো লাভ করতে পারেনি। [সহীহ আল-বুখারী]

প্রতিশোধের স্পৃহায় ধৈর্য

১১৩৪৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ -এর বর্ণনা: উনাইয়া ইবনে হিসন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহর শপথ! আপনি আমাদের বেশি দান করেন না এবং ইনসাফের ফায়সালাও করেন না। এ কথায় ওমর রাঃ রাগান্বিত হয়ে তাকে আক্রমণ করতে ইচ্ছা পোষণ করলেন। তখন (উনাইয়া-এর ভাতুপুত্র) হযরত হুর ইবনে কায়েস রাঃ বলেন, হে আমীরুল মুমেনীন! আল্লাহ তার রাসূল সঃ -কে বলেন, ‘ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন কর এবং সং কাজের আদেশ প্রদান কর, আর মূর্থদের থেকে বিরত হও। রাবী বলেন, আল্লাহর শপথ! এ আয়াতটি শোনামাত্রই তিনি আল্লাহর কুরআনের নিকট নিস্তক্ক হয়ে যান। [সহীহ আল-বুখারী]

১১৩৫৥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে হযরত উবাদুল্লাহ ইবনে ইয়াদের মাধ্যমে হারিসের কন্যা থেকে বর্ণনা করেছেন- তার গোত্রের লোকেরা যখন খুবাইবকে হত্যা করার জন্য সমবেত হল, তখন খুবাইব রাঃ ক্ষৌরকার্যের জন্য হারিসের কন্যার নিকট একটা ক্ষুর ধার চাইলে, তিনি ক্ষুর দিলেন। হারিসের কন্যা বলেন আমার অসর্তকতাবশত আমার শিশুপুত্র তাঁর কাছে চলে যায়। আমি দেখতে পেলাম যে, আমার শিশুপুত্রটি তাঁর উরুর ওপর উপবিষ্ট আর ক্ষুরটি তার হাতে। এ অবস্থায় আমি ভীত ও বিচলিত হয়ে উঠলাম। খুবায়ব রাঃ আমার চেহারা দেখেই তা অনুভব করতে পারলেন। তিনি বললেন, তুমি কি আশঙ্কা করছ যে, আমি তাকে হত্যা করব? এ কাজ আমি করব না। হারিসের কন্যা বলেন, আমি হযরত খুবাইব অপেক্ষা উত্তম বন্দি কখনো দেখিনি। [সহীহ আল-বুখারী]

ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে দেখা যায় যে, হযরত খুবাইব রাঃ নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, শত্রুপক্ষ তাকে হত্যা করবে, শত্রুপক্ষের হাতে তাঁর জীবননাশ অবধারিত। এমতাবস্থায় জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শত্রুপক্ষের যেকোন ধরনের ক্ষতি সাধন করা হতাশ ব্যক্তির পক্ষে আশ্চর্যজনক কোন কিছুই নয়। কিন্তু ইসলামের নীতি হলো, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি এমন কোন নারী, বৃদ্ধ ও শিশুকে হত্যা করা বৈধ নয়। তাই হযরত খুবাইব রাঃ শিশুটিকে হত্যার সুযোগ পেয়েও হত্যা করেনি। বরং শিশুটির মাতা ভয়ে বিচলিত হয়ে পড়লেও

হযরত খুবাইব রাঃ বলে দিলেন, ‘তুমি ভয় করছ যে, আমি তাকে হত্যা করব? না, আমি তা করব না।’ কারণ ইসলামের নীতি হলো নির্দোষ শিশুটিকে হত্যা করা যাবে না। খুবাইব রাঃ শত্রুপক্ষের হাতে তাঁর জীবননাশ অবধারিত জানতে পেরেও শিশুটিকে হত্যা না করে ইসলামের নৈতিক চরিত্রকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন।

হাদীসটির পটভূমি এই যে, হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ সঃ আসেম ইবনে সাবিতের নেতৃত্বে ১০ জন সাহাবীকে মক্কার বিভিন্ন গোত্রের হাতে ধৃত হন। তারা এদেরকে কয়েদ করে রেখে এক নির্দিষ্ট দিনে ফাঁসির কাঠে ঝুলিয়ে হত্যা করে। এ ঘটনাটি সে নির্দিষ্ট দিনে হযরত খুবায়ব রাঃ-কে ফাঁসির কাঠে ঝোলানোর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

নৈতিক বৈশিষ্ট্য আত্মসংযমের দৃষ্টান্ত

৥১৩৬॥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, কুস্তিতে পরাক্রমশালী ব্যক্তিই প্রকৃত বীর নয়; বরং রাগের সময় যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে সে ব্যক্তিই প্রকৃত বীর।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

৥১৩৭॥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, ক্রোধান্বিত হয়ো না। লোকটি কথার পুনরাবৃত্তি করলে তিনি প্রতিবারই বললেন, রাগান্বিত হয়ো না।

[সহীহ আল-বুখারী]

ব্যাখ্যা: অধিকাংশ সময় মানুষ যে দুর্বলতার শিকারে পরিণত হয় হাদীসটিতে সেদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। রাগের বশবর্তী হয়ে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে তাই রাসূলুল্লাহ সঃ লোকটিকে এই দুর্বলতা থেকে বাঁচার জন্যই বারবার একই বাক্য উপদেশ প্রদান করেন।

৥১৩৮॥

হযরত আনাস রাঃ-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, তিনটি বস্তু ঈমানী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। যথা—

১. মুমিন ব্যক্তি রাগান্বিত হলে সে রাগ তাকে বিপথে পরিচালিত করতে পারে না।
২. আনন্দিত হলে সে আনন্দ তাকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না।
৩. ক্ষমতার অধিকারী হলে সে ক্ষমতাবলে এমন কোন বস্তুই ভোগ দখল করে না যার ওপর তার কোন অধিকার নেই।

[মু'জামে তাবারানী]

ব্যাখ্যা: বর্ণিত হাদীসে ঈমানী চরিত্রের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো কোন মুমিনের মধ্যে না থাকলে, তার ঈমান হয়ে যায় সৌন্দর্যবিহীন। অতএব, প্রত্যেক মুমিন তার চরিত্রের মধ্যে এ তিনটি গুণ চরিতার্থ করা উচিত।

ক্ষমা ও সহনশীলতার অভিনব দৃষ্টান্ত

১১৩৯৥

হযরত আয়েশা রাযীয়াতুল্লাহু আনহা-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কোন ব্যাপারে কখনো কারো থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম হলে তিনি আল্লাহরই উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত হতেন।

[সহীহ আল-বুখারী]

১১৪০৥

হযরত আবুল আহওয়াস আল-জুশামী রাযীয়াতুল্লাহু আনহু থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণনা: তার পিতা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললাম, যদি আমি কোন ব্যক্তির কাছে যাই, সে আমার মেহমানদারী না করে এরপরে সে যদি আমার কাছে আসে তাহলে তখনকি আমি তার মেহমানদারী করব, নাকি মেহমানদারী না করে তার প্রতিশোধ নেব? তিনি বলেন, অবশ্যই তুমি তার মেহমানদারী করবে।

[সুনানে তিরমিযী]

লজ্জার বৈশিষ্ট্য

১১৪১৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযীয়াতুল্লাহু আনহুমা-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাবারকালে দেখেন যে, সে তার ভাইকে তিরষ্কার করে লজ্জাশীলতার বিষয় উপদেশ দিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা লজ্জাশীলতা ঈমানেরই অঙ্গ।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: ‘হায়া’ আরবী শব্দ। আভিধানিক বাংলা অর্থ লজ্জাশীলতা ও ভীর্ণতা অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে।

পারিভাষিক অর্থ: জুনাইদ বাগদাদী রাযীয়াতুল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ তা‘আলার অগণিত নিয়ামত ভোগ করার পর নিজের ত্রুটি অবলোকন করে নিজের স্বভাবের মধ্যে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তাকে ‘হায়া’ বলে।



১১৪২৥

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযীয়াতুল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের ইচ্ছা করলে জমিনের নিকটবর্তী

(নিচু) না হওয়া পর্যন্ত কাপড় উত্তোলন করতেন না।

[সুনানে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে দারিমী]



১১৪৩৥

হযরত ইবনে ওমর  থেকে বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ  বলেছেন, সাবধান! তোমরা উলঙ্গ হওয়া থেকে বিরত থাক। কারণ তোমাদের সাথে এমন সৃষ্টি অর্থাৎ ফিরিশতা রয়েছেন যাঁরা পায়খানা-পেশাব ও স্ত্রী সহবাসের সময় ব্যতীত কখনো তোমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন না। অতএব তোমরা তাঁদের কারণে লজ্জাবোধ কর এবং তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর।

[সুনানে তিরমিযী]

গাঙ্গীর্যতা



১১৪৪৥

হযরত আবু হুরায়রা -এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ  বলেছেন, তোমরা যখন ইকামত শুনতে পাবে তখন ধীরে ও গাঙ্গীর্যের সাথে নামাযের দিকে অগ্রসর হবে, তাড়াহুড়া করবে না।

[সহীহ আল-বুখারী ও সুনানে ইবনে মাজাহ]


গোপনীয়তা

১১৪৫৥

হযরত মুআয ইবনে জাবাল -এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ  বলেছেন, প্রয়োজনীয় বস্তু লাভের বেলায় তোমরা গোপনীয়তার সাহায্য নাও। কারণ প্রত্যেক নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিই হিংসার পাত্র। [মু'জামে তাবারানী]

ব্যাখ্যা: মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হল, কোন কথাই নিজের পেটে রাখতে পারে না এবং নিজের যাবতীয় সংকল্পের কথা পূর্বাঙ্কে লোকদের কাছে বলে দেয়। এতে সে এক প্রকারের আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু এটা সর্বক্ষেত্রে আনন্দদায়ক হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময় সে হিংসুকের হিংসা বা পরশ্রীকাতরদের কবলে পতিত হয় তখন আত্মরক্ষা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

১১৪৬৥

হযরত আমর ইবনুল আস -এর বর্ণনা: তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তাকদীরের অবিশ্বাসী তার ব্যাপারে আমি আশ্চর্যবোধ করি। অথচ সে তাকদীরের শিকারে পরিণত হবেই। যে অপরের এক চোখের ধূলিকণাও দেখতে পায় কিন্তু নিজের উভয় চোখের কড়ি কঠোর কথা সে ভুলে যায়। অর্থাৎ অপরের ক্ষুদ্রতম ত্রুটিও তার কাছে ধরা পড়ে আর নিজের বিরাট ভুলও

তার কাছে ধরা পড়ে না। নিজের ভাইয়ের মনের হিংসা-বিদ্বেষ তাড়াতে সে সदा ব্যস্ত। অথচ নিজের অন্তর অপরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এরূপ কখনো হয়নি যে, আমি কারো কাছে আমার কোন গোপনীয় বিষয় বলেছি এবং তা ফাঁস করে দেয়ার জন্য তাকে তিরস্কার করেছি। আমার নিজ অন্তরেই যখন গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়ার কারণে তিরস্কার করব। [আল-আদাবুল মুফরদ]

বিনয় ও নম্রতা

১১৪৭৥

হযরত ওমর রাঃ মিসরে দাঁড়িয়ে বলেন, হে লোক সকল! তোমরা ও নম্রতা অবলম্বন কর। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্ভ্রুতি অর্জনে বিনয়ী হয় আল্লাহ তার মর্যাদা সমুন্নত রাখেন। সে নিজের দৃষ্টিতে ছোট আর অন্য লোকের দৃষ্টিতে মহান ব্যক্তিত্ব। আর যে ব্যক্তি গর্ব-অহংকার করে তাকে আল্লাহ তা'আলা অধঃপতিত করেন। সে নিজেকে যত বড়ই মনে করুক না কেন সে মানুষের কাছে নীচ ও মর্যাদাহীন ব্যক্তি। এমনকি সে লোক সমাজে কুকুর ও শূকর অপেক্ষাও অধিক নিকৃষ্ট।

১১৪৮৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমরা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ-কে হেলান দিয়ে কখনো আহার করতে দেখা যায়নি এবং তাঁর পেছনে দু'জন লোককেও চলতে দেখা যায়নি। [সুনানে আবু দাউদ]

ব্যাখ্যা: হযরত রাসূলে আকরাম সঃ ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী বিনয়ী নম্র, ভদ্র। তাই তিনি কখনো অহংকারীদের মতো হেলান দিয়ে পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ করেননি। আর গমনাগমনকালে তিনি আগে আগে যাবেন আর জনগণ তাঁর পেছনে পেছনে চলতে থাকবে তাও তিনি পছন্দ করতেন না। তাই আলোচ্য হাদীস বর্ণনাকারী বলেছেন যে, চলাচলের সময় রাসূলুল্লাহ সঃ-এর পেছনে দুজন লোককেও চলতে দেখেন নি। অর্থাৎ তিনি সব সময় দলের পেছনে থাকতেন। অতএব আমরা এ হাদীস থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, হেলান দিয়ে আহার করা ও দলের আগে আগে চলা অহংকারীদের স্বভাব, তা থেকে আমরা বিরত থাকব।

১১৪৯৥

হযরত উম্মু সালামা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, নবী করীম সঃ আমাদের আফলাহ নামীয় গোলামকে সিজদা করার সময় মাটিকে ফুঁ দিতে দেখে রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, হে আফলাহ! তোমার মুখ ধুলায় ধূসরিত কর। [সুনানে তিরমিযী]

সুখ্যাতি ও উচ্চাভিলাস

১১৫০৥

হযরত সাদ রাযিহা তুহা আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ মুত্তাকী, অমুখাপেক্ষী ও প্রচারবিমুখ বন্দাকে ভালোবাসেন।

[মিশকাতুল মাসাবীহ]

ব্যাখ্যা: আত্মনির্ভরশীল ও অল্পে সন্তুষ্ট ব্যক্তিও হতে পারে অভাবশূণ্য। যদি অভাবশূণ্যতা ও প্রাচুর্যের সাথে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি যুক্ত থাকে, তাহলে তাও আল্লাহর দৃষ্টিতে বিশেষ এক নেয়ামত।

অল্পে তুষ্ট

১১৫১৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযিহা তুহা আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে, জীবন-ধারণ উপযোগী খাদ্যপ্রাপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে যা দান করেছেন তাতে তাকে তুষ্ট থাকার তাওফীকও দান করেছেন, সে ব্যক্তিই সফলতা লাভ করেছে।

[সহীহ মুসলিম]

১১৫২৥

হযরত ইবনুল আল-ফারিসী রাযিহা তুহা আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি প্রয়োজনে মানুষের কাছে কিছু চাইতে পারি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। যদি একান্তই তোমাকে চাইতে হয় তবে নেককার লোকদের নিকট চাইতে পার।

[সুনানে আবু দাউদ]

ব্যাখ্যা: প্রয়োজনবোধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেককারদের কাছে সাহায্য চাইবার অনুমতি দিয়েছেন। কারণ, এ ধরনের লোকেরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই দান করেন। তাদের দানের মধ্যে পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে নিহিত থাকে না। তারা দানকৃত ব্যক্তিকে কোন সময় উপকারের খোঁটা দিয়ে তাকে মানসিকভাবে আহতও করবে না।

১১৫৩৥

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযিহা তুহা আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন প্রকার লোক ব্যতীত আর কারো পক্ষে শিক্ষা করা জাযিয় নয়:

১. সর্বনাশা অভাবে পতিত ব্যক্তি,
২. ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি,
৩. যন্ত্রণাদায়ক রক্ত ঋণে দায়বদ্ধ ব্যক্তি।

[সুনানে আবু দাউদ]

এ হাদীসটির পটভূমি: এক মদীনাবাসী আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার ঘরে কি কিছু নেই? সে বলল, একটি কম্বল আছে, যার একাংশ আমার গায়ে দেই, অপর অংশ বিছিয়ে তার ওপর শয়ন করি আর পানি পানের জন্য একটি পেয়ালা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, দুটি জিনিসই আমার নিকট নিয়ে এসো। সে তা নিয়ে এলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কম্বল ও পেয়ালা হাতে নিয়ে বললেন, এ দুটি বস্তু কে কিনতে প্রস্তুত আছ? এক ব্যক্তি বলল, আমি এক দিরহামে ক্রয় করতে রাজি আছি। একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই অথবা তিনবার বলেছেন, কে এক দিরহামে নিতে রাজি। বস্তু দু'টি তাকে দিয়ে দিরহাম দু'টি গ্রহণ করেন। তিনি তা আনসার ব্যক্তির হাতে দিয়ে বললেন, যাও, এক দিরহাম দিয়ে খাদ্য ক্রয় কর আর তা নিজ পরিবার-পরিজনকে খেতে দাও। আর অপরটি দিয়ে একটি কুঠার কিনে তা আমার কাছে নিয়ে এস।

যখন সে কুঠার কিনে নিয়ে এল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে তাতে কঠোর হাতল লাগিয়ে দিয়ে বললেন, যাও, বন থেকে কাঠ কেটে তা বিক্রয় করতে থাক। লোকটি চলে গিয়ে তার কথামত কাঠ কেটে বিক্রয় করতে লাগল। পনের দিন পর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল। সে এখন দশ দিরহামের মালিক। সে তা দিয়ে কাপড়-চোপড় এবং কিছু দিয়ে খাদ্য দ্রব্য কিনল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, এটা তোমার জন্য অন্যের কাছে সাহায্যের প্রার্থনা করা অপেক্ষা অধিক উত্তম।

১১৫৪১

হযরত উম্মে সালামা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

১. যাকাতদাতার সম্পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না।
২. অত্যাচারীকে যে ব্যক্তি ক্ষমা করে, আল্লাহ এর পরিবর্তে তার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। অতএব তোমরা ক্ষমা করার নীতি গ্রহণ কর, আল্লাহ তোমাদের মর্যাদাবান করবেন।
৩. যে ব্যক্তি নিজের জন্য শিক্ষাবৃত্তির পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দারিদ্রতার দরজা উন্মুক্ত করেন। [মু'জামে তাবারানী]

ব্যাখ্যা: তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। যথা—

১. যাকাত ও দানে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। বরং পবিত্র কুরআনে তা বৃদ্ধি হয় বলে উল্লেখিত হয়েছে, ‘আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে তোমরা যে যাকাত প্রদান কর, প্রকৃতপক্ষে এরাই সমৃদ্ধশালী। [সূরা আর-রুম: ৩৯]

আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, যাকাত ও দান প্রদানকারীর সম্পদ কিছুটা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বাস্তবে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন এবং তার মন মানসিকতারও প্রশস্ততা সাধিত হয়।

২. আমরা অনেক সময় প্রতিশোধ গ্রহণ না করাকে সাধারণত নিজের দুর্বলতা ও কাপুরুষতার নামান্তর বলে বিবেচনা করি, আলোচ্য হাদীস থেকে অবগত হওয়া যায় যে, অত্যাচারীকে মাফ করে দেয়াতে মানুষের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে সে ব্যক্তি নৈতিক দিক থেকে প্রধান্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়।
৩. ভিক্ষাবৃত্তির পথ অবলম্বনকারী মনে করে যে, এ পথে তার আয় বাড়ছে। ফলে তার সম্পদও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্তুত এ পথ অবলম্বনকারীর অভাব কখনো শেষ হয়না। এ কারণে সে সারাজীবন এ ভিক্ষাবৃত্তির পথ অবলম্বন করেই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়। আমাদের এদেশে ভদ্রবেশী এক শ্রেণীর লোক আছে তারা মসজিদ মাদরাসার নামে দেশ বিদেশ থেকে টাকা তুলে নিজে টাকার পাহাড় বানাতেও তাদের অভাব কখনো দূর হয় না।

সহজ-সরল জীবন পদ্ধতি

৥১৫৫৥

হযরত ইবনে মাসউদ রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুল না, কারণ এতে দুনিয়ার প্রতি তোমরা আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। [সুনানে তিরমিযী]

ব্যাখ্যা: অন্য এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, বৈধতার মধ্যে অবস্থান করে ঘর বাড়ি তৈরী করা, সম্পদ সঞ্চয় করা কোন দোষণীয় ব্যাপার নয়।

এক্ষেত্রে হাদীসে নিষিদ্ধ পরিহার করতে বলা হয়েছে, যাতে দুনিয়ার চাকচিক্যময় অবস্থানে মানুষের বেলায় সীমা অতিক্রমে পরিণত না হয় এবং জীবনে প্রকৃত উদ্দেশ্যে যে বাধা সৃষ্টি না করে। এটাই আলোচ্য হাদীসের মূল বক্তব্য।

৥১৫৬৥

হযরত আবদে রুমী রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমি তালক রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর মায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ঘরের ছাদ এত নীচ কেন? তিনি বললেন, হে বাচ্ছা! আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযীয়াতুল্লাহু আনহু তাঁর কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন, নিজদের ঘর-বাড়ি এবং দালানসমূহ বেশি উঁচু নির্মাণ করতে যেও না। কেননা এটাতো তোমার নিকৃষ্ট যুগের নিদর্শন। [আল-আদাবুল মুফরদ]

১৫৭১

হযরত আবু উমামা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি শুনছো না, তোমরা কি শুনছো না? সরলতাই নিঃসন্দেহে ঈমানের অংশ, নিশ্চয় সরলতা ঈমানের অংশ। [সুনানে আবু দাউদ]

ব্যাখ্যা: ‘আল-বাযাযা’ আরবী শব্দের অর্থ লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা বিবর্জিত সাধাসিধে জীবন। উত্তম পোষাক পরিধানে সৌন্দর্য প্রিয়তায় ইসলাম কখনো বাধা প্রদান করে না। এ ক্ষেত্রে তা যদি সীমা অতিক্রম করে তা হয়ে দাঁড়ায় অপচয়, অহংকার। এ সমস্ত কারণে নিজের সম্পদ বিনষ্ট হয়। এজন্যই ইসলাম ভোগ-বিলাসিতা ও বৈরাগ্যের মাঝখানে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নীতিমূলক সুশিক্ষা দিয়ে সে দিকে অগ্রসর হতে নির্দেশনা প্রদান করেছে।

১৫৮১

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে অহংকারী নয় যে ব্যক্তি নিজ চাকরকে সাথে নিয়ে আহার করে, গাধার পিঠে আরোহণ করে বাজারে যায় এবং বকরী বাঁধে ও দুধ দোহন করে।

১৫৯১

হযরত সালেহ রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর দাদীর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমি দেখতে পেলাম হযরত আলী রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু এক দিরহামে কিছু খেজুর কিনে তা চাদরে পেঁচিয়ে নিজেই বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। সালেহের দাদী তাকে বলেন অথবা অন্য কেউ তাঁকে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আমাকে আপনার বোঝাটি বহন করতে দিন। তিনি বললেন, না। সন্তানের পিতাই বোঝা বহনের অধিক উপযুক্ত। [আল-আদাবুল মুফরদ]

১৬০১

মহিলা তাবেঈ হযরত আমারা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা: হযরত আয়েশা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে কি কি কাজ করতেন? তিনি বলেন, যেহেতু তিনি একজন মানুষ ছিলেন তাই তিনি তাঁর কাপড় ধুতেন এবং বকরীর দুধ দোহন করতেন। [আল-আদাবুল মুফরদ]

১৬১১

হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁকে ইয়ামানের গভর্নর হিসেবে পাঠান তখন বললেন, সাবধান! বিলাসী জীবনযাপন করো না। কারণ, আল্লাহর বান্দাগণ ভোগ-বিলাসের জীবন যাপন করেন না। [মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল]

ব্যাখ্যা: আরবী শব্দ তাজামুল (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রুচিসম্মত পোশাক পরিধান) এবং তানাউম (অপব্যয়ী ভোগ-বিলাসী জীবন)-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তাজামুল প্রমাণিত। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নতুন পোষাক পরিধান করে যে দুআ করতেন তাতে একথাও বলতেন, ‘এর দ্বারা জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে চাই’।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, তিনি প্রতিনিধি দলের সামনে সুন্দর পোশাকেই উপস্থিত হতেন। কিন্তু ‘তাজামুল’-এর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করলে তা ‘তানাউম’-এর সূচনা করে। তাজামুলে বেশি কৃচ্ছতা করলে তা বৈরাগ্যের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। অতএব, বাহুল্য ব্যয় ও কৃচ্ছতা সীমা নির্ধারণের ব্যাপারটি ইসলামী শরীয়াত মুমিন ব্যক্তির জাগ্রত ও অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন বিবেকের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। ‘নিজের মনের কাছে ফতোয়া চাও’ এ হাদীসটি উপরোক্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১১৬২৥

হযরত আমর ইবনে শুআইব রাযীয়াতুহু আনহু থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (তার দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পানাহার করবে, দান-খয়রাত করবে, পরিধান করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা অপব্যয় ও অহংকারের পর্যায়ে না যায়। [সুনানে নাসায়ী]

মধ্যমপস্থা অবলম্বন

১১৬৩৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস রাযীয়াতুহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উত্তম আচার-আচরণ, বিনয়-নম্রতা ও মিতব্যয়িতা নবুয়্যাতের চব্বিশ ভাগের একভাগ। [সুনানে তিরমিযী]

ব্যাখ্যা:

১. হাদীসের আলোচ্য বিষয়গুলো আশ্বিয়ায়ে কেরামের জীবন চরিতের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট। যে ব্যক্তি এসব বৈশিষ্ট্যগুলো অধিক পরিমাণে আত্মস্ত করতে পারবে, সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয় বলে গণ্য হবে।
২. সামাজিক ক্ষেত্রে মধ্যমপস্থা বা মিতব্যয়িতা অবলম্বনের উপায় এটাই যে, সমাজ জীবনে মানুষ যাবতীয় ব্যাপারে যাবতীয় কর্মপন্থা অবলম্বনকালে সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতি গ্রহণ করবে। ইসলামী শরীয়াত মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মধ্যম পস্থা অবলম্বনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে।

১১৬৪৥

হযরত আম্মার রাযীয়াতুহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তির সুদীর্ঘ সালাত এবং সংক্ষিপ্ত ভাষণই তাঁর সূক্ষ্ম জ্ঞানের

পরিচয় বহন করে। অতএব তোমরা সালাত দীর্ঘ এবং ভাষণ সংক্ষিপ্ত আকারে কর।

[সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: এ হাদীসের আলোকে কেউ যেন উদ্বুদ্ধ হয়ে জামাতের নামায সুদীর্ঘ না করে, কেননা এতে অংশগ্রহণকারী সকলে সমপর্যায়ের নয়। একাকী নামাযের ক্ষেত্রে নামাযকে দীর্ঘ করা যেতে পারে।

১১৬৫৥

হযরত আয়েশা রাযীয়াতুল্লাহু আনহা-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি যে ইবাদত নিয়মিত এবং স্থায়ীভাবে করে তা আল্লাহর অতীব প্রিয়।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসের মর্মানুযায়ী বোঝা যায় যে, দীনের কোন কাজ সাময়িক আবেগের বশবর্তী হয়ে ধুমধামের সাথে করে, তারপর দীর্ঘদিন সে কাজ আর না করে চূপ থাকা অপেক্ষা সে কাজটি নিয়মিত করা উত্তম। তাই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে দীনী কাজ নিয়মিত করা হয় তা-ই আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

১১৬৬৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি অমোক ব্যক্তির মতো হয়ো না। সে রাতে নামায পড়ার জন্য উঠত, অতঃপর সে রাতে উঠা পরিত্যাগ করেছে।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: ফরয ও ওয়াজীব ইবাদতসমূহ নিয়মিত আদায় করতেই হবে। আর নফল ইবাদতেও নিয়মানুবর্তী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এটাই হাদীসের মর্মার্থ।

১১৬৭৥

হযরত আয়েশা রাযীয়াতুল্লাহু আনহা-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: আল্লাহ যখন তোমাদের কারো জন্য রিযিক প্রদানের কোন পথ বের করেন তখন তাতে কোন পরিবর্তন বা অচলাবস্থা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সে যেন স্বেচ্ছায় তা পরিত্যাগ না করে।

[মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল ও সুনানে ইবনে মাজাহ]

১১৬৮৥

হযরত জাবির রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ভালো কাজের পূর্ণতা সাধন করা তা আরম্ভ করা অপেক্ষা উত্তম।

[তাবারানীর আল-মুজামাস সগীর]

ব্যাখ্যা: উল্লেখিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সৎকাজের সূচনা অপেক্ষা সমাপ্তি উত্তম। অর্থাৎ কোন কাজের সমাপ্তি ব্যতীত সে কাজের সুফল লাভ করা যায় না। অথচ কোন কাজের সূচনা ব্যতীত সমাপ্তিতে পৌছা যায় না। কিন্তু

কাজটির সমাপ্তি না ঘটলে কাজের ফলও লাভ করা যায় না। অনেক সময় দেখা যায় যে, ধুমধামের সাথে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে একটি কাজের সূচনা করা হয়। তারপর সে উৎসাহ উদ্দীপনা দমে যায়। অতঃপর কাজটি আর সমাপ্তির মুখ দেখে না। ফলে কাজটির সুফলও লাভ করা যায় না। তাই রাসূলে আকরাম ﷺ বলেছেন, সৎকাজের সূচনা অপেক্ষা সমাপ্তি উত্তম।

বদান্যতা

৥১৬৯৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাঃ ও হযরত আসমা রাঃ-এর তুলনায় অধিক দানশীল অন্য দু'জন মহিলা আর কখনো দেখিনি। তাদের দানশীলতাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। হযরত আয়েশা রাঃ কিছু কিছু অংশ জমা করতেন। যখন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জমা হত তখন তা দান করে দিতেন। কিন্তু হযরত আসমা রাঃ আগামী দিনের জন্য কোন বস্তুই জমা করে রাখতেন না।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

ব্যাখ্যা: উল্লিখিত হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাঃ। হাদীসে তিনি যে দু'জন দানশীল মহিলার বদান্যতার ধরন বর্ণনা করেছেন তাদের একজন হলেন, তাঁর খালা হযরত আয়েশা রাঃ। অপরজন হলেন, হযরত আসমা রাঃ।

সততা ও আমানতদারী

৥১৭০৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের মধ্যে চারটি বস্তু থাকে তবে পার্থিব সববস্তু হাতছাড়া হয়ে গেলেও তোমার কোন ক্ষতি হবে না। যথা—

১. আমানতদারী,
২. সত্য কথা বলা,
৩. উত্তম চরিত্র ও
৪. পবিত্র রিয়ক।

[মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল]

৥১৭১৥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে তোমার কাছে আমানত রেখেছে তার আমানত তাকে ফেরত দেবে আর যে তোমার আমানত রক্ষায় বিশ্বাসভঙ্গ করেছে তুমি তার আমানত রক্ষায় (কখনো কোন মতেই তার সাথে) বিশ্বাসভঙ্গ করবে না।

[সুনানে তিরমিযী ও সুনানে আবু দাউদ]

ষষ্ঠ অধ্যায়
চারিত্রিক দোষত্রুটি
আত্মস্তরিতা
১১৭২৥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, (মানুষের জন্য) তিনটি বস্তু মুক্তিদানকারী ও তিনটি বস্তু ধ্বংসকারী। (মুক্তিদানকারী বস্তুগুলো হচ্ছে,)

১. প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহভীতি অবলম্বন করা।
২. সম্ভ্রুতি ও অসম্ভ্রুতি উভয় অবস্থায় সত্য কথা বলা।
৩. সুসময় এবং দরিদ্র উভয় অবস্থাতেই মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা।

আর ধ্বংসকারী বস্তুগুলো এই

১. প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হওয়া।
২. কৃপণ স্বভাব ও সংকীর্ণ মন হওয়া।
৩. নিজ ধারণাই সঠিক এমন আত্মতৃপ্তি। আর এটি হল সর্বাধিক মারাত্মক।

[সুনানে বায়হাকী]

ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সঃ তিনটি বিষয় বা বস্তুকে মানবজাতির জন্য পরিদ্রাণকারী এবং তিনটি বিষয়কে মানবজাতির জন্য বিধ্বংসি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিধ্বংসী তিনটি বিষয়ের মধ্যে আত্মগর্ব বা আত্মগরিমাকে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক বলে উল্লেখ করেছেন।

মানুষের বিদ্যা, ধন-সম্পদ, শারীরিক যোগ্যতা, দলীয় প্রভাব ও নিজ আমলের গর্ব মানুষকে এমনভাবে পেয়ে বসে যে, সে আত্মগর্বে এমনভাবে দিশেহারা হয়ে যায় যে, তার চোখে তখন আর কাউকে তার সমকক্ষবোধ হয় না। এমতাবস্থায় সে ন্যায় অন্যায়বোধ হারা হয়ে যায়। তাই এটা তার জন্য মারাত্মক রূপ ধারণ করে, ফলে সে ধ্বংসের অতল গহ্বরে পড়ে যায়।

আত্মস্তরিতা পরিত্যাগ করা

১১৭৩৥

হযরত মিকদাদ রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, তোমরা যখন প্রশংসাকারী বা চাটুকারদের দেখবে তখন তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে।

[সহীহ মুসলিম]

আত্মস্তরিতা থেকে সতর্কতা

১১৭৪৥

হযরত আদী ইবনে হাতেম রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, নবী করীম

-এর সাহাবীগণের মুখোমুখি প্রশংসা করা হলে তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! এরা যা বলেছে তার জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না এবং আমার যেসব দোষ-ত্রুটি এদের অজানা রয়েছে তা ক্ষমা করে দিন। [আল-আদাবুল মুফরদ]

ব্যাখ্যা: সাধারণত অন্যের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে মানুষ অহংকার ও আত্মতৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ এসব অযাচিত বাক্য পছন্দ করতেন না।

বাহ্য আড়ম্বরের পরিণাম

১১৭৫৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ বিস্বাখাত-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে অপমানজনক পোশাক পরিধান করাবেন। [সুনানে আবু দাউদ]

ব্যাখ্যা: খ্যাতি ও বাহ্য আড়ম্বরের প্রকাশক পোশাক দুই ধরনের হতে পারে।

১. নেতা ও সম্পদশালী ব্যক্তিদের জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করা। যাতে সর্বসাধারণের মধ্যে তাঁদের জাঁকজমকের প্রভাব পড়ে এবং ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য বোঝা যায়।
২. ধর্মীয় নেতা, আলেম, বুয়ুর্গ, পীর ও দরবেশের মতো পোশাক পরিধান করে নিজের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতা জ্ঞাপক প্রদর্শন করা। ইসলামী সমাজে এ ধরনের পোশাকের প্রদর্শনী করার কোন অবকাশ নেই।

তাই এ ধরনের পোশাক পরিধানকারীদের আলোচ্য হাদীসে সতর্ক করে পরিণামের দিক উল্লেখ করা হয়েছে।

অহংকারের পরিণতি

১১৭৬৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ বিস্বাখাত-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার অন্তরে অনু পরিমাণও অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বলল, মানুষ পছন্দ করে যে, তার পরিধেয় বস্ত্র সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ সৌন্দর্যময় এবং তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন। সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করাই হচ্ছে অহংকার।

[সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: মানুষ শরীয়তসম্মত সীমার মধ্যে অবস্থান করে নিজের পদমর্যাদানুযায়ী সৎ পথে উপার্জিত অর্থ সৌন্দর্য প্রদর্শন করলে তাকে অহংকারের অপবাদ

দেওয়া যাবে না।

১১৭৭৥

হযরত আবুল আহওয়াস রাহমতুল্লাহু আলাইহ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা: তিনি বলেন, খুবই নিম্ন ধরনের পোশাক পরিধান করে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে বলেছেন, তোমার কি কোন ধন-সম্পদ আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কি ধরনের সম্পদ আছে? আমি বললাম, উট, গরু, ঘোড়া, মেষ-বকরী, দাস-দাসী, সব সম্পদই আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ যখন তোমাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন তখন তাঁর নিয়ামতের নিদর্শন অবশ্যই তোমার দেহে প্রবেশ করা উচিত।

[সুনানে নাসায়ী]

ব্যাখ্যা: ব্যক্তি জীবন থেকে নীচ মন-মানসিকতা দূরীভূত করাই এ হাদীসের লক্ষ্য। এসব কারণে আল্লাহর দেওয়া সুযোগের প্রতি অকৃতজ্ঞতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু নিয়ামতের নিদর্শন প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এতটা বাড়াবাড়ি কখনো করা যাবে না, যা অহংকার প্রদর্শনের পর্যায়ভুক্ত হয়।

নিকৃষ্ট আচার-আচরণ

১১৭৮৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাহমতুল্লাহু আলাইহ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দান করে আবার তা ফেরত নেয়, সে কুকুর সমতুল্য, যে বমি করে তা পুনরায় গলাধঃকরণ করে। এ সম্পর্কে এর চেয়ে নিকৃষ্ট আর কোন উদাহরণ নেই।

[সহীহ আল-বুখারী]

স্বার্থপরতা

১১৭৯৥

হযরত আবু হুরায়রা রাহমতুল্লাহু আলাইহ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মহিলা যেন তার বোনের স্বামীর খাবার দখলের জন্য তার তালাক দাবি না করে। আর সে বিয়ে করে নেয়। কেননা তার তকদীরে যা নির্ধারিত আছে (শিগ্গিরই হোক বা বিলম্বেই হোক) সে তা পাবেই।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: যদি কোন ব্যক্তি একাধিক বিয়ে করতে ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে দ্বিতীয় স্ত্রীর এ দাবি করা সঙ্গত নয় যে, আগের স্ত্রীকে তালাক দাও, এরপর আমাকে বিয়ে কর। এ ধরনের মন-মানসিকতা জঘন্যতম অপরাধের মধ্যে গণ্য, ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী।

কৃপণতা

১১৮০৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযীয়াতুল্লাহু আনহুমা-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি পেট ভরে আহার করে আর তার পাশে তার প্রতিবেশী অনাহারে কাতরায়, সে ব্যক্তি মুমিনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

[সুনানে বায়হাকী]

ব্যক্তিত্বহীনতা

১১৮১৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযীয়াতুল্লাহু আনহুমা-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তিকে দাওয়াত করা হলে সে তা গ্রহণ না করলে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যচার করল। আর যে দাওয়াত না পেয়েও দাওয়াতে উপস্থিত হয় সে চোরের মত প্রবেশ করল আর ডাকাতির মতো মজলিস থেকে বের হয়ে এল।

[সুনানে আবু দাউদ]

ব্যাখ্যা: ইসলামী ভ্রাতৃত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আপোসে উপটোকন বিনিময় করা ও দাওয়াত প্রদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যে ব্যক্তিকে দাওয়াত দেয়া সত্ত্বেও তার মুসলমান ভাইয়ের দাওয়াত কবুল না করে, সে মূলত তার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিন্ন করে। কিন্তু বিনা দাওয়াতে কারো খাবার অনুষ্ঠানে হাজির হওয়া নীচু মন-মানসিকতা এবং শিষ্ঠাচার বিরোধী। এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

লালসা

১১৮২৥

হযরত আমর ইবনে আওফ রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি! তোমাদের ব্যাপারে আমি দারিদ্রের ভয় করি না বরং আমার আশংকা হয় তোমাদের পূর্বেকার জাতিসমূহের মতো তোমাদের জন্য পার্থিব ধন-সম্পদ উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। তাদের মতোই পার্থিব লালসার শিকারে তোমরাও পরিণত হবে। পরিণতিতে তা তাদের মতো তোমাদেরকেও ধ্বংস করবে।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: ইসলাম প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মধ্যমপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দেয়। ধন-সম্পদের ব্যাপারেও মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়। হিন্দুযোগী ঋষী ও খ্রিস্টান পাদরিদের মতো সংসার ত্যাগী হওয়াকেও ইসলাম পছন্দ করে না। যেমন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ইসলামে কোন বৈরাগ্যতা নেই।’ আবার সংসারাসক্ত হয়ে পার্থিব ধন সম্পদ নিয়ে মগ্ন থাকাও ইসলাম পছন্দ করে না। তাই উল্লিখিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের দারিদ্রের ভয় করি না। বরং ধন-সম্পদের প্রাচুর্যতার ভয় করি। কারণ এই ধন-সম্পদের প্রাচুর্যতায় মানুষের পরকাল ধ্বংস হয়ে যায়।

কৃত্রিমতার অনুকরণ

১১৮৩৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযীল্লাহু আনহুমা-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেসব পুরুষ মহিলাদের বেশ ধারণ করে এবং যেসব মহিলা পুরুষের বেশ ধারণ করে আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেন।

[সহীহ আল-বুখারী ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে নগণ্য ও সাধারণ বিষয়াদিতে সাদৃশ্য নিষিদ্ধ করা হয়নি। বরং পুরুষ নারীর বেশধারণ এবং নারী পুরুষের বেশধারণ এ ধরনের রূপান্তরকে অভিসম্পাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আজ অনেক মুসলিম পরিবারেই পাশ্চাত্যের জীবনধারা অনুপ্রবেশ করে দীনী জীবনধারা পরিবার থেকে বিদায় নিচ্ছে।

কথাবার্তায় কৃত্রিমতা

১১৮৪৥

হযরত আবু সা'লাবাতা আল-খুশানী রাযীল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি চারিত্রিক দিক থেকে সর্বোত্তম সে কিয়ামতের দিন আমার সর্বাধিক প্রিয় ও নিকটবর্তী হবে আর যারা চারিত্রিক দিক থেকে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম, বাচাল, অহঙ্কারভরে বাকপটুগণ আমার কাছে সর্বাধিক ঘৃণ্য এবং আমার কাছ থেকে সর্বাধিক দূরে থাকবে।

[সুনানে বায়হাকী]

ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে রাসূলে আকরাম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমার সর্বাধিক প্রিয় ও সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হবে সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি। আর অসচ্চরিত্র ব্যক্তি হবে আমার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত ও সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী। আর তিনি অসচ্চরিত্র ব্যক্তির অসৎ গুণগুলোর মধ্যে তিনটি অসচ্চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে এই যে, অসচ্চরিত্রের লোকেরা সাধারণত বাচাল-বাকপটু, মুখ বাকা করে কৃত্রিম ভঙ্গিতে কথা বলে এবং হাসি-ঠাট্টা অধিক পরিমাণে করে থাকে। হাসি-ঠাট্টা ও বাচালতায় অনেক মিথ্যা কথার আশ্রয় নেয়া হয় যা কবীরা গুনাহ। আর কৃত্রিম ভঙ্গিতে কথা বলতে গর্ববোধ করে থাকে, গর্ব করাও কবীরা গুনাহ যা তারা অহরহ করে থাকে, তার প্রতি তাদের কোন ক্ষেপ নেই। এগুলো তারা গুনাহ বলেও ধারণা করে না। তাই রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসচ্চরিত্রের অনেকগুলো অসৎগুণের মধ্যে এ তিনটি অসৎগুণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ মানুষ কোন গোনাহের কাজ করার পর বেধোদয় হয়ে আবার অনেক ক্ষেত্রে তওবাও করে থাকে। আর আল্লাহ গাফুরুর রহীম অনেক সময় তওবা কবুল করে মাফও করে দিতে পারেন। আর এ হাদীসে বর্ণিত তিনটি এমন অসৎগুণ যেগুলোকে লোকেরা কোন গুনাহ বলেও মনে করে না, তাই তওবাও করা হয় না আবার মাফও

করা হয় না। অবশেষে এ পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে কাল কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে এ জাতীয় পাপ কাজ থেকে রক্ষা করুন।

লৌকিকতা পরিহার করা

১৮৫১

হযরত আসমা বিনতে উমাইস রাঃ -এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সঃ -এর কোন এক স্ত্রীকে বধু বেশে সাজিয়ে আমরা সকলে বধুসহ তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি দুধের পেয়ালা বের করে প্রথমে নিজে পান করেন এরপর নববধুকে পান করতে দিলেন। নববধু বলেন, আমার খাওয়ার ইচ্ছা নেই। তখন রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, ক্ষুধা ও মিথ্যাকে একত্র করো না।

[তাবারানীর মুজাম্মাস সগীর]

ব্যাখ্যা: যখন কোন বন্ধু-বান্ধবের পক্ষ থেকে পানাহারের কোন বস্তু পেশ করা হয়, তখন ক্ষুধা ও খাওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কেবল লৌকিকতার কারণে নানা অজুহাত দেখিয়ে বিরত থাকা একটি সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে। উল্লেখিত হাদীসে এ ধরনের বাহ্যিক লৌকিকতা পরিহার করতে বলা হয়েছে যা কোন মতেই কাম্য হতে পারে না।

অনর্থক কাজে লিপ্ত হওয়া

১৮৬১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ -এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, আমি যেন তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে পায়ের ওপর পা তুলে গানে মশগুল হয়ে আছে এবং সূরা বাকারা পাঠ করা পরিত্যাগ করেছে।

[তাবারানীর মুজাম্মাস সগীর]

ব্যাখ্যা: সঙ্গীত ও গান-বাদ্য শয়তানী কাজ। তাই গান-বাদ্য পরিত্যাগ করে কুরআনের মতো মহান জ্ঞান পাঠ করা উচিত। এ হাদীসে বিশেষ করে সূরা আল-বাকারার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, সঙ্গীত ও গান বাদ্যের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে মুনাফিকীর সৃষ্টি হয়। যেমন- অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে, গান-বাদ্য মুনাফিকীর জন্ম দেয়। আর সূরা আল-বাকারায় বিস্তারিতভাবে নিফাক ও তার প্রতিকারের কথা উল্লেখিত আছে।

অপচয় ও অপব্যবহার

১৮৭১

হযরত জাবির রাঃ -এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সঃ তাঁকে বলেছেন, (কারো ঘরে) একটি বিছানা পুরুষের জন্য, অপরটি তার স্ত্রীর জন্য এবং তৃতীয়টি মেহমানের জন্য থাকবে, চতুর্থটি থাকলে তা হবে শয়তানের জন্য।

[সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: উল্লিখিত হাদীসে বিছানার সংখ্যা উল্লেখ করে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্ত্র ঘরে রাখা বা থাকা জাঁকজমক বা বিলাসিতা বৈ আর কিছু নয়। যা অপব্যয়, অপচয় ও শয়তানের কাজ। অতএব প্রত্যেক মুসলমানের এ জাতীয় অপচয় ও অপব্যয় থেকে বিরত থাকা উচিত। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সর্বক্ষেত্রে মিতব্যয়িতাকে পছন্দ করেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, ‘অপব্যয়িগণ শয়তানের ভাই।’

১১৮৮৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযিহু তাহু আনহু ইবনু আ'ছ এর বর্ণনা: তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ রাযিহু তাহু আনহু-এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি অয়ু করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে সাদ এ অপচয় কেন? সাদ রাযিহু তাহু আনহু বললেন, অয়ুর মধ্যেও কি অপচয় আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তুমি প্রবাহমান নদীর তীরে থাকলেও অপচয় আছে।

[মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে অপচয়ী মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা ই উদ্দেশ্য। কোন কোন অবস্থায় যদিও অপচয়ের কোন ক্ষতির প্রভাব সাধারণভাবে পরিলক্ষিত হয় না, তবুও সর্বপ্রকার অপচয়ের কাজ থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

১১৮৯৥

হযরত আবু হুরায়রা রাযিহু তাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের পরিধেয় বস্ত্র অহংকারের সাথে নিচে লটকিয়ে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি দৃষ্টি করবেন না।

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা গর্ব-অহংকারকে মোটেই পছন্দ করেন না। এ কারণে যেসব বিষয় গর্ব বা অহংকার প্রকাশের মাধ্যম হতে পারে, শরীয়তে সেসব কাজকর্ম এবং চালচলনের ওপরও বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। অনেকে নামাযও পড়েন আবার পোশাকের ক্ষেত্রে অহংকারভরে টাকনু গীরার নীচে প্যান্ট, পায়জামা, লুঙ্গী ইত্যাদি পরিধান করেন, তাদের অবশ্যই এ হাদীসের সতর্কবাণীর দিকে লক্ষ্য করে তা পরিহার করা উচিত।

অহেতুক অপচয় ও ভোগ-বিলাস

১১৯০৥

হযরত ইবনু ওমর রাযিহু তাহু আনহু-এর বর্ণনা: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সোনা বা রূপার পাত্রে বা সোনা-রূপা মিশ্রিত পাত্রে পান করে, সে নিজের পেটে গড় গড় করে জাহান্নামের আগুনই প্রবেশ করাই। [সুনানে দারাকুতুনী]

ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে জাঁকজমক ও বিলাসিতা বর্জনের একটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্যে এই যে, মুসলিম সমাজে বিলাসিতা, অপচয়-অপব্যয় সর্বক্ষেত্রে বর্জনীয়। সোনা-রূপা ব্যবহার করা পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। বরতন, গ-াস ইত্যাদি খাবার পাত্র ও পানপাত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় কিনা এর একটি সন্দেহ থেকে যায়। এ হাদীসের মর্মানুযায়ী দেখা যায় যে, সোনা-রূপার পাত্রে আহার করা ও পান করা নারী-পুরুষ সবার জন্য নিষিদ্ধ। এমন কি এ হাদীসের মর্মানুযায়ী সর্বপ্রকার অপচয় ও অপব্যয় নিষিদ্ধ। সর্বক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করাই উত্তম।

নৈরাশ্য ও মৃত্যু কামনা

১১৯১৥

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাঃ এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, তোমাদের কেউ দুঃখে-কষ্টে (বা রোগে) পতিত হলে সে যেন মৃত্যু কামনা না করে। একান্তই যদি তা করতে হয় তাহলে সে যেন বলে, ‘হে আল্লাহ! আমার জন্য জীবন যতক্ষণ কল্যাণকর ততক্ষণই আমাকে জীবিত রাখুন। আর মৃত্যু আমার জন্য যখন কল্যাণকর তখনই আমাকে মৃত্যু দান করুন।’

[সহীহ আল-বুখারী]

ব্যাখ্যা: ইসলামে আত্মহত্যা তো দূরের কথা, মৃত্যু কামনা করা পর্যন্ত নিষিদ্ধ। আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতসমূহের মধ্যে জীবনই হল অন্যতম বড় নেয়ামত। নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ওয়াজিব। অকৃতজ্ঞতা কবীরা গুনাহ। অতএব, জীবনরূপ নিয়ামতের নিঃশেষ হওয়ার কামনা করা অকৃতজ্ঞতার শামিল যা কবীরা গুনাহ।

সন্দেহ

১১৯২৥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নিজের পেটের মধ্যে কিছু (বায়ু) অনুভব করে এবং সন্দেহ হয় যে, পেট থেকে কিছু বের হল কিনা, তখন সে যেন (অযু ছুটে গেছে ভেবে) মসজিদ থেকে বের না হয়, যে পর্যন্ত না সে কোন শব্দ শুনে অথবা দুর্গন্ধ প্রকাশ পায়।

[সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: নিশ্চিত কারণ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নামায ভঙ্গ করা জায়েয নয়।

সপ্তম অধ্যায়
পবিত্র জীবন-যাপন
উত্তম চিন্তা-চেতনা

১১৯৩৥

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াহুত্ তালাই-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমি আবুল কাসেম রাযীয়াহুত্ তালাই-কে বলতে শুনেছি, সেই ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে ইসলামের দিক থেকে সর্বোত্তম, যে সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

১১৯৪৥

হযরত আবু মাসউদ আল-আনসারী রাযীয়াহুত্ তালাই-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, নামাযে দাঁড়াতে গিয়ে কাতার সোজা করার জন্য রাসূলুল্লাহ সালাতুহু ওয়াসলামুহু তার হাত আমাদের কাঁধের ওপর ফিরিয়ে বলতেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও, আগ-পিছ হয়ে দাঁড়াবে না, এতে তোমাদের অন্তরসমূহেও বিভেদ সৃষ্টি হবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক ও বুদ্ধিমান তারা যেন আমার কাছে (প্রথম কাতারে) থাকে, এরপর যারা এগুণে তাদের নিকটবর্তী তারা, তারপর তারা এগুণে তাদের নিকটবর্তী তারা। আবু মাসউদ রাযীয়াহুত্ তালাই বলেন, দুঃখের বিষয় এ কারণেই আজ তোমরা অত্যন্ত বিভিন্মুখী।

[সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে একথাই প্রমাণিত হয় যে, যারা বুদ্ধিসম্পন্ন ও দীনের জ্ঞানে বিশিষ্ট মর্যাদা সম্পন্ন তাদেরই ইমামের নিকটবর্তী স্থানে দাঁড়ান উচিত। এরপর এসব গুণে যারা তাদের নিকটবর্তী তারা দাঁড়াবে। তারপর এ নিয়মে পর্যায়ক্রমে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ানই উচিত।

১১৯৫৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযীয়াহুত্ তালাই-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতুহু ওয়াসলামুহু সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ-ওমরা ও অন্যান্য নেক কাজসমূহের উল্লেখ করে বলেছেন, এক ব্যক্তি এসবের অধিকারী হবে। তবে কিয়ামতের দিন তাকে তার জ্ঞান ও বিবেকানুযায়ী এসবের প্রতিদান দেয়া হবে।

[মিশকাতুল মাসাবীহ]

ব্যাখ্যা: মানুষ যদি আন্তরিকতা সহকারে ইবাদত সুসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ইবাদতের মূল্য উদ্দেশ্যে তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। এতে যে আনন্দ ও স্বাদ উপভোগ করে তা অন্য কোন ক্ষেত্রে উপভোগ করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তাদেরকে যখন তাদের রবের

আয়াতসমূহ শুনিয়ে উপদেশ প্রদান করা হয়, তখন তারা তার প্রতি অন্ধ-বধির হয়ে থাকে না।’

[সূরা আল-ফুরকান: ৭৩]

পরিপূর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা

৥১৯৬৥

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না। জান্নাতবাসীরা সরল।

[সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

ব্যাখ্যা: মুমিন ব্যক্তির এতটাই সাবধান ও সতর্ক যে, সে কখনও একবার প্রতারিত হলে দ্বিতীয়বার প্রতারিত হয় না। কিন্তু সে আল্লাহর ভয়ে কেবল হালাল পন্থায় উপার্জিত আয়ের ওপর তুষ্ট থাকে তা পরিমাণে যত কমই হোক না কেন। তার সামনে বিরাট আকারের হারাম মাল পড়ে থাকলেও তার দৃষ্টি সেদিকে নিপতিত হয় না। এ জন্য দুনিয়াদার লোকেরা তাকে (জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে) নির্বোধ মনে করে। এ কারণে কোন হাদীসে মুমিন ব্যক্তিকে ‘গিররন’ বা সম্ভ্রান্ত বোকা এবং মোনাফিককে ‘খিব্বুন লাইব’ বা জঘন্য প্রতারক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘ইন্না আহলাল জান্নাতে বুলছন’ অর্থাৎ বেহেশতবাসীরা সরল হাদীসের তাৎপর্যও এটাই।

৥১৯৭৥

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হোঁচড় খাওয়া ব্যক্তিই শুধু ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু হতে পারে। আর অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই শুধু প্রজ্ঞাবান হতে পারে।

[মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

৥১৯৮৥

হযরত আবু মালেক আল-আশআরী রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পবিত্রতা হল ঈমানের অর্ধেক।

[সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পবিত্রতার শিক্ষাই কেবল ইসলাম দেয় না; ইসলাম বাহ্যিক পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও উত্তম আচার-আচরণের প্রতিও নির্দেশ প্রদান করে। উল্লিখিত হাদীসে এ কারণে বাহ্যিক পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধেক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৥১৯৯৥

হযরত আয়েশা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহা-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ডান হাত ছিল অযু ও পানাহারের জন্য এবং বাম হাত ছিল শৌচকার্য ও এ ধরনের অন্যান্য নাপাক দূর করার জন্য।

[সুনানে আবু দাউদ]

॥২০০॥

হযরত ইবনে মুগাফফাল রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন নিজের গোসলখানায় পেশাব না করে, যেখানে তোমরা আবার গোসল অযু করবে। [সুনানে আবু দাউদ]

ব্যাখ্যা: পেশাব ও গোসল পৃথক পৃথক স্থানে করার নির্দেশ। যদি কেউ এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন না করে, তাহলে পাক পবিত্রতার ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হবে। অনেকেই এ বিষয়টি না জানার কারণে অথবা অলসতার কারণে এরূপ করে থাকে। উল্লিখিত হাদীসের বাণীসমূহ অবগত হওয়ার পর এরূপ কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকবেন।

॥২০১॥

হযরত আবু মুসা রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমি একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। তিনি পেশাব করার প্রয়োজন অনুভব করলে একটি দেয়ালের গোড়ায় নরম বালুকাময় জায়গায় গিয়ে পেশাব করেন। এরপর বলেন, তোমাদের কারো পেশাব করার ইচ্ছা হলে তখন সে অবশ্যই নরম জায়গা খোঁজ করে নেবে। [সুনানে আবু দাউদ]

॥২০২॥

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখে বললেন, হে ওমর! দাঁড়িয়ে পেশাব করো না। এরপর থেকে আমি আর দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি। [সুনানে তিরমিযী]

ব্যাখ্যা: ক্ষেত্রবিশেষ কোন অসুবিধার সম্মুখীন হলে এ অবস্থা ছাড়া আর কোন উপায় না থাকলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা যেতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় উল্লিখিত নির্দেশ প্রণালী অনুসরণ করতে হবে।

॥২০৩॥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন গর্তের মধ্যে পেশাব না করে। [সুনানে আবু দাউদ]

ব্যাখ্যা: গর্তের মধ্যে পেশাব-পায়খানা করাটা কোন মতেই জায়েয নয়। কেননা এর মধ্যে প্রাণীদের বসবাস। গর্তের মধ্যে অনেক সময় সাপ, বিছু ইত্যাদি ধরনের অনেক প্রকার বিষাক্ত হিংস্র প্রাণী থাকে। ফলে পেশাবকারী এদের আক্রমণের শিকার হতে পারে।’

॥২০৪॥

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে পিতৃসমতুল্য। আমি তোমাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। তোমরা যখন পায়খানায় যাবে তখন কেবলকে সামনে অথবা পেছনে করবে না। আর তিনটি টিলা নেবার নির্দেশ দিলেন এবং এ উদ্দেশ্যে গোবর ও হাড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন আর তিনি ডান হাত দিয়ে শৌচ করতেও নিষেধ করেছেন।

[সুনানে ইবনে মাজাহ]

৥২০৫৥

হযরত আয়েশা রাঃ এর বর্ণনা তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ কে আমি বলতে শুনেছি: আহার সামনে হাজির হলে তা রেখে সালাত আদায় করবে না এবং পায়খানা পেশাবের বেগ হলে তা না সেরে সালাত আদায় করবে না।

[সহীহ মুসলিম ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

ব্যাখ্যা: ইসলাম সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের জন্য প্রযোজ্য প্রগতিশীল ধর্ম। আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সঃ এমনি দুটি স্বাস্থ্যসম্মত নির্দেশ প্রদান করেছেন।

১. ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার উপস্থিত থাকলে খেয়ে নেবে, পরে সালাত আদায় করবে।
২. পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন দেখা দিলে আগে তা সেরে নেবে তারপর সালাত আদায় করবে। তবে ক্ষুধার প্রবণতা না থাকলে এবং খাবারের প্রতি আগ্রহ না থাকলে আগে সালাত আদায় করা যেতে পারে। কিন্তু পেশাব পায়খানার প্রয়োজন চেপে রেখে সালাত আদায় করা মোটেই জায়েয নয়।

৥২০৬৥

হযরত মু'আয রাঃ এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, তিনটি অভিশাপের যোগ্য কাজ থেকে তোমরা সতর্ক থাক। যথা—

১. পানি সংগ্রহের স্থানে বা উৎসসমূহে।
২. যাতায়তের রাস্তায় ও
৩. ছায়ায় পেশাব-পায়খানা করা।

[সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ]

ব্যাখ্যা: হাদীসে উল্লিখিত তিনটি স্থানে পায়খানা-প্রস্রাব করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিসম্পাতের যোগ্য হতে হয়। অর্থাৎ এসব স্থানে পেশাব-পায়খানা করা জায়েয নয়।

৥২০৭৥

হযরত মুআবিয়া ইবনে কুররা রাঃ থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সঃ পিঁয়াজ ও রসুন খেতে নিষেধ করে বলেন, যে তা খাবে সে

যেন আমাদের মসজিদে না আসে। তিনি আরো বলেন, যদি তোমাদের তা একান্তই খেতে হয় তবে তা রান্না করে তার দুর্গন্ধ দূর করে খাও।

[সুনানে আবু দাউদ]

ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে যেসব দ্রব্য খেলে মুখে দুর্গন্ধ হয়, তা খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে পিঁয়াজ ও রসুন খাওয়া নিষিদ্ধ হয় নি। কাঁচা রসুন ও পিঁয়াজ খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রান্না করে খেয়ে প্রবেশ করা দোষণীয় নয়।

পানাহারের আদব

৥২০৮৥

হযরত আমর ইবনে আবু সালামা রাঃ এর বর্ণনা: তিনি বলেন, ছোট বেলায় আমি রাসূলুল্লাহ সঃ এর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হই। খাওয়ার সময় আমার হাত সর্বত্র ঘুরপাক খেত। তিনি আমাকে বলেন, বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে খাও এবং তোমার কাছের খাদ্য খাও।

[সহীহ আল-বুখারী

ও সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: এতে রাসূলুল্লাহ সঃ খাবার ব্যাপারে যে নির্দেশ দিলেন তাতে পানাহারে প্রয়োজনীয় শিষ্ঠাচার শিক্ষা দিয়েছেন। তা থেকে অনুমান করা যায় যে, সাধারণ ব্যাপারেও পিতা-মাতা ও অভিভাবকদেরকে ছোটদের প্রশিক্ষণের প্রতি কতটা নজর রাখা উচিত। আর বিসমিল্লাহ বলে খাবার খাওয়া এই কাজটি ছোটবেলা থেকেই শিশুদের শিক্ষা দেওয়া উচিত।

৥২০৯৥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ কখনো কোন খাদ্যের দোষ বর্ণনা করেননি। খাদ্য তাঁর রুচিসম্মত হলে গ্রহণ করতেন, আর অপছন্দ হলে খেতেন না।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ

মুসলিম]

ব্যাখ্যা: আমাদের খাবার রান্নায় ক্রটির কারণে খাবার সম্মত না হলে আমরা সাধারণত স্ত্রী-চাকরাণীদের অসহনীয় নানা ধরনের কথা বলে থাকি, তা অনুচিত। যদি বলতেই হয় তবে সংযত ভাবে বললে, তারা এ ব্যাপারে সতর্ক হতে পারে।

৥২১০৥

হযরত ওয়াশহী ইবনে হারব রাঃ তার পিতা ও দাদার মাধ্যমে দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সঃ আল্লাহইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আহার করে তৃপ্তি পাই না। তিনি

বললেন, সম্ভবতঃ তোমরা পৃথক পৃথক খাও (সকলে একত্রে খাও না), তারা বলেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যদি তোমরা এক্ষেত্রে আল্লাহর নাম নিয়ে আহার কর, তোমাদের খাদ্য হবে বরকতময়। [সুনানে আবু দাউদ]

ব্যাখ্যা: পৃথক পৃথক আহার করা যদিও শরীয়তে না-জাযিয নয়, কিন্তু সকলে একত্রে বসে খাওয়াটাই অধিক পছন্দনীয় এবং এতে আন্তরিকতার সৃষ্টি হয়ে কল্যাণ ও বরকত লাভ হয়। খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সমষ্টিকতার প্রভাবটা যদিও গোটা জীবনে প্রয়োগ করা যায় তবে তার ফল আরো কল্যাণকর হতে পারে, এ হাদীস থেকে তা অনুমিত হয়।

৥২১১৥

হযরত আবু হুরায়রা এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হাতের এটো না ধুয়ে তা নিয়ে যদি কেউ ঘুমিয়ে পড়ে এবং সে জন্য তার কোন ক্ষতি হলে সে যেন এর জন্য নিজেই দায়ী থাকে। [সুনানে তিরমিযী]

ব্যাখ্যা: পানাহার শেষে উত্তমরূপে হাত ধোয়া একান্ত আবশ্যিক। আজকাল বিদেশি সভ্যতার অনুকরণে হাত না ধুয়ে অথবা কাঁটা চামচ ব্যবহার করে খাদ্য গ্রহণ করে। রমাল বা এ জাতীয় কোন জিনিস দিয়ে হাত মুখ মুছে নেয়, এসব ব্যবস্থা ইসলামে আদৌ অনুমোদনযোগ্য নয়।

গাষ্ঠীর্য়তা

৥২১২৥

হযরত ইয়ালা ইবনে মামলাক রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি হযরত উম্মু সালামা রাঃ-এর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিরাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিটি অক্ষর আলাদা আলাদা করে পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন। [সুনানে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে নাসায়ী]

ব্যাখ্যা: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিরাত পাঠের মধ্যে ছিল গাষ্ঠীর্য় ও ধীরস্থিরতা, এতে তাড়াহুড়া ছিল না।

কুরআন তিলাওয়াতের নীতি

৥২১৩৥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সুমধুর কণ্ঠস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। [সহীহ আল-বুখারী]

ব্যাখ্যা: কৃত্রিমতা পরিহার করে সুমিষ্ট স্বরে কুরআন পাঠ করা উচিত। কৃত্রিম বা নিকৃষ্ট স্বরে কুরআন পাঠ করা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়।

কথাবার্তায় সচেতনতা

৥২১৪৥

হযরত আয়েশা রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মত তাড়াহুড়া করে কথা বলতেন না। তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যে, কেউ তা গণনা করতে চাইলে সহজে গণনা করতে পারত।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

যবানের হিফাযত

৥২১৫৥

হযরত আনাস রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে কখনো অশ্লীল কথা, অভিশাপ বাক্য ও গালি বের হত না। অসন্তোষের সময় তিনি বলতেন, তার কি হয়েছে, তার চোহারা ধুলায় ধূসরিত হোক।

[সহীহ আল-বুখারী ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

৥২১৬৥

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলোমেলো চুল বিশিষ্ট এক লোককে দেখে বললেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি নিজেকে বিশ্রি বানিয়ে রাখে কেন? অতঃপর তিনি হাতের ইশারায় লোকটির চুল ছিঁটে পরিপাটি করে দিতে বললেন।

[তাবারানীর আল-মু'জামুস সগীর]

মুচকি হাসি

৥২১৭৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস রাযীয়াতুল্লাহু আনহু ইবনে জাযা এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক মুচকি হাসি সম্পন্ন আর কাউকে দেখিনি।

ব্যাখ্যা: রাসূলুল্লাহ সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেজাজে রক্ষণতা ছিল না, তিনি এতটা উচ্ছলেও ছিলেন না যে, অটহাসিতে ফেটে পড়বেন। প্রতিটি ব্যাপারে তাঁর কর্মপন্থা ছিল অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি হাসার স্থলে মুচকি হাসতেন।

অটহাসি

৥২১৮৥

হযরত আয়েশা রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমি কখনো রাসূলুল্লাহ সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অটহাসি হাসতে দেখিনি যে, হাসার সময় তাঁর আলজিহ্বা দেখা যায়, তিনি শুধু মুচকি হাসতেন।

[সহীহ আল-বুখারী ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

সফরের আদব

৥২১৯৥

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন, সফর হল আযাবের একটি টুকরা। তা তোমাদের কাউকে ঘুম ও পানাহার থেকে বিরত রাখে। অতএব তোমাদের কারো সফরের প্রয়োজন পূর্ণ হলে সে যেন তার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসে।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

৥২২০৥

হযরত জাবের রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নিজ পরিবার থেকে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকে, তখন সে যেন রাতে তাদের কাছে ফিরে না আসে।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: কোন ব্যক্তি যদি দীর্ঘদিন সফরে অতিবাহিত করার পর পূর্ব অবহিতি ব্যতীত হঠাৎ না জানিয়ে বাড়ি ফিরে আসার ক্ষেত্রে এ হাদীসের ওপর আমল করা আবশ্যিক। কিন্তু সে যদি তার আগমন সম্পর্কে অবহিত করে থাকে, তাহলে এ হাদীসের মূল উদ্দেশ্য পূরণ হবে। সে ক্ষেত্রে যখন ইচ্ছা নিজের সুবিধামতো আসতে বাধা নেই।

৥২২১৥

হযরত কাব ইবনে মালেক রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ দিনের বেলা দুপুরের আগে ছাড়া সফর থেকে ফিরে আসতেন না। তিনি সফর থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথম মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামায আদায় করতেন।

[সহীহ আল-বুখারী ও সুনানে আবু দাউদ]

ব্যাখ্যা: উল্লিখিত হাদীসে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সঃ সফর থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথম মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। তাতে আল্লাহ তা'আলা যে, দীর্ঘ সফর থেকে সহীহ সালামতে ফিরে আনলেন, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। অপরদিকে দীর্ঘদিন বাড়িতে অনুপস্থিত থাকার কারণে ঘর যে অগোছানো ছিল ইত্যবসরে তা গুছিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় এবং আগন্তুককে সম্বর্ধনা দেয়া সম্ভব হয়। অতএব, বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করা সুন্নত।

সতর্কতামূলক পদক্ষেপ

৥২২২৥

নবী করীম সঃ-এর এক সাহাবী থেকে বর্ণিত, নবী করীম সঃ বলেছেন, কেউ যদি ঘরের ছাদের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে এবং নীচে পড়ে মারা যায় তাহলে সে জন্য কেউ দায়ী হবে না। অনুরূপ কেউ যদি তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্র ভ্রমণে গিয়ে মারা যায়, তার জন্যও কেউ দায়ী হবে না।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

শয়নের আদব-কায়দা

॥২২৩॥

হযরত আবু উমামা রাঃ-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সঃ মসজিদে এক ব্যক্তি পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলেন যে, সে উপুড় হয়ে ঘুমিয়ে আছে। তিনি নিজের পা দিয়ে তাকে খোঁচা দিয়ে বললেন, উঠে দাঁড়াও! এটা হলো জাহান্নামীদের ঘুমানোর অবস্থা।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

স্বাস্থ্যের রক্ষণা-বেক্ষণ

॥২২৪॥

হযরত আবু কায়স রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কাছে এমন সময় উপস্থিত হলেন যখন তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। তখন তিনি রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ তাকে (ছায়ায় যেতে) নির্দেশ দিলেন, তিনি ছায়ায় চলে আসলেন।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

ব্যাখ্যা: এ হাদীসের মর্মানুযায়ী উপলব্ধি করা যায় যে, উম্মতের প্রতি রাসূলুল্লাহ সঃ-এর মায়া-মমতা ছিল কত বেশি। তিনি সাধারণ ব্যাপারেও লক্ষ্য রাখতেন যেন তাদের কোন ক্ষতি বা কষ্ট না হয়।

চলাফেরায় আদব

॥২২৫॥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতো পরিধান করে না হাঁটে। হয় সে উভয় পা খালী রাখবে অথবা উভয় পাতেই জুতো পরিধান করবে।

[সহীহ আল-বুখারী]

অষ্টম অধ্যায়
আদর্শভিত্তিক সমাজ ও পরিবার
পিতা-মাতার অধিকার এবং তাঁদের মর্যাদা

॥২২৬॥

হযরত আবু উসাইদ রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সালাতু'ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ অবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার এমন কোন উপায় আছে কি? যার মাধ্যমে আমি তাঁদের উপকার করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তার জন্য চারটি উপায় রয়েছে,

১. তাদের জন্য দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা,
২. তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করা,
৩. তাদের বন্ধু-বান্ধব ও অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদের সাথে সদ্ব্যবহার করা,
৪. তাদের মাধ্যমে তোমার সাথে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

॥২২৭॥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তাঁর পিতা-মাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে নবী করীম সালাতু'ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হিজরতের উদ্দেশ্যে বায়আত হবার জন্য আসল। তিনি তাকে বললেন, পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাও এবং যেমনিভাবে তাদের কাঁদিয়ে এসেছ, তেমনিভাবে তাদের মুখে হাসি ফোটাও।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

ব্যাখ্যা: পিতা-মাতা যদি দুর্বল ও বৃদ্ধ সন্তানের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়, তবে এ অবস্থায় তাদের সাহচর্য দেয়া ও সেবা-শুশ্রূষা করা হিজরতের মত গুরুত্বপূর্ণ উত্তম আমল অপেক্ষা এ খিদমত অধিক উত্তম।

॥২২৮॥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: সাদ ইবনে উবাদা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু তাঁর কৃত মান্নত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞাসা করেন, যা তার মা পূর্ণ করার পূর্বেই মারা যান। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মায়ের মান্নত পূর্ণ করার জন্য তাকে নির্দেশ দিলেন।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

আত্মীয়তার সম্পর্ক সুরক্ষা করা

॥২২৯॥

হযরত বাককা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত, নবী

করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা স্বেচ্ছায় যেকোন গুনাহের শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করতে পারেন। কিন্তু এমন তিনটি গুনাহ রয়েছে, যার শাস্তি তিনি মানুষকে মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই প্রদান করবেন:

১. বিদ্রোহ,
২. পিতা-মাতার সাথে অবাধ্যাচারণ ও
৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকরণ।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

স্বামীর আনুগত্য

৥২৩০॥

হযরত আবু সাঈদ রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন মহিলা তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত (নফল রোযা রাখবে না)।

[সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ]

ব্যাখ্যা: এ হাদীসে নফল রোযার কথা বলা হয়েছে। কারণ ফরজ রোযাতো স্ত্রীকে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও করতে হবে। যেমন অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে: ‘আল্লাহর নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।’ কিন্তু স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা রাখা নাজায়েয। স্বামী অনুমতি না দিলে নফল রোযা ভাঙতে হবে।

পূণ্যবতী স্ত্রী

৥২৩১॥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, চারটি বৈশিষ্ট্য দেখে একজন মহিলাকে বিয়ে করা হয়। সম্পদের জন্য, বংশ মর্যাদার জন্য, রূপ-লাবণ্যের জন্য, দীনদারীর জন্য। তুমি দীনদার স্ত্রী লাভেরই চেষ্টা কর, তোমার হাত ধুলায় ধূসরিত হউক। (অর্থাৎ তোমরা সুখ শান্তিতে বসবাস কর)।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: মানুষ বিয়ে-শাদির ব্যাপারে সাধারণত পাত্রীর ধন-সম্পদ, বংশ মর্যাদা ও রূপ লাবণ্যের গুরুত্ব দেয়। আবার অনেকে তার দীনদারীরও গুরুত্ব দেয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ দীনদার পাত্রীকেই অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। এতে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ হবে।

৥২৩২॥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সমস্ত পৃথিবীটাই সম্পদ, আর পৃথিবীর মধ্যে উত্তম সম্পদ হলো পূণ্যবতী নারী।

[সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: উল্লিখিত হাদীসের বক্তব্য খুব সত্য। স্বামী যতই আল্লাহ ভক্ত ও সৎ

হোন না কেন, ঘরে যদি সতী-সান্দ্বী নারী না থাকে, তবে সে সংসারে সুখ শান্তি বিরাজ করবে না করতে পারে না।

আত্মীয়তার গুরুত্ব

॥২৩৩॥

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কাছে এমন কোন লোক বিবাহের প্রস্তাব দেয় যার দীনদারী ও চরিত্রকে তুমি পছন্দ কর, তখন তার সাথে বিয়ে দাও। যদি তা না কর তাহলে পৃথিবীতে ব্যাপক গণ্ডগোল ও ফাসাদ সৃষ্টি হবে। [সুনানে তিরমিযী]

স্বামী-স্ত্রীর সু-সম্পর্ক

॥২৩৪॥

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নব বিবাহিত কাউকে ধন্যবাদ প্রদান করতেন তখন বলতেন, ‘আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন, তোমাদের উভয়কেই বরকত দান করে তোমাদের উভয়ের মধ্যে কল্যাণকর সুসম্পর্ক বজায় রাখুন’। [মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল]

॥২৩৫॥

হযরত আয়েশা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহা-এর বর্ণনা: তিনি এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলে আমি দৌড়ে তার থেকে অগ্রগামী হলাম। পরবর্তীতে আমি যখন মোটা হয়ে গেলাম তখন পুনরায় তাঁর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিলে এবার তিনি আমার থেকে অগ্রগামী হয়ে বলেন, পূর্বেকার বিজয়ের জবাবেই এই বিজয়। [সুনানে আবু দাউদ]

স্ত্রীদের সাথে সহানুভূতি

॥২৩৬॥

হযরত আয়েশা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহা-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে খেলনা নিয়ে খেলা করতাম। আমার কয়েকজন সাথী ছিল। তারা আমার সাথে খেলা করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তারা লুকিয়ে যেত। অতঃপর তিনি তাদের এক এক করে খোঁজে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। অতঃপর তারা আমার সাথে খেলা করত।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

সমতা বিধান

॥২৩৭॥

হযরত আয়েশা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহা-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন

সফরে যেতে মনস্থ করলে, তার স্ত্রীদের মধ্যে লটারির ব্যবস্থা করতেন। এতে যাঁর নাম উঠত তিনি তাকে নিয়ে সফরে যেতেন।

ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উম্মতদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে, যার একাধিক স্ত্রী আছে সে স্ত্রীদের সাথে সাম্যের বিরূপ আচরণ করবে। প্রত্যেক স্ত্রীকে সমাধিকার দিতে হবে। এমনকি কোন স্ত্রীকে সফরে সাথে নিতে হলে কোন একজনকে নিজের ইচ্ছামত সাথে নেবে না, তাতে অন্যান্য স্ত্রীগণ মনে কষ্ট পাবে। বরং লটারীর মাধ্যমে সকলের সামনে একজনের নাম নির্ধারিত করে তাকে সফর সঙ্গী করে নেবে। এটাই এ হাদীসের শিক্ষা।

॥২৩৮॥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য হালাল কাজ হচ্ছে তালাক।

ব্যাখ্যা: সমাজে যেন তালাকের ব্যাপারটা একটা খেলার বস্তুতে পরিণত না হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেমময় সুসম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটানো ক্ষেত্রেই কেবল এ পন্থার আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। তবে সাধারণ ব্যাপারে কখনো এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কোন মতেই সঙ্গত নয়।

পারিবারিত জীবন

॥২৩৯॥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ এর বর্ণনা: তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন প্রকারের দান উত্তম? তিনি বললেন, গরীবের কষ্টের দান। যাদের ভরণ-পোষনের দায়িত্ব তোমার ওপর তাদের থেকে দান-খয়রাত আরম্ভ কর।

[সুনানে আবু দাউদ]

ব্যাখ্যা: আন্তরিকতার সাথে যে দান করা হয়, তা আল্লাহর কাছে কবুল হবার মর্যাদা রাখে। কিন্তু একজন নিঃস্ব-গরীব কায়িক শ্রমে উপার্জিত অর্থ থেকে যা দান করে তা আল্লাহর দরবারে অধিক উত্তম বলে বিবেচিত। কোন ব্যক্তির ওপর যাদের ভরণ-পোষনের দায়িত্ব রয়েছে সর্বপ্রকারে তাদের দেখা-শুনা করা তার কর্তব্য। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায়, সুনাম অর্জনের জন্য নিকট আত্মীয়ের উপেক্ষা করে অন্যদের দান করে। এরূপ দান আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আলোচ্য হাদীসে এ জন্য বলা হয়েছে নিকটাত্মীয় থেকে আরম্ভ কর।

॥২৪০॥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ ও হাকীম ইবনে হিয়াম রাঃ এর বর্ণনা। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সচ্ছলতা বজায় রেখে যে দান করা হয় তাই উত্তম দান, প্রথমে তোমার পৃষ্যদের থেকে দান শুরু কর। [সহীহ আল-বুখারী]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীস দুটির মধ্যে বাহ্যত: বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মূলত উভয় হাদীসের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। প্রথমোক্ত হাদীসে দরিদ্র ব্যক্তির হীনমন্যতা দূরীভূত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সে হয়ত ভাবতে পারে যে, ধনীদের দানের সামনে তার সামান্যতম দানের কি মূল্য থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা মূলত: ইখলাসের ভিত্তিতেই সওয়াব প্রদান করে থাকেন, দান-খয়রাতের বাহ্যিক পরিমাণের ভিত্তিতে নয়। দ্বিতীয় হাদীসের উদ্দেশ্য মানুষ যেন এমনভাবে নিজের সম্পদ দান না করে যাতে পরে নিজ পরিবার-পরিজন নিয়ে অপরের দারস্থ হতে হয়।

৥২৪১৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযীয়াহুত্ তা'আলুহুমা-এর বর্ণনা: এক ব্যক্তি তার নিকট ছিল। তার কয়েকটি কন্যা সন্তান ছিল, সে তার মৃত্যু কামনা করলে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযীয়াহুত্ তা'আলুহুমা রাগান্বিত হয়ে বললেন, তুমি কি তাদের রিযিকদাতা?

[আল-আদাবুল মুফরদ]

৥২৪২৥

হযরত নুরাইত ইবনে শুরাইত রাযীয়াহুত্ তা'আলুহুমা-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: যখন কোন ব্যক্তির ঘরে কন্যা জন্মলাভ করে তখন মহান আল্লাহ সেখানে কিছু ফেরেশতা পাঠান। তাঁরা বলেন, 'আসসালামু আলাইকুম আহলাল বাইত' (হে গৃহবাসী! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)। তারা কন্যাটিকে নিজেদের পাখা দিয়ে পরিবেষ্টন করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, এক দুর্বল আরেক দুর্বল থেকে জন্ম লাভ করেছে। যে ব্যক্তি তার লালন-পালন করবে কিয়ামত পর্যন্ত সে আল্লাহর সাহায্য লাভ করতে থাকবে।

[তাবারানীর আল-মুজামুস সাগীর]

ব্যাখ্যা: জাহিলী আরবে কন্যা সন্তানের জন্মকে সাধারণত ঘৃণার চোখে দেখা হত। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেরকে জীবন্ত কবরস্থও করা হত। এখনও অনেকে কন্যা সন্তানের জন্মতে নাক সিটকায়। কন্যা সন্তান জন্মের কারণে স্বামী বা পরিবারের লোকজন স্ত্রীকে অবজ্ঞার চোখে দেখে, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে দেখা যায় তালাক পর্যন্ত সংঘটিত হয়। এরও দুটি কারণ রয়েছে, তাদের প্রথম যুক্তি হলো ছেলে সন্তান জন্ম হলে রজি রোজগার করবে আর মেয়ে সন্তান হলে শুধুই খরচ। তাছাড়া বর্তমান যুগে মেয়েদের যে ফিতনা গুরু হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মেয়ে সন্তান জন্মলাভ করুক এটা কেউ চায় না। তবে এ ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, জন্ম-মৃত্যু রিযিক এগুলোর মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা এবং এটাই মনে রাখতে হবে।

॥২৪৩॥

হযরত আয়েশা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, এক মহিলা দুটি কন্যা সন্তানসহ আমার কাছে এসে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করল, সে সময় আমার কাছে তাকে দেওয়ার মত একটি খেজুর ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া গেল না। সে খেজুরটি আমি তাকে দান করলাম, সে সে খেজুরটি তার দু'সন্তানের মধ্যে ভাগ করে দিল এবং নিজে একটুও খেল না। এরপর সে চলে গেল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সঃ আসলে ব্যাপারটি তাকে জানালে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এই কন্যা সন্তান নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এবং সে তাদের সাথে সদ্যবহার করবে তার জন্য এরা জাহান্নামের আগুনের সামনে ঢালস্বরূপ হবে।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

সন্তানদের সাথে সাম্য

॥২৪৪॥

হযরত নু'মান ইবনে বাশীর রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করলে আমার মা আমার বিনতে রাওয়াহা বলেন, আপনি যতক্ষণ না পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সঃ-কে সাক্ষী না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এতে তুষ্ট নই। তাই আমার পিতা রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কাছে গিয়ে বললেন, আমি আমার বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার এই সন্তানকে একটা বস্ত্র দান করেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আমার আমাকে বলছে, আমি যেন আপনাকে সাক্ষী রাখি। তিনি বলেন, তুমি কি তোমার সব সন্তানকেই এর অনুরূপ দান করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সব সন্তানের মধ্যে ইনসাফ কয়েম কর। নু'মান রাঃ বলেন, এরপর আমার পিতা ফিরে এসে তার দান ফিরিয়ে নিলেন।

হাদীসের অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, আমি কোন যুলুমের সাক্ষী হতে পারি না।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: মাতা-পিতার ওপর সন্তানের এ অধিকার রয়েছে, তারা সর্বপ্রকার আদান-প্রদানের বেলায় সন্তানদের মধ্যে ইনসাফভিত্তিক ও সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। এ ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা যাবে না, পুত্র-কন্যা সবার মধ্যে শরীয়তসম্মতভাবে বণ্টন করতে হবে।

আত্মীয়তা প্রসঙ্গ

॥২৪৫॥

হযরত হারিসের কন্যা মায়মুনা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি রাসূলুল্লাহ সঃ-এর যুগে এক ক্রীতদাসীকে আযাদ করে তা রাসূলুল্লাহ সঃ-কে জানালে

তিনি বললেন, তুমি যদি তা তোমার মামাদের দান করতে তাহলে অধিক সওয়াব হতো।

ব্যাখ্যা: দান করা একটি উত্তম ইবাদত। কিন্তু আপন-আত্মীয়দের দান করলে দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করা যায়। অর্থাৎ দান খয়রাতের জন্য একটি সওয়াব এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার কারণে আরেকটি ছওয়াব রয়েছে।

দুর্বলদের সাথে সদাচরণ

৥২৪৬৥

হযরত জাবির রাযীয়াতাহু-আনহু-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ রয়েছে, আল্লাহ তার মৃত্যু সহজ করে দেবেন এবং তাকে জান্নাতে পাঠাবেন। দুর্বলদের সাথে নম্র ব্যবহার, পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসা ও ক্রীতদাসদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। [সুনানে তিরমিযী]

সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি

৥২৪৭৥

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযীয়াতাহু-আনহু ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযীয়াতাহু-আনহু-এর বর্ণনা। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সমগ্র সৃষ্টিকূলই আল্লাহর পরিবার। অতএব যে আল্লাহর পরিবারের সাথে সদয় ব্যবহার করে সেই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। [সুনানে বায়হাকী]

ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পোষ্য। যে ব্যক্তি আল্লাহর পোষ্যদের সাথে সদ্ব্যবহার করে, সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। এ হাদীসের মর্মানুযায়ী দেখা যায় যে, আল্লাহর ইবাদতের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টির সেবা করা। অর্থাৎ সমাজের দুঃস্থ, গরীব ও অভাবীদের সাহায্যে সহানুভূতি করাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত, তাতেও সওয়াব পাওয়া যাবে। এমনকি আল্লাহর সৃষ্টির সেবাকারীকে এ হাদীসে আল্লাহর সৃষ্টিকূলের মধ্যে আল্লাহর অধিক প্রিয় ব্যক্তি বলে ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে। অতএব দুঃস্থ মানবতার সেবায় প্রত্যেক মুসলমানের এগিয়ে আসা কর্তব্য।

৥২৪৮৥

হযরত সাহল ইবনে সাদ রাযীয়াতাহু-আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সফরকালে দলনেতাই সফর সাথীদের খাদেম। যে ব্যক্তি খিদমত করে তাঁদের অগ্রগামী হয়ে গেছে, কোন ব্যক্তিই শাহাদত ব্যতীত অন্যকোন কাজের বিনিময়ে তাকে অতিক্রম করতে পারবে না। [সুনানে বায়হাকী]

॥২৪৯॥

হযরত নাফে রহমতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের জন্য সৌভাগ্যের নিদর্শন হলো প্রশস্ত বাসস্থান, সৎ প্রতিবেশী এবং আরামদায়ক বাহন।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

॥২৫০॥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রহমতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কিভাবে জানব যে, আমি ভালো কাজ করছি বা খারাপ কাজ করছি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার প্রতিবেশীদের যখন বলতে শুনবে যে, তুমি ভালো কাজ করেছ তখন তুমি মূলতই ভালো কাজ করেছ। আর যখন তাদের বলতে শুনবে যে, তুমি খারাপ কাজ করেছ তখনই তুমি মূলত তাই করেছ।

[সুনানে ইবনে মাজাহ]

ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি ভালো কাজ করছি বা মন্দ কাজ করছি তা আমি কিভাবে জানব? তিনি বললেন, তোমার প্রতিবেশীরা তুমি ভালো কাজ করেছ বললে, তুমি ভালো কাজ করেছ আর খারাপ কাজ করেছ বললে তুমি আসলে খারাপ কাজ করেছ।

এখানে প্রতিবেশী বলতে সেইসব লোককেও বুঝানো হয়েছে, যাদের পথে চলা-ফেরা, উঠা-বসা ও কাজ-কারবার হয়। যেমন- বাড়ি বা ঘরের আশেপাশের লোকেরা বাড়ির প্রতিবেশী, সহকর্মীগণ কর্মের প্রতিবেশী, সফর সাথীগণ সফরের প্রতিবেশী এবং কাজ-কারবারের লোকজন কারবারের প্রতিবেশী ইত্যাদি। তবে প্রতিবেশী মুসলমান হতে হবে। কাফির ও ফাসিক প্রতিবেশীর কথা ধর্তব্য নয়।

মেহমানের হক

॥২৫১॥

হযরত আবু শুরাইব রহমতুল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। মেহমানদের আদর-আপ্যায়নের সময় একদিন-একরাত এবং সাধারণ মেহমানদারী তিনদিন-তিনরাত। এরপরও যা কিছু করা হবে তা সদকা হিসেবে গণ্য হবে। আর মেহমান অতটা সময় অবস্থান করা অনুচিত যার ফলে আপ্যায়নকারী সংকটে পড়ে যায়।

[সহীহ আল-বুখারী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযী,
সুনানে ইবনে মাজাহ ও মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল]

ব্যাখ্যা: আল্লাহর ওপর ঈমান ও আখিরাতের ওপর ঈমানের এ হাদীসে দুটি দাবি ব্যক্তি জীবনের বেলায় বর্ণনা করা হয়েছে। যথা—

১. বাক শক্তির হিফায়ত অর্থাৎ পরনিন্দা (গীবত), অশ্লীল ও অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করে ভালোকথায় বাকশক্তির ব্যবহার করা অথবা চুপ করে থাকা।
২. মেহমানের সাথে সদ্যবহার করা।

উদারতা, বদান্যতা ও দানশীলতার নিদর্শন এটাই যে, যদি কোন মুসাফির কারো বাড়িতে আগমন করে তাহলে মনের সংকীর্ণতা পরিহার করে প্রশস্ত মনে তার খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করা উচিত। এ ক্ষেত্রে মেহমানের অতটা স্বার্থপর হওয়া উচিত নয় যে, সে তিনদিনের অতিরিক্ত বোঝা আপ্যায়নকারীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। যদি এভাবে আপ্যায়নকারীর পক্ষ থেকে বদান্যতাপূর্ণ ব্যবহার এবং মেহমানের পক্ষ থেকে স্বার্থপরতা পরিত্যক্ত হয়, তাহলে সামাজিক জীবনে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

অধীনস্থদের অধিকার

৥২৫২৥

হযরত আবু যর আল-গিফারী রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, এরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তা'আলা এদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন। অতএব আল্লাহ তা'আলা যাকে তার অধীন করেছে সে নিজে যা খায় তাকেও তা খাওয়াবে। সে নিজে যা পরিধান করে তাকেও তা পরিধান করাবে। সে এদেরকে তাদের সাধ্যাতিত কোন কাজ করতে বাধ্য করাবে না। যদি এরূপ কোন কাজ সে তার ওপর চাপায় তাহলে সেও যেন সশরীরে তাকে সাহায্য করে। [সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

৥২৫৩৥

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ-এর সর্বশেষ বাণী ছিল: ১. নামায, নামায। ২. তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। [আল-আদাবুল মুফরদ]

ব্যাখ্যা: নামাযের প্রতি দৃষ্টি রাখ অর্থাৎ নিয়মিত সালাত আদায় কর এবং অধীনস্থদের সাথে সদ্যবহার কর, তাদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন করো না।

দুর্বলদের সাথে সদাচরণ

৥২৫৪৥

তাবিঈ তাউস রাঃ থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, আল্লাহ সে জাতিকে পবিত্র করেন না যাদের মধ্যে দুর্বল ও অক্ষমদের অধিকার প্রদান করা হয় না। [শারহুস সুন্নাহ]

॥২৫৫॥

হযরত মুসআব ইবনে সাদ রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, সাদ রাঃ দেখতে পেলেন যে, তার অধিনস্থ লোকদের ওপর তার একটা প্রধান্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, তোমরা শুধু দুর্বলদের কারণেই সাহায্য ও রিয়কপ্রাপ্ত হচ্ছ। [সহীহ আল-বুখারী]

ব্যাখ্যা: আল্লাহ যেসব লোককে দৈহিক স্বাস্থ্য ও সম্পদের প্রাচুর্য প্রদান করেছেন তারা যেন এদিক থেকে দুর্বল লোকদের তুচ্ছ না ভাবে। বান্দার জন্য স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা মূলত পরীক্ষাস্বরূপ। সচ্ছল বান্দাগণ যেন প্রাচুর্যের মোহে আশ্রয়হীন, সহায়-সম্মলহীন দুর্বল লোকদের কথা ভুলে না যায় এটাই আল্লাহ তার বান্দাদের কাছ থেকে কামনা করেন।

ধনীদের সম্পদে গরীবের হক

॥২৫৬॥

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সঃ-এর সফরে থাকাবস্থায় এক ব্যক্তি একটি বাহনে করে তার কাছে এল। সে কখনো ডান দিক আবার কখনো বাঁ দিক তাকাচ্ছিল (কারণ তার সওয়ারী অচল হয়ে যাওয়াই সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল)। রাসূলুল্লাহ সঃ তখন বললেন, যার কাছে উদ্ধৃত্ত বাহন আছে সে যেন তা বাহনহীন ব্যক্তিকে দেয়। যার কাছে উদ্ধৃত্ত পাথেয় আছে সে যেন তার পাথেয়হীনকে প্রদান করে। বর্ণনাকারী বলেন, এভাবে তিনি বিভিন্ন প্রকারের মালের কথা উল্লেখ করলেন। তাতে আমাদের সকলের মনে হলো যে, উদ্ধৃত্ত মালের ওপর আমাদের কোন অধিকার নেই।

ব্যাখ্যা: উল্লিখিত হাদীসে যে সফরের কথা বলা হয়েছে, তা হলে জিহাদ অর্থাৎ যুদ্ধের সফর। যুদ্ধকালীন অবস্থায় যেকোন দেশেই জরুরী অবস্থা ঘোষিত থাকে। এসময় সরকার প্রধান জনসাধারণের ওপর যুদ্ধের সাহায্যার্থে অতিরিক্ত কর ধার্য করতে পারে অথবা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্ধৃত্ত বাহন ও পাথেয় বঞ্চিতদের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সঃ একজন রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও তা করেননি। বরং তিনি একজন আল্লাহর রাসূল হিসেবে সাহাবায়ে কেরামকে তাদের কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে বুঝিয়ে দিয়েছেন তারা স্বেচ্ছায় তদানুযায়ী আমল করেছেন।

বিপদগ্রস্তের সাহায্য করা

॥২৫৭॥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, (মুতার যুদ্ধপ্রান্তর থেকে আমার পিতা) জাফর রাঃ-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ এলে

নবী করীম ﷺ (আপন পরিবারের লোকদের বললেন) জাফরের পরিবারের লোকের জন্য খাবার তৈরি কর। কারণ তাঁদের কাছে এমন দুঃসংবাদ পৌঁছেছে যা তাদেরকে ব্যস্ত রাখবে।

[সুনানে তিরমিযী]

বড়দের সম্মান প্রদর্শন

৥২৫৮৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযীয়াল্লাহু আনহুমা-এর বর্ণনা: নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি যেন একটি মিসওয়াক দিয়ে দাঁতন করছি। আমার কাছে দুজন লোক এল, একজন বয়সে অপরজন অপেক্ষা বড়। আমি তাদের বয়োজনীয়কে মিসওয়াক দিতে উদ্যোগী হলে আমাকে বলা হল, বড়কে দিন। তখন আমি তাদের বয়োজ্যেষ্ঠকে মিসওয়াকটি দিলাম

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

সামাজিক আচরণ

৥২৫৯৥

হযরত আয়েশা রাযীয়াল্লাহু আনহা-এর বর্ণনা: নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা লোকদের সাথে তাদের মর্যাদানুযায়ী আচরণ করবে।

[সুনানে আবু দাউদ]

ব্যাখ্যা: ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে ধনী-গরীব, সৎ-অসৎ, ছোট-বড় সকলকেই সমান মনে করবে। এক্ষেত্রে আল্লাহর নির্ধারিত আইনের ক্ষেত্রে তাদের কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না। কিন্তু পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে সামাজিক আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, তাকওয়া-পরহেযগারী ও অন্যান্য বিশেষ মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এ কথাই ‘মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ কর’ বাক্যটির দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

বিদায়ী ব্যক্তির জন্য দুআ

৥২৬০৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযীয়াল্লাহু আনহুমা-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন কোন ব্যক্তিকে বিদায় দিতেন তখন তার হাত ধরতেন এবং সে নবী করীম রাযীয়াল্লাহু আনহুমা-এর হাত না ছাড়া পর্যন্ত তিনি তার হাত ছাড়তেন না। তিনি বলতেন, আমি আমার দীনদারী, আমানতদারী ও সর্বশেষ আমলের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দুআ করছি।

[সুনানে তিরমিযী]

দীনী ভাইদের পারস্পরিক ব্যবহার

৥২৬১৥

হযরত বকর ইবনে আবদুল্লাহ রাযীয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: নবী করীম রাযীয়াল্লাহু আনহু-এর সাহাবীগণ পরস্পরের প্রতি তরমুজ ছুড়ে মারতেন। আবার তাঁরাই যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতেন তারাি ছিলেন বীর সৈনিক।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

হযরত মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ রাহিমুল্লাহ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমি সালফে সালেহীনকে দেখেছি, তাদের কয়েক পরিবার যৌথভাবে একই বাড়িতে বাস করতেন। অনেক সময় এমন হত যে, তাদের কারো পরিবারে মেহমান এসেছে আর অপর পরিবারের চুলায় ডেকছিতে খাবার রান্না হচ্ছে। আতিথ্য দানকারী পরিবার চুলায় ওপর থেকে ডেকচি তুলে নিজের মেহমানের জন্য নিয়ে আসত। মালিক তাঁর হাড়ির খোঁজে এসে তা না দেখে বলত, কে ডেকচি নিয়ে গেছে? আপ্যায়নকারী পরিবার বলত, আমরা তা আমাদের মেহমানের জন্য এনেছি। অতঃপর ডেকচির মালিক বলত, আল্লাহ তা'আলা তাতে তোমাদের জন্য বরকত দান করুন। মুহাম্মদ রাহিমুল্লাহ বলেন, রুটির ক্ষেত্রেও এরূপ হতো।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

ব্যাখ্যা: উল্লেখ্য হাদীসে মুসলমানদের যে সোনালি যুগের কথা বলা হয়েছে, সেসময় তাদের মধ্যে কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ ও বৈরিতার লেশমাত্রও ছিল না। বরং তাদের মধ্যে সৌজন্য, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বিরাজমান ছিল। তাদের কারো ঘরে মেহমান আসলে প্রতিবেশীরা সকলেই নিজেদের মেহমান মনে করতো। অতএব, কেউ তার মেহমানের জন্য গোশতের হাড়ির মালিককে না বলে নিয়ে গেলে খোঁজ করার পর মালিক তা জানতে পারলে খুশিই হতো। সে সোনালি যুগ কী আর কখনো ফিরে আসবে?

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যমপন্থা

হযরত আবদুর রহমানের বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ রুক্ষ স্বভাবেরও ছিলেন না আবার মৃতপ্রায়ও ছিলেন না। তাঁরা নিজেদের মজলিসে কবিতা পাঠ করতেন এবং জাহিলী যুগের মৃতসমতুল্য ঘটনাবলিও আলোচনা করতেন। কিন্তু তাদের কারো কাছে আল্লাহর আদেশের পরিপন্থী কোনকিছু আশা করা হলে তাঁর উভয় চোখের মণি এভাবে ঘুরতে থাকত, মনে হত যেন তাঁরা পাগল।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

ব্যাখ্যা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্যে সাহাবায়ে কেরাম এমন সুষম চরিত্রের অধিকারী হয়েছিলেন যে, তারা না ছিলেন সংসার বিরাগী যোগী-ঋষী ও পাদরি সন্যাসীদের মত রুক্ষ ও মৃতবৎ স্বভাবের অধিকারী। আর না ছিলেন, সংসারাসক্ত লোকদের মত হাসি-টাট্টা ও গল্প-গুজবে মত্ত। বরং তাঁরা মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী দীনী-আবেগে পরিপূর্ণ বীরপুরুষ ছিলেন।

দুর্বল ও রোগীদের প্রতি লক্ষ্য রাখা

৥২৬৪৥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, তোমাদের কেউ সালাতে ইমামতি করলে সে যেন সালাত সংক্ষিপ্ত করে। কারণ তাদের মধ্যে দুর্বল, রোগী, বৃদ্ধ ও অন্য বর্ণনায় আছে কর্মব্যস্ত লোক থাকতে পারে। অবশ্য তোমাদের কেউ যখন একাকী সালাত আদায় করে তখন সে ইচ্ছা মারফিক তা সুদীর্ঘ করতে পারবে।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

৥২৬৫৥

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ সঃ-এর সাথে ইশার জামাআতে সালাত আদায় করার জন্য হাজির হলাম। তিনি প্রায় অর্ধরাত অতিক্রম হওয়া পর্যন্ত আসলেন না। এরপর এসে বললেন, তোমরা নিজ নিজ স্থানে বসে থাক। অতএব আমরা আমাদের নিজ নিজ স্থানে বসে রইলাম। অতঃপর তিনি বললেন, অন্য লোকেরা সালাত আদায় করে বিচানায় শুয়ে পড়েছে। আর তোমরা ততক্ষণ নামাযে আছ যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় রয়েছ। যদি দুর্বলদের দুর্বলতা ও রোগীদের রোগ যাতনার আশংকা না থাকত, তবে আমি এ নামায অর্ধ রাত পর্যন্ত বিলম্ব করতাম।

[সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে নাসায়ী]

শ্রমজীবী লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখা

৥২৬৬৥

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, মুআয ইবনে জাবাল রাঃ নবী করীম সঃ-এর সাথে মসজিদে নববীতে জামাতে সালাত আদায় করতেন। অতপর নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে এলাকাবাসীদের সালাতের ইমামতি করতেন। এক রাতে তিনি নবী করীম সঃ-এর সাথে ইশার সালাত আদায় করেন। তারপর নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে তাদের ইমামতি করাকালে সালাতে সূরা বাকারা পাঠ আরম্ভ করলেন। এতে বিরক্ত হয়ে এক ব্যক্তি সালাম ফিরিয়ে জামাত থেকে পৃথক হয়ে একাই সালাত শেষ করল। লোকজন তাকে বলল, হে অমুক! তুমি কি মুনাফেক হয়ে গিয়েছ? সে বলল, আল্লাহর শপথ! কখনো না। নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করব। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সঃ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা পানি সেচকারী লোক, দিনে কায়িক শ্রমে ব্যস্ত থাকি। আর মুআয রাঃ আপনার সাথে ইশার সালাত আদায় করে নিজ মহল্লায় গিয়ে ইমামতিকালে সূরা আল-বাকারা পাঠ করতে

শুরু করে দিলেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআয রোযাদী-কে বললেন, হে মুআয! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? তুমি সূরা আশ-শামস, আয-যুহা, সূরা ওয়াল লাইল ও সাববিহিসমা রাকিবকাল আলা পাঠ কর।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

নিঃস্ব ও সাধারণ লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখা

৥২৬৭৥

হযরত আবু হুরায়রা রোযাদী-এর বর্ণনা। এক কৃষকায় মহিলা অথবা এক যুবক মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখতে না পেয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সাহাবীগন আরজ করলেন, সে মারা গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা আমাকে এ খবর দিলে না কেন? আবু হুরায়রা রোযাদী বলেন, সাহাবীগণ এ ব্যাপারটি যেন তুচ্ছ মনে করেছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। সুতরাং তারা তাঁকে কবর দেখিয়ে দিলেন। তিনি তার কবরের ওপর জানাযার সালাত আদায় করলেন।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: উল্লিখিত হাদীসে আমাদের শিক্ষণীয় দুটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। যথা—

১. আমাদের সমাজের যারা নিম্নশ্রেণীর অর্থহীন, দরিদ্র, বিদ্যাহীন নিম্নপদের চাকুরীজীবী তাদের কোন মূল্য নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতর ভদ্র নির্বিশেষে সকলেরই সমান মর্যাদা প্রদান করতেন। তাই তিনি সামান্য ঝাড়ুদারের মৃত্যুর সংবাদ তাঁর নিকট না পৌছানোর কারণে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং কবরস্থানে গিয়ে তিনি জানাযার নামায আদায় করেছেন।
২. এ হাদীসের মর্মানুযায়ী দেখা যায় যে, কেই কারো জানাযার নামায না পেলে পরবর্তীতে কবরস্থানে গিয়ে তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে জানাযার নামায আদায় করতে পারে। এটা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রোযাদী ও ইমাম শাফেয়ী রোযাদী-এর অভিমত।

ইমাম আবু হানিফা রোযাদী, ইমাম মালেক ইবনে আনাস রোযাদী ও ইবরাহীম আন-নাখয়ী রোযাদী-এর মতে জানাযার নামাযের পর মৃতকে কবরস্থ করা হলে, মৃতের প্রধান অলী ব্যতীত আর কারো পক্ষে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে জানাযার নামায আদায় করা নাজায়েয। বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু মৃত মুসলমানের প্রধান ওলী, তাই তিনি প্রধান ওলী হিসেবে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে জানাযার নামায আদায় করেছেন।

॥২৬৮॥

হযরত আবু হুরায়রা রাযী আল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালামু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বিধবা, গরীব, অভাবী ও অসহায়দের সাহায্যের জন্য চেষ্টা তদবীর করে সে আল্লাহর পথে জিহাদে ব্যস্ত ব্যক্তির সমতুল্য। বর্ণনাকারী বলেন, আমার এরূপও ধারণা হয় যে, তিনি বলেছেন, সে ব্যক্তি বিরক্তিহীন রাত জাগরণকারী ও একাধারে রোযা পালনকারীর ন্যায়।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ইয়াতীমের সাথে উত্তম আচরণ

॥২৬৯॥

হযরত জাবির রাযী আল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত ইয়াতীমকে কি কোন কারণে প্রহার করতে পারব? তিনি বলেন, যে কারণে তুমি তোমার সন্তানদের প্রহার করতে পার সেক্ষেত্রে তাই করতে পার, কিন্তু উৎপীড়ন করা যাবে না। ইয়াতীমের ধন-সম্পদ থেকে তোমার ধন-সম্পদ নিরাপদ রাখার এবং তার সম্পদ থেকে কিছু তোমার সম্পদের সাথে একত্রিকরণ করার চেষ্টা করা তোমার জন্য না-জায়েয।

[তাবারানীর আল-মু'জামুস সগীর]

ব্যাখ্যা: ইয়াতীম শব্দটি আরবী, একবচন, এর বহুবচন ইয়াতামা। শাব্দিক অর্থ পিতৃহীন বা মাতৃহীন বা পিতৃ-মাতৃহীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান। অপ্রাপ্তবয়স্ক পিতা মৃত্যুবরণ করেছে তাকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ইয়াতীম বলা হয়। এদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সালামু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুমধুর ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ‘তোমরা ইয়াতীমের সাথে সদ্ব্যবহার কর।’

[সূরা আন-নিসা: ৫]

অপরপক্ষে এদের সাথে দুর্ব্যবহার করার নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে, আল্লাহ বলেন, ‘অতএব ইয়াতীমের প্রতি দুর্ব্যবহার করো না।’

[সূরা আয-যুহা: ৯]

খাদেম বা চাকরের সাথে সদাচার

॥২৭০॥

হযরত আবু হুরায়রা রাযী আল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালামু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নবীদের মধ্যে কোন এক নবীকে এক পিপীলিকায় দংশন করলে তিনি পিপীলিকার সমস্ত বাসস্থান আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলে তা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এতে আল্লাহ তার কাছে ওহীর মাধ্যমে বললেন, তোমাকে একটি পিপীলিকায় দংশন করলো, আর তুমি আল্লাহর তাসবীহ পাঠকারী সৃষ্টজীবের একটি সম্পূর্ণ দলকেই পুড়িয়ে মারলে!

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: অপর এক হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন জীবকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে শাস্তি দিতে নিষেধ করেছেন। এ হাদীসের আলোকে কোন ছারপোকা বা এ জাতীয় অনিষ্টকর পোকা-মাকড় গরম পানি দিয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে মারা জায়েয নয়।

৥২৭১৥

হযরত সাহল ইবনুল হানযালিয়া রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি উটের পাশ দিয়ে যাবার কালে দেখেন উটটির পেট তার পিটের সাথে লেগে রয়েছে। তখন তিনি বললেন, এ নির্বাক পশুদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। যার পেট পিঠের সাথে লেগে রয়েছে। তিন পুনঃ বললেন, এ সমস্ত নির্বাক পশুদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর! তোমরা সুস্থ সবল অবস্থায় এদের পিঠে আরোহণ কর এবং সুস্থ সবল থাকতেই এদের ছেড়ে দাও।

[সুনানে আবু দাউদ]

ব্যাখ্যা: নির্বাক পশু বলে এদেরকে দিয়ে এত বেশি কাজ করানো উচিত নয় যে, আধমরা অবস্থায় পৌঁছে যাবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য পানীয় ও সেবা-যত্নের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। সেদিকে লক্ষ্য না করে তাকে দিয়ে যদি শুধু কাজই করানো হয় তা হবে মানবতা বিরোধী। পশুকে মারপিট করা, বার্বক্য অচলাবস্থায় অবহেলা করা জঘন্য অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। সর্বপ্রকার প্রাণীর প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন মানুষের কর্তব্য। সুস্থ-সবল থাকতেই এগুলোকে ছেড়ে দিতে হতে যাতে পুনরায় কাজে লাগানো যায়।

সাধারণের প্রতি অনুগ্রহ

৥২৭২৥

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের প্রতি যে ব্যক্তি অনুগ্রহ প্রকাশ করে না, আল্লাহ তার প্রতিও অনুগ্রহ করেন না।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মানুষের প্রতি যে ব্যক্তি দয়া-অনুগ্রহ ও সহানুভূতি করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা করে না, সে আল্লাহর পূর্ণ রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে। কেননা সৃষ্টির সেবাতেই স্রষ্টার অনুগ্রহ লাভ করা যায়।

হাদীসটির প্রস্তাব প্রয়োগ: আমরা বাস্তব জীবনে যদি ইসলামের নির্দেশানুযায়ী মানুষের প্রতি দয়া, স্নেহ-মমতা ও সহানুভূতি দেখাতে পারি, তাহলে সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে অফুরন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি নেমে আসবে। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে: ‘জগদ্বাসীকে দয়া কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের প্রতিও দয়ার কুদরতী হাত প্রস্তুত করবেন।’

দ্বিতীয় খণ্ড দলীয় ও সামাজিক জীবনে সুসম্পর্ক কল্যাণ কামনা

১২৭৩৥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তাকে অসহায় ও লাঞ্চিত করবে না, তার সাথে মিথ্যা বা প্রতারণা করবে না এবং তার প্রতি অত্যাচার করবে না। তোমরা প্রত্যেকেই তার ভাইয়ের আয়নাস্বরূপ। কোন দোষ-ত্রুটি দেখলে তা অপর ভাই অবশ্যই তার থেকে তা দূর করে দেবে।

[সুনানে তিরমিযী]

ব্যাখ্যা: বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সঃ এক মুসলমানের সাথে অপর মুসলমানের সম্পর্ক ও কর্তব্য সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

১. সম্পর্ক বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই স্বরূপ। এক ভাই অপর ভাইকে লাঞ্চিত করতে পারবে না, অপর ভাইয়ের সাথে মিথ্যা বলতে পারেনা এবং ভাইয়ের প্রতি জুলুম অত্যাচার করতে পারে না। অনুরূপ এক মুসলমান অপর মুসলমানকে লাঞ্চিত করবে না, অপর মুসলমানের সাথে মিথ্যা বলবে না এবং অপর মুসলমানের সাথে জুলুম অত্যাচার করবে না।
২. আর কর্তব্য সম্পর্কে বলেছেন যে, এক মুসলমান অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য আয়নাস্বরূপ। এক মুসলমান যদি অপর মুসলমানের কোন ময়লা তথা দোষ-ত্রুটি দেখতে পায়, তবে সে তার থেকে তা দূর করে দেবে। এখানে এক মুসলমানকে অপর মুসলমানের আয়নাস্বরূপ উপমা দেওয়ার কয়েকটি তাৎপর্য আছে। যেমন—
 - (ক) আয়না মুখমণ্ডলের দাগ ও ময়লা এমনভাবে সুস্পষ্ট দেখিয়ে দেয় যেমনটি বাস্তবে আছে এবং তাতে মোটেই বেশ ও কম করে না।
 - (খ) আয়না চেহারার দাগ ও ময়লার কথা তখন বলে যখন চেহারা আয়নার সামনে উপস্থিত হয়। আর চেহারা অনুপস্থিত থাকলে আয়নাও নীরব ও নিশ্চুপ থাকে।
 - (গ) এমন কখনো হয় না যে, কেউ আয়নায় নিজের চেহারার কালিমা ও ময়লা দেখে রাগান্বিত হয়ে আয়না ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। বরং আয়নাকে হেফাযত করে রাখে, যেন পরে আবারো দেখা যায়।
 - (ঘ) আয়নাতে চেহারার দাগ ও ময়লা তখন দেখা যায়, যখন আয়না চেহারা বরাবর রাখা হয়, উপরে বা নীচে অথবা পিছনে রাখলে ঠিকমত বা মোটেই দেখা যাবে না।

অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়নার এ উপমা দ্বারা আমাদের এ চারটি শিক্ষা প্রদান করেছেন। যথা—

১. এক মুসলমান অপর মুসলমানের দোষ-ত্রুটি দেখলে তা তাকেই বলতে হবে, অন্য কাউকে বলবে না। যতটুকু দেখেছে ততটুকুই বলবে, বেশ কম মোটেই করবে না।
২. যে মুসলমান ভাই তোমার দোষ-ত্রুটি ধরে দিয়েছে তার সঙ্গ ত্যাগ করবে না। নিজের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করবে এবং তার সাথে নিয়মিত উঠা-বসা ও চলা-ফেরা করবে।
৩. যে মুসলমান তোমার দোষ-ত্রুটি ধরে দিয়েছে তাকে শত্রু ভাববে না। বরং তাকে হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করে সদা তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।
৪. যে মুসলমান ভাই তোমার দোষ-ত্রুটি ধরে দিয়েছে, তার সাথে বন্ধুত্ব পূর্ববৎ বহাল রাখবে, মোটেই ব্যতিক্রম করবে না।

অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিরোধ

৥২৭৪॥

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাঃ এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমার (মুসলমান) ভাইয়ের সাহায্য কর। সে যালেম কিংবা ময়লুম যাই হোক। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ময়লুমকে আমি সাহায্য করব, কিন্তু জালেমকে কিভাবে সাহায্য করব? তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, যুলুম থেকে বিরত রাখাই হল তাকে সাহায্য করা। [সহীহ আল-বুখারী]

পারস্পরিক সুদৃঢ় সম্পর্ক

৥২৭৫॥

হযরত আবু মুসা আল-আশআরী রাঃ এর বর্ণনা: নবী করীম ﷺ বলেছেন, এক মুমিনের সাথে অন্য মুমিনের সম্পর্ক সুদৃঢ় অট্টালিকার মত যার একটি অংশ অপর অংশের সাথে সুদৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। একথা বলে তিনি উপমা স্বরূপ তার এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন। [সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: উল্লিখিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ককে একটি সুদৃঢ় প্রসাদের সাথে তুলনা করেছেন। প্রসাদের একটি অংশ যেমন অপর অংশের সাথে মজবুতভাবে গ্রথিত, ঠেলা দিলেই ভেঙে পড়ে না, তেমনিভাবে মুসলিম সমাজও পরস্পরে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় অটুট ও মজবুতভাবে থাকতে হবে। তবেই তারা শত্রুর সাথে লড়াইয়ে বিজয় লাভ করতে পারবে এবং বিপদ-আপদে পরস্পরের সহযোগিতা করতে পারবে।

আর শত্রুপক্ষ কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করতে ভয়ে ভীত থাকবে। তাই মুসলমানগণ কখনো আত্ম-কলহে লিপ্ত হবে না। হিংসা-বিদ্বেষ ও ঝগড়া-ফ্যাসাদ ত্যাগ করে ভাই ভাই হয়ে থাকবে।

৥২৭৬৥

হযরত নু'মান রাযীয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিনগণ একই ব্যক্তি সত্তার ন্যায়। যখন তার চোখে যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়, তখন তার সমস্ত শরীরেই তা অনুভূত হয়। তার যদি মাথা ব্যথা হয় তাতে তার গোটা শরীরেই তা অনুভূত হয়।

[মিশকাতুল মাসাবীহ]

ব্যাখ্যা: এ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমগ্র মুসলিম জাতি এক দেহ সমতুল্য। পরস্পরের সুখে-দুখে সবাই সমান অংশীদার হবে।

পারস্পরিক সম্পর্ক

৥২৭৭৥

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি ভালোবাসার প্রতীক। সেই ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, যে কাকেও ভালোবাসে না এবং পরিণামে কেউ তাকে ভালোবাসে না।

[মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল]

উত্তম লেনদেন

৥২৭৮৥

হযরত আবু কাতাদা রাযীয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: দুর্দশাগ্রস্তকে যে অবকাশ দিল অথবা তার দাবি প্রত্যাহার করল, তাকে আল্লাহ কিয়ামতের দিনে কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি দেবেন।

[সহীহ মুসলিম]

৥২৭৯৥

হযরত জাবের রাযীয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর করুণা হোক সে ব্যক্তির প্রতি যে ক্রয়-বিক্রয় ও তাগাদা দেওয়ার সময় কোমলতা অবলম্বন করে।

[সহীহ আল-বুখারী]

৥২৮০৥

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযীয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী হাশরের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথী হবে।

[সুনানে তিরমিযী]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসের মর্মানুযায়ী বুঝা গেল যে, শুধু আনুষ্ঠানিক কিছু ইবাদত করাই দীনী কাজ নয়। বরং পারস্পরিক লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মিথ্যাচার, শঠতা, ধোঁকাবাজ ইত্যাদি ত্যাগ করে সততা, বিশ্বস্ততা ও

সত্যবাদীতা অবলম্বন করাও দীনী কাজের অন্তর্ভুক্ত। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সত্যবাদী-বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কাল কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে হবে।

পারস্পরিক সলা-পরামর্শ

৥২৮১৥

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইন্তেখারা করে, সে ব্যর্থ হয় না; যে পরামর্শ করে, সে লজ্জিত হয় না; আর যে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করে, সে দারিদ্রে নিমজ্জিত হয় না।

[তাবারানীর আল-মু'জামুস সগীর]

মুসলমানের সাহায্য

৥২৮২৥

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে যে ব্যক্তি তার গোশত খাওয়া প্রতিরোধ করে, তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি প্রদান করার দায়িত্ব আল্লাহর।

[সুনানে বায়হাকী]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসে এ মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের কি অধিকার রয়েছে এবং তাতে অপর মুসলমানের কি উপকার হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কোন মুসলমানের অবর্তমানে যদি কেউ তার গীবত করে, তবে উপস্থিত মুসলমানের কর্তব্য তার মুসলমান ভাইয়ের গীবত প্রতিরোধ করা। আর তার এ প্রতিরোধের কারণে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।

সুধারণা

৥২৮৩৥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সুধারণা উত্তম ইবাদতের একটি অংশ।

[মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসের মর্ম এই যে, কোন মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করা ইবাদতের অংশবিশেষ। অর্থাৎ মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক হবে সুধারণা ভিত্তিক। তাতে উভয়েই সওয়াবের অংশীদার হবে। এ সুধারণা ততক্ষণ পর্যন্ত বহাল রাখতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত অপর পক্ষ নিজেকে সুধারণার অযোগ্য প্রমাণ না করে।

মজলিসের আচার-আচরণ

৥২৮৪৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, নবী

করীম রাহমতুল্লাহ বলেছেন, তোমরা যখন তিনজন একত্রে থাকবে তখন দুজন তৃতীয় জন থেকে আলাদা হয়ে চুপে চুপে কথা বলবে না। কেননা তাতে একজন দুঃখিত ও দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে। অপর এক বর্ণনায় আছে: তখন আমরা বললাম, তারা যদি চারজন হয়? তিনি বললেন, সে অবস্থায় কোন অসুবিধা নেই।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

৥২৮৫৥

হযরত সাঈদ আল-মাকবারী রাহমতুল্লাহ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমি একদিন আবদুল্লাহ ইবনে উমরের (রা) কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ঐ সময় এক ব্যক্তি তার সাথে আলোচনা করছিল আমি সেখানে দাঁড়ালে তিনি আমার বুকে থাপ্পড় মেরে বললেন, যখন দুজন লোককে কথা বলতে দেখবে, তখন তাদের অনুমতি নেয়া ব্যতীত তাদের সাথে দাঁড়াবে না এবং বসবে না। আমি বললাম, হে আবদুর রহমান! আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আমি আপনাদের কাছ থেকে কোন ভালো কথা শুনার আশা করেছিলাম।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

৥২৮৬৥

হযরত আবু হুরায়রা রাহমতুল্লাহ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, কোন মজলিসে যখন কারো নাকের শ্লেষ্মা পরিষ্কার করা প্রয়োজন হয়, তখন সে যেন তখন তার দুহাতে তা আড়াল করে যতক্ষণ না তার নাকের শ্লেষ্মা মাটিতে পড়ে। আর যখন কেউ রোযা রাখে, তখন সে যেন তেল ব্যবহার করে- যেন তার রোযা রাখার চিহ্ন জনসমক্ষে প্রকাশিত না হয়।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

ঘরে প্রবেশের আদব

৥২৮৭৥

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাহমতুল্লাহ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, পুরুষ তার সন্তানাদি, মা তিনি বৃদ্ধাই হোন না কেন, ভাই-বোন ও পিতার অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করবে।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

৥২৮৮৥

হযরত আবু হুরায়রা রাহমতুল্লাহ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ সাধারণত তার বন্ধুর দীনের অনুসারীই হয়। অতএব তোমরা কার সাথে বন্ধুত্ব করছ- তা দেখে নেয়া উচিত।

[মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল]

৥২৮৯৥

হযরত মিকদাদ ইবনে মাকারব রাহমতুল্লাহ-এর বর্ণনা: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি যখন তার কোন মুসলমান ভাইকে ভালোবাসবে তখন সে অবশ্যই তাকে জানিয়ে দেবে যে, সে তাকে ভালোবাসে।

[সুনানে আবু দাউদ]

॥২৯০॥

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, তুমি মুমিন ব্যতীত অন্য কারো সাথে বন্ধুত্ব করো না। পরহেযগার ব্যতীত কেউ যেন তোমার খাবার না খায়। [সুনানে তিরমিযী]

বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত

॥২৯১॥

হযরত আবু মুসা আল-আশআরী রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উপমা হচ্ছে, আতর বিক্রেতা ও হাপর চালানকারীর (কামার) মতো। আতর বিক্রেতা হয় তোমাকে কিছু অংশ দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে কিছু ক্রয় করবে অথবা (অন্তত) তার সুঘ্রাণ লাভ করবে। পক্ষান্তরে হাপর চালানকারী হয় তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দেবে অথবা তুমি তার থেকে দুর্গন্ধ পাবে।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

॥২৯২॥

হযরত আসলাম রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: হযরত ওমর রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু বলেন, তোমাদের ভালোবাসা যেন ছেলেমীর মত না হয় এবং তোমার শত্রুতা যেন ধ্বংসম্পূর্ণ না হয়। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তা কেমন? তিনি বললেন, যখন তোমরা কাউকে আন্তরিকতা প্রদর্শন করবে তখন ছেলেমী আচার-আচরণ করবেনা এবং যখন কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হবে, তখন তার ধন-সম্পদ এবং জীবন পর্যন্ত ধ্বংস করে দেওয়ার চিন্তা করো না।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

সর্বক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা

॥২৯৩॥

হযরত উবাইদুল কিন্দী রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: আমি হযরত আলী রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি: বন্ধুর সাথে বন্ধুত্বের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। কারণ এমনও হতে পারে যে, সে কখনো তোমার শত্রুতে পরিণত হতে পারে। তেমনি শত্রুর সাথে শত্রুতাতেও কোমলতা অবলম্বন করবে। একদিন সে হয়ত তোমার বন্ধুতে পরিণত হতে পারে।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

হাস্য রসিকতা

॥২৯৪॥

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন কোন এক বৃদ্ধাকে বলেন, কোন বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তখন বৃদ্ধা আরজ করল: তাদের কি অপরাধ? এ বৃদ্ধা কুরআন পাঠ করছিল, তাই

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, কুরআনের এ আয়াত তুমি পড়নি: আমরা (নারীদের) পুনরায় এভাবে সৃষ্টি করব যে, তারা হবে কুমারী, সমবয়স্কা এবং স্বামীগতা প্রাণ।

[মিশকাতুল মাসাবীহ]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসের মর্ম এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু নিরস ছিলেন না, মাঝে মাঝে হাসি রসিকতাও করতেন। তাই তিনি বুড়িকে রসিকতাচ্ছলে বললেন, কোন বৃদ্ধা বেহেশতে প্রবেশ করবে না। তখন বৃদ্ধা বললেন, বৃদ্ধা কেন বেহেশতে প্রবেশ করবে না? বৃদ্ধাদের কি দোষ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি কুরআন পাঠ করনি? কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি নারীদের এমনভাবে পয়দা করব যে, তারা হবে কুমারী, সমবয়স্কা স্বামীগতা প্রাণ। অর্থাৎ বৃদ্ধাগণ কুমারী হিসেবেই বেহেশতে প্রবেশ করবে। বৃদ্ধা হিসেবে নয়।

৥২৯৫৥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান কিংবা হোসাইনের হাত ধরে তার দু'পা নিজের দু'পায়ের ওপর রেখে বললেন, আরোহণ কর।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

ব্যাখ্যা: শিশুদের সাথে হাস্য-রসিকতা তথা আনন্দ-উল্লাস করা তাকওয়া বিরোধী নয়। দাদা-দাদী ও নানা-নানীগণ নাতি-নাতনীর সাথে আনন্দ উল্লাস করলে তাদের মন প্রফুল্ল থাকে। এ আনন্দ উল্লাসের ভিতর দিয়ে নাতি-নাতনীদের কিছু আদর্শ ও শিক্ষা দিতে পারে, যা পরবর্তীতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ কারণেই রাসূলে আকরাম ﷺ স্বীয় দৌহিত্রদ্বয় হাসান ও হুসাইনের সাথে আনন্দ উল্লাস করতেন। যা উম্মতের জন্য সুন্নাত হিসেবে চালু আছে।

দলীয় ও সামাজিক বিপর্যয়

কথাবার্তায় সতর্কতা

৥২৯৬৥

হযরত সাহল রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার জন্য তার দু'চেয়ালের মাঝখানের স্থান এবং তার দু'পায়ের মধ্য স্থানের জামিন হবে, আমি তার জন্য বেহেশতের জামিন হব।

[সহীহ আল-বুখারী]

৥২৯৭৥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হবার জন্য এটাই যথেষ্ট যে- সে যা শুনে তা বলে বেড়ায়।

[সহীহ মুসলিম]

দায়িত্বহীন কথা

॥২৯৮॥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে মানুষের এক দলের কাছে এসে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে, অতঃপর লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারপর তাদের একজনে বলে, আমি একব্যক্তিকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তার চেহারা চিনি কিন্তু নাম জানি না।

[সহীহ মুসলিম]

॥২৯৯॥

হযরত আয়েশা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে বললাম, সুফিয়া যে এমন এমন অর্থাৎ খাটো তাই আপনার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, তুমি এমন একটি কথা বলেছ, তা সমুদ্রে যদি মিশিয়ে দেয়া হত তাহলে সমুদ্রও উতলিয়ে উঠত।

[সুনানে তিরমিযী]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হযরত আয়েশা রাঃ বর্ণিত হাদীসে যে সুফিরা রাঃ-এর বিষয় আলোচিত হয়েছে, তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সঃ-এর সহধর্মিণী এবং পরস্পর সতীন সম্পর্কিত। এ হাদীসের মর্মানুযায়ী আমরা কয়েকটি বিষয় অবহিত হতে পারলাম। যথা—

১. সতীন যতই পূণ্যাত্মা ও পরহেযগার হোক না কেন, উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক কিছু রেষারেষী থাকবেই, কিন্তু তা কলহে পরিণত হবে না। আলোচ্য হাদীসে হযরত আয়েশা রাঃ সুযোগ বুঝে রাসূলুল্লাহ সঃ-এর নিকট সুফিয়ার খাটোত্বের ত্রুটি উল্লেখ করে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। যদিও তা গুনাহের কাজ নয় কিন্তু তবুও এ সূত্র ধরে উভয়ের মধ্যে রেষারেষী তথা মন কষাকষির সম্ভাবনা ছিল।
২. পরিবার প্রধানের কর্তব্য হলো পরিবারস্থ কারো কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধন করে দেয়া। তাই রাসূলুল্লাহ সঃ সে কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করলেন। আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত সুফিয়ার খাটোত্বের বিষয়টি সত্য। কিন্তু তা দিয়ে হযরত আয়েশা রাঃ যেহেতু সুফিয়ার ত্রুটি প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাই রাসূলুল্লাহ সঃ হযরত আয়েশার রেষারেষির সূত্রকে কঠোর ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করে স্তব্ধ করে দিয়েছেন।
৩. মুসলিম সমাজের নর-নারীর একান্ত কর্তব্য হলো কথাবার্তা বলার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা, অসাবধানে কথা বললে, অনেক সময় ইহ ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।

এ বিষয় নারী সমাজকে বিশেষভাবে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ তারা অনেক সময় পারস্পরিক আলোচনায় অহেতুক গীবত, চোগলখোরী ও নোংরা কথা-বার্তা বলে থাকে, যার কারণে ইহ ও পরকালের বিপদের সম্ভাবনা বেশি পরিলক্ষিত হয়।

অশ্লীল কথা

৥৩০০৥

হযরত আয়েশা রাঃ-এর বর্ণনা। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সঃ-এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে, তিনি বলেন, তাকে আসার অনুমতি দাও। তার গোত্রের মধ্যে এ ব্যক্তি খুবই মন্দ প্রকৃতির লোক। লোকটি যখন হযরত রাসূলুল্লাহ সঃ-এর সামনে বসল, তখন তিনি তাকে হাসি মুখে বরণ করলেন। যখন সে চলে গেল তখন আয়েশা রাঃ জিজ্ঞাসা করল: হে আল্লাহর রাসূল! লোকটির ব্যাপারে পূর্বেই তো আপনি এরূপ এরূপ বলেছিলেন। অতপর আপনি তাকে হাসি মুখে বরণ করলেন এবং আনন্দিত ছিলেন? তিনি বললেন, তুমি আমাকে কখন কটুভাষী পেয়েছ? সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পর্যায়ের লোক কিয়ামতের দিন হবে সেই ব্যক্তি, যাকে লোকেরা তার উপদ্রব অথবা অশ্লীল আচরণের ভয়ে তাকে ত্যাগ করে।

[সহীহ আল-বুখারী]

ব্যাখ্যা: উল্লিখিত হাদীস থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় শিক্ষা লাভ করতে পারি। যথা—

১. সমাজে বিশৃংখলা ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের অনুপস্থিতিতে তাদের থেকে লোকদের সতর্ক করার নিমিত্ত তাদের নিন্দা করা জায়েয।
২. মুসলমানের পারস্পরিক আলোচনা ও কথাবার্তা সর্বদা সহাস্য বদনে ও প্রফুল্লচিত্তে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৩. অশ্লীলভাষী ও লোকদের অনিষ্টকারী ব্যক্তিগণ কিয়ামতের দিন সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হবে।

৥৩০১৥

হযরত আবু কাতাদা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, তোমরা বেচা-কেনায় অধিক শপথ করা থেকে বিরত থাক। কারণ এর ফলে কাঁটটি বাড়ে সত্য কিন্তু পরবর্তীতে বরকত চলে যায়। [সহীহ মুসলিম]

মানুষকে ঠাট্টা-বিদ্রোপ ও তুচ্ছ জ্ঞান করা

৥৩০২৥

হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন এক বিপদগ্রস্ত লোক কয়েক মহিলার নিকট দিয়ে যাবার সময় তারা তাকে দেখে বিদ্রোপের হাসি হাসল। অতপর তাদের কেউ সেই বিপদে পতিত হল। [আল-আদাবুল মুফরদ]

ব্যাখ্যা: দুর্দশাগ্রস্ত লোকটি সম্ভবত মৃগী রোগী ছিল।

॥৩০৩॥

আবু হুরায়রা রাযীয়াতু'আলহ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতু'আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কুধারণা ও সন্দেহ-সংশয় করা থেকে সদা বিরত থাকবে। কেননা ধারণা ও সন্দেহ হল সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা। [মিশকাতুল মাসাবীহ]

॥৩০৪॥

হযরত বেলাল ইবনে সাআদ রাযীয়াতু'আলহ থেকে বর্ণনা: হযরত মুআবিয়া রাযীয়াতু'আলহ একবার হযরত আবু দারদা রাযীয়াতু'আলহ-কে পত্র লিখেন: তুমি দামেশকের ফাসিক ও দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের নাম ঠিকানা লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। হযরত আবু দারদা রাযীয়াতু'আলহ বলেন, দামেশকের ফাসিক ইতরদের সাথে আমার সম্পর্ক কি? আমি কিভাবে তাদের চিনব? তাঁর পুত্র বেলাল বললেন, তুমি এদের একজন সহচর হওয়া ব্যতীত কি করে জানলে যে, এরা বদমায়েশ দুর্নীতিপরায়ণ। অতএব তোমার নামই প্রথমে লেখ। হযরত আবু দারদা শেষ পর্যন্ত এসব নামের তালিকা হযরত মুআবিয়া রাযীয়াতু'আলহ-এর কাছে পাঠাননি। [আল-আদাবুল মুফরদ]

॥৩০৫॥

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযীয়াতু'আলহ-এর বর্ণনা: এক বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ সালাতু'আলাইহ ওয়াসাল্লাম-এর দরজাতে উঁকি মারলে তিনি তীর অথবা চোখা কাঠ হাতে নিয়ে তার চোখ ফুঁড়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিলে সে পেছনের দিকে চলতে লাগলো- তখন রাসূলুল্লাহ সালাতু'আলাইহ ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে আমি তোমার চোখ ফুঁড়ে দিতাম। [আল-আদাবুল মুফরদ]

অপরের দোষ খোঁজ করা

॥৩০৬॥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযীয়াতু'আলহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতু'আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার সাহাবীদের কেউ যেন আমার কাছে কারো দোষ বর্ণনা না করে। কারণ আমি চাই যখন আমি তোমাদের কাছে আসবো তখন যেন শান্ত মন-হৃদয় নিয়ে আসতে পারি। [সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে তিরমিযী]

চোগলখোরী করা

॥৩০৭॥

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতু'আলহ-এর বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ সালাতু'আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গীবত কাকে বলে এ সম্পর্কে কি তোমরা অবগত আছ? সাহাবায়ে কিরাম বলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। তখন তিনি বললেন, গীবত হলো তোমার কোন মুসলমান ভাই সম্পর্কে এমন সব

কথাবার্তা বলা যা সে অপছন্দ করে। এক ব্যক্তি বলল, এমন কোন কোন দোষের কথা যদি বলা হয় যা আমার ভাইয়ের মধ্যে আছে (তবুও কি গীবত করা হবে?) তখন তিনি বললেন, তুমি তার সম্পর্কে যা বললে তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তবে তুমি তার গীবতকারী বলে গণ্য হলে। আর যখন তুমি যা বলেছ তার মধ্যে তা না থাকে তাহলে তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে।

[সহীহ মুসলিম]

॥৩০৮॥

হযরত ফাতিমা বিনতে কায়েস রাঃ এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, আবু জহম রাঃ এবং মুয়াবিয়া আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। (এতে এ ব্যাপারে আপনার কি অভিমত?) তিনি বললেন, মুয়াবিয়া হচ্ছে দরিদ্র লোক। আর আবু জহমতো ঘাড় থেকে লাঠিই নামায় অর্থাৎ সে স্ত্রীদের মারে।

ব্যাখ্যা: এ হাদীসের মর্মানুযায়ী বুঝা যায় যে, কেউ কারো নিকট নিজের প্রয়োজনে পরামর্শ চাইলে, পরামর্শদানের ক্ষেত্রে কারো দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে তা বলে দেওয়া পরামর্শদাতার কর্তব্যও বটে।

॥৩০৯॥

হযরত আয়েশা রাঃ এর বর্ণনা: আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা রাসূলুল্লাহ সঃ এর কাছে এসে বলল, আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। সে আমাকে এ পরিমাণ সংসারিক খরচ দেন না যার দ্বারা আমার এ সন্তান-সন্ততিদের প্রয়োজন মিটাতে পারি। তাই আমি তার অজ্ঞাতে তার পকেট থেকে কিছু নিয়ে সংসার চালাই? তখন তিনি বললেন, তোমার এবং সন্তানদের সচ্ছলভাবে চলার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা তুমি নিতে পার।

[সহীহ আল-বুখারী]

ব্যাখ্যা: এ হাদীস থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি যে,

১. কারো সম্পর্কে শরীয়তের মাসআলা জানার নিমিত্তে তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়।
২. স্বামী যদি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি প্রয়োজনীয় খরচাদি দিতে ত্রুটি করে, তবে স্ত্রী স্বামীর সম্পদ থেকে স্বামীর অজ্ঞাতে প্রয়োজনীয় খরচের পরিমাণ অর্থ নেয়া জায়েয।

গীবতের সীমারেখা

॥৩১০॥

হযরত আয়েশা রাঃ এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, অমুক অমুক ব্যক্তি আমাদের দীন সম্পর্কে কিছু জানে বলে এমন

ধারণা আমি করি না।

[সহীহ আল-বুখারী ও রিয়াযুস সালাহীন]

ব্যাখ্যা: এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, কারো দীনী ইলম ও যোগ্যতা সম্পর্কে যদি লোকদের ধোকা খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে তার প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা জায়েয।

মৃত ব্যক্তির গীবত করা

৥৩১১৥

হযরত আয়েশা রাযীয়াতুহা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত ব্যক্তিদের গাল-মন্দ করো না। কারণ তারা যা সামনে পাঠিয়েছে তা পেয়ে গেছে।

[সহীহ আল-বুখারী]

ব্যাখ্যা: এ হাদীসের শিক্ষা হলো এই যে, নিষ্প্রয়োজনে মৃত ব্যক্তিকে গাল দেয়া ও তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা মোটেই অনুচিত। কেননা সে যা মন্দ করেছে তার প্রতিফল সে ভোগ করেছে। অনর্থক তাকে গালি দিয়ে নিজের বোঝা ভারি করা উচিত নয়।

দু'মুখো নীতি অবলম্বন করা

৥৩১২৥

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতুহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা দু'মুখো লোকদের কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবে। যারা এদের কাছে একরূপে যায় এবং অন্যদের কাছে অন্যরূপে যায়।

[সহীহ আল-বুখারী]

হিংসা-বিদ্বেষ

৥৩১৩৥

হযরত জুবায়ের রাযীয়াতুহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তীকালের নবীদের উম্মতের একটি রোগ তোমাদের মধ্যে অচেতনভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। এ রোগটি হলো হিংসা বা বিদ্বেষ এটা এমন রোগ যা নেড়াকারী। এ রোগ চুল নেড়া করে না বরং দীন ধর্মকে নেড়া করে।

[মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল]

৥৩১৪৥

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতুহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, হিংসা-বিদ্বেষ থেকে তুমি সর্বদা মুক্ত থাকবে। কেননা হিংসা নেক আমলকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেমনি আগুন কাঠকে পুড়ে ছাই করে দেয়।

[সুনানে আবু দাউদ]

পারস্পরিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না করা

৥৩১৫৥

হযরত আবু আইয়ুব রাযিহু তাহুত্ তাইয়্যাহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার ভাই থেকে তিন রাতের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা বৈধ নয়। তখন তারা মুখোমুখি হলে একজন একদিকে অন্যজন একদিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। তাদের দুজনের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে সালাম প্রদানের মাধ্যমে কথাবার্তা প্রথমে শুরু করে।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: উল্লিখিত হাদীসের মর্মানুযায়ী দেখা যায় যে, দুজন মুসলমান পরস্পর তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা জায়েয নয়। আর যে ব্যক্তি প্রথমে সালামের মাধ্যমে পুনঃ সম্পর্ক স্থাপনের সূচনা করবে, সে ব্যক্তিই উত্তম। অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘সালামের সূচনাকারী অহংকার মুক্ত।’

৥৩১৬৥

হযরত ওয়ালীদ রাযিহু তাহুত্ তাইয়্যাহু-এর বর্ণনা: ইমরান ইবনে আবু আনাস তাঁকে বলেন, আসলাম গোত্রের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সাহাবী তাঁর কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন মুমিনের সাথে এক বছর সম্পর্ক ছিন্ন রাখার অর্থই হচ্ছে, তাঁকে হত্যা করা। [আল-আদাবুল মুফরদ]

আত্মস্তরিতা

৥৩১৭৥

হযরত জাবের রাযিহু তাহুত্ তাইয়্যাহু-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন মুসলমান যদি নিজে ভুলের জন্য তার মুসলমান ভাইয়ের কাছে ওয়র পেশ করে আর সে যদি তা না শোনে অথবা তার ওয়র কবুল না করে তাহলে সে অত্যাচারী খাজনা আদায়কারীর মতই অপরাধী বলে গণ্য হবে। [সুনানে বায়হাকী]

চাটুকারীতা

৥৩১৮৥

হযরত আবু উমামা রাযিহু তাহুত্ তাইয়্যাহু-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হবে সেই ব্যক্তি যে অপরের পার্থিব স্বার্থে নিজের আখেরাত ধ্বংস করেছে।

[সুনানে ইবনে মাজাহ]

ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কারো পার্থিব উপকারার্থে নিজের পরকাল ধ্বংস করেছে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হবে। অর্থাৎ সে ব্যক্তি কারো পার্থিব উপকারার্থে তার অবৈধ কাজে সাড়া দিয়েছে বা সহযোগিতা করেছে সে ব্যক্তিই কিয়ামতের দিন এ বিপর্যয়ে পতিত হবে।

অকল্যাণকর জ্ঞান অন্বেষণ

৷৩১৯৷

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, কারো পেট পুঁজ দ্বারা ভর্তি হওয়াটা কবিতা দ্বারা ভর্তি হওয়া অপেক্ষা উত্তম।
[আল-আদাবুল মুফরদ]

ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে নৈতিক চরিত্র বিধ্বংসী কাব্যচর্চার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সদুদ্দেশ্যে কাব্য চর্চার নিন্দা করা হয়েছে এবং মুমিন কবিদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রশংসা গাঁথা ও কাফিরদের কুৎসার কাব্যের মাধ্যমে জবাবদানের প্রশংসা করা হয়েছে।

প্রতিশ্রুতি পালন না করা

৷৩২০৷

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাস্তবিকই কিংবা হাসি টাট্টার ছলে কোন অবস্থায়ই মিথ্যা বলা যাবে না এবং তোমাদের কেউ নিজ নিজ সন্তানকে কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাও অপূর্ণ রাখতে পারবে না।
[আল-আদাবুল মুফরদ]

মুনাফিকী

৷৩২১৷

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, দুটি এমন গুণ রয়েছে তা মুনাফিকের মধ্যে একত্রিত হতে পারে না। যথা—

১. সৎ স্বভাব ও

২. দীন সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান।

[মিশকাতুল মাসাবীহ]

ব্যাখ্যা: বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুনাফিকের মধ্যে দুটি চরিত্রের সমাবেশ হয় না। যথা— ১. সচ্চরিত্রতা ও ২. দীনী জ্ঞান। যে ব্যক্তি অন্তরে কুফরী গোপন করে বাহ্যত: মুসলমান পরিচয়ে মুসলমানের সকল আচার-অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করে। কিন্তু গোপনে ইসলাম ও মুসলমানের ক্ষতি সাধনে সচেষ্ট থাকে। এ ধরনের মুনাফিকদের সম্বন্ধে এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, সচ্চরিত্রতা ও দীনী জ্ঞান এ দুটি গুণ মুনাফিকের মধ্যে সমাবেশ হতে পারে না। আমাদের সমাজেও এ জাতীয় দ্বিমুখী নীতি অবলম্বনকারী দুশ্চরিত্রদের থেকে মুসলমানদের সতর্ক থাকা উচিত।

৷৩২২৷

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমার ইবনে আস রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, যার মধ্যে চারটি স্বভাব বিদ্যমান থাকবে সে

নিরেট মুনাফিক। আর যার মধ্যে চারটির একটি পাওয়া যাবে তবে তার মধ্যে মুনাফিকীয় একটি স্বভাব রয়েছে, যতক্ষণ সে তা পরিত্যাগ না করে। যথা—

১. যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, তা সে খিয়ানত করে,
২. যখন কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে,
৩. আর যখন ওয়াদা করে তখন তা পালন করে না ও
৪. আর যখন কারো সাথে ঝগড়া করে তখন অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে।

কথা ও কাজের সীমারেখা

৥৩২৩৥

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ নবী করীম সঃ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের ব্যাপারে এমন সব মুনাফিক সম্পর্কে আমার আশঙ্কা হয়, যারা কথা বলে অত্যন্ত সুকৌশলে আর কাজ করে অত্যাচারীর মতো। [সুনানে বায়হাকী]

ব্যাখ্যা: উল্লিখিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সঃ মুসলিম সমাজের এমন কতিপয় নেতা ও উপনেতাদের দ্বিমুখী নীতির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন যে, তারা বাহ্যতঃ এমন সুকৌশলে কথা বলবে, লোকেরা তাদেরকে ইসলামের পক্ষের লোক মনে করবে। কিন্তু কার্যত তারা ইসলামের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত থাকবে। এ ধরনের মুনাফিকদের থেকে মুসলমানের সতর্ক থাকা আবশ্যিক।

৥৩২৪৥

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, অত্যাচার থেকে বিরত থাক। কারণ অত্যাচার কিয়ামতের দিন অন্ধকারের কারণ হবে। কৃপণতা ও সংকীর্ণমনা থেকে মুক্ত থাক। এটা তোমাদের পূর্বেকার লোকদের ধ্বংস করেছে, কারণ তা তাদের রক্তপাত ঘটাত ও নিষিদ্ধ কাজে প্ররোচনা দিয়েছে। [সহীহ মুসলিম]

যুলুমের সহযোগিতা করা

৥৩২৫৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, যে অসত্যের মাধ্যমে সত্যকে পরাজিত করার জন্য অত্যাচারীকে সাহায্য করল, সে আল্লাহ ও তার রাসূলুল্লাহ সঃ-এর দায়িত্বে নয়। যে সুদ থেকে এক দিরহাম গ্রহণ করল, তেত্রিশবার ব্যাভিচার করার সমান তার অপরাধ হবে। আর যার দেহ পরিপুষ্ট হয়েছে হারামের মাধ্যমে জাহান্নামই তার উপযুক্ত স্থান। [তাবারানীর আল-মুজামুস সগীর]

ব্যাখ্যা: উল্লিখিত হাদীসে মুনাফিকের চরিত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে মুনাফিক হককে বাতিল দ্বারা পরাজিত করার নিমিত্ত যালিমকে সাহায্য

করল সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দায়িত্বমুক্ত অর্থাৎ এরূপ মুনফিক ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বমুক্ত। তার ওপর শরীয়তের শাস্তি প্রযোজ্য হবে।

অধিকার থেকে বঞ্চিত করা

৥৩২৬৥

হযরত আলী রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা অত্যাচারীদের আর্তনাদ থেকে আত্মরক্ষা কর। কারণ, সে আল্লাহর কাছে নিজের অধিকারই প্রার্থনা করে। আর আল্লাহর নিয়ম এটাই, তিনি কারো অধিকারে বাধা প্রদান করে না।

[মিশকাতুল মাসাবীহ]

৥৩২৭৥

হযরত সাযীদ ইবনে যায়ীদ রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারো এক বিঘত পরিমাণ জমিনও যে ব্যক্তি জুলুম করে দখল করে তাকে কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত জমিনের বেড়ি পরানো হবে।

৥৩২৮৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারো পশু তার অনুমতি ব্যতীত কেউ যেন দুধ দোহন না করে। তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ কর যে, কেউ তার নিয়ামত খানার কাছে এসে তা ভেঙে তা থেকে খাবার নিয়ে যাক? শুন! তাদের মালিক পশুর পালক তাদের জীবিকা জোগাড় করে।

[সহীহ মুসলিম]

আমানতের খিয়ানত করা

৥৩২৯৥

হযরত উবাদা ইবনুস সামেত রাযীয়াতুল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, তোমরা সুই-সূতা (সামান্য জিনিস পর্যন্ত) জমা দাও। সাবধান! আত্মসাৎ করো না। কেননা আত্মসাৎ কিয়ামতের দিন লজ্জা ও অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

[সুনানে নাসায়ী ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

৥৩৩০৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লটবহর পাহারার কাজে করকরা নামে এক ব্যক্তি নিযুক্ত থাকাকালে সে মারা গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে জাহান্নামে নিপতিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম (এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য) তার বাড়ি গিয়ে দেখতে পেলেন যে, সে একটি বড় জামা চুরি করে নিয়েছিলো। [সহীহ আল-বুখারী]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসে উল্লিখিত ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে কোন এক যুদ্ধকালীন সময়ে আর করকরাহ নামক সাহাবীও একজন মুজাহিদ ছিলেন। তা

সত্ত্বেও সে গনীমতের সম্পদ অপহরণের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জাহান্নামী বলেছেন। অতএব জানা গেল যে, আমানত খেয়ানত করা এত বড় গুনাহ যে, তা জিহাদের মত মহান নেক আমলকেও ধ্বংস করে দেয়।

ঘুষ

৥৩৩১৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযীয়াতুহু আনহু-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন। [সুনানে আবু দাউদ]

৥৩৩২৥

হযরত আমর ইবনুল আস রাযীয়াতুহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ রাযীয়াতুহু আনহু-কে বলতে শুনেছি: যে জাতির মধ্যে ব্যাভিচার সাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়ে তারা অবশ্যই দূর্ভিক্ষে নিপতিত হয়। আর যে জাতির মধ্যে ঘুষের লেনদেন ব্যাপক আকার ধারণ করে তারা ভয়-ভীতি ও সন্ত্রাসের শিকার হয়। [মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল ও মিশকাতুল মাসাবীহ]

ঘুষ, বখশিশ ও উপহার উপটোকন ইত্যাদি

৥৩৩৩৥

হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী রাযীয়াতুহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, নবী করীম সালাতুহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত আদায়ের জন্য ইযদ গোত্রের ইবনে লুতবিয়া নামক এক ব্যক্তিকে কর্মচারী নিয়োগ করলে সে যাকাত আদায় করে এসে বলল, এগুলো বায়তুল মালের আর এগুলো আমার উপটোকন হিসেবে দেয়া হয়েছে। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সালাতুহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলি বর্ণনা করেন। এরপর বলেন, আমি লোকদেরকে এমন সব কাজে নিয়োগ করি যেসব কাজের দায়িত্ব আল্লাহ আমার ওপর ন্যস্ত করেছেন। এরপর তাদের কেউ ফিরে এসে বলে: ‘এ সম্পদ বায়তুল মালের আর এ সম্পদ আমি হাদিয়া স্বরূপ পেয়েছি। সে তার মাতা-পিতার ঘরে বসে থেকে দেখুক তাকে কেউ হাদিয়া দেয় কিনা। কসম সে সত্তার যাঁর কুদরতী মুষ্টিবন্ধে আমার জীবন! যে কোন ব্যক্তি এ সম্পদ থেকে কিছু নেবে, সে তা ঘাড়ে করে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে পৌঁছাবে। যদি তা উট হয় তাহলে তার মুখ থেকে উটের শব্দ বেরাবে। আর তা যদি গাভী হয় তাহলে গাভীর শব্দ বেরাবে আর যদি বকরী-ভেড়া হয় তাহলে তার মুখ দিয়ে সেরূপ শব্দ বেরাবে। এরপর তাঁর দু’হাত উপরের দিকে উঠালেন। এমনকি আমরা তাঁর দু’বগলের উজ্জ্বলতা অবলোকন করলাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি আপনার আদেশ পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি আপনার আদেশ পৌঁছে দিয়েছি?

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

॥৩৩৪॥

হযরত আবু উমামা রাযীল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারো জন্য যে ব্যক্তি কোন সুপারিশ করল আর এ জন্য সুপারিশ প্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে কোন হাদিয়া দিল, অতপরঃ সে তা গ্রহণ করল, তাহলে সে নিঃসন্দেহে সুদের দরজাসমূহের একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। [সুনানে আবু দাউদ]

সুদ ও তোহফা

॥৩৩৫॥

হযরত আনাস ইবনু মালেক রাযীল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যখন তোমাদের কাউকে ঋণ দান করে আর গ্রহীতা তাকে যদি কোন তোহফা স্বরূপ কিছু প্রদান করে অথবা তার যানবাহনে আরোহণ করতে বলে, তখন সে যেন তার তোহফা গ্রহণ না করে তার বাহনেও আরোহণ না করে। তবে তাদের মধ্যে যদি এমন লেনদেনের ব্যাপার আগে থেকে চলে এসে থাকে, তবে তা ভিন্ন কথা। [সুনানে ইবনে মাজাহ]

যুদ্ধ বিগ্রহ

॥৩৩৬॥

হযরত আবু মুসা আল-আশআরী রাযীল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ তীর নিয়ে যখন আমাদের মসজিদে ও বাজারে প্রবেশ কর, তখন সে তীরের ধারাল দিকটা যেন তার তীরদানে রাখে। কারণ তাতে কোন মুসলমানে গায়ে আঘাত লাগতে পারে। [সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ঝগড়া-বিবাদ

॥৩৩৭॥

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযীল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আরব উপদ্বীপের মুসল্লীরা তার পূজা করবে এ আশা থেকে শয়তান নিরাশ হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে শত্রুতার আগুন প্রজ্জ্বলিত করার ব্যাপারে সে নিরাশ হয়নি। [সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শয়তান আরব উপদ্বীপের মুসল্লীদের দ্বারা তার উপাসনা কারবারে নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের পরস্পরকে উত্তেজিত করে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত করা থেকে মোটেই নিরাশ হয়নি। অর্থাৎ মুসলিম জাতির দ্বারা শয়তান মূর্তিপূজা করানো থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের পরস্পরকে উত্তেজিত করে তাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি করা থেকে নিরাশ হয়নি। অতএব মুসলমানদের এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

মুসলমান হত্যা

॥৩৩৮॥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ-এর বর্ণনা: নবী করীম সাঃ বলেছেন, আল্লাহর নিকট দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া একজন মুসলমান হত্যা করা অপেক্ষা সহজ। [সুনানে তিরমিযী]

॥৩৩৯॥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, তিন প্রকারের মানুষ আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা অপছন্দনীয়:

১. হরম শরীফে কুফরী ও ফাসেকী বিস্তারকারী,
২. ইসলামে জাহেলী প্রথার প্রবর্তনকারী,
৩. কোন মুসলমানের অন্যায়ভাবে রক্তপাত ঘটানোর উদ্দেশ্যে তার পিছনে লাগা ব্যক্তি। [সহীহ আল-বুখারী]

ধোঁকা ও প্রতারণা

॥৩৪০॥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সাঃ শস্যের স্তূপের পাশ দিয়ে যাবার সময় তিনি স্তূপের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিলে তিনি আগুল ভেজা অনুভব করেন। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, হে বিক্রেতা! ব্যাপার কি? সে বলল, বৃষ্টির পানি পড়েছে। তিনি বললেন, তুমি ভিজা শস্যগুলো উপরে রাখলে না কেন যাতে লোকেরা দেখে কিনতে পারে? জেনে রেখ! যে ধোঁকাবাজি করে বা প্রতারণা করে, সে আমাদের কেউ নয়। অর্থাৎ মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। [সহীহ মুসলিম]

সম্পদ মজুদ করে রাখা

॥৩৪১॥

হযরত মা'মার রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি খাদ্য দ্রব্য মজুদ করে রাখে সে অপরাধী। [সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাঃ মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য গোদামজাতকারীকে পাপিষ্ঠ বলেছেন। অন্য এক হাদীসে অভিশপ্ত বলেছেন। ফিকাহর কিতাবে এটাকে হারাম বলা হয়েছে। অতএব ইসলামী রাষ্ট্রে এ মানবতা বিরোধী কার্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

তালবাহানা

॥৩৪২॥

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ-এর বর্ণনা: আমি মক্কা বিজয়ের

বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কাতে অবস্থানের সময় বলতে শুনেছি: আল্লাহ এবং তার রাসূল শরাব, মৃত জন্তু, শোয়র ও মূর্তির ব্যবসা হারাম করেছেন। তখন বলা হল: হে আল্লাহর রাসূল! মৃত জন্তুর চর্বির ব্যাপারে আপনার অভিमत কি? তা দিয়ে নৌকা জাহাজে প্রলেপ দেওয়া যায়, আর চামড়া নরম করা যায়, তা দিয়ে বাতি জ্বালানো যায়। তখন তিনি ﷺ জবাবে বললেন, না এ বস্তু হারাম। এরপর বললেন, ইহুদীরা নিপাত যাক! আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের চর্বি খাওয়া (তাদের ওপর) হারাম করে দেন তখন তারা তা শোধন করে বিক্রি করে তার মূল্য খেত।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

অযোগ্য যখন যোগ্যতার পরিচয় দেয়

৥৩৪৩৥

হযরত আমর ইবনে শুআইব রাঃ তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অভিজ্ঞতা ব্যতীত চিকিৎসক হয়, এ ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু ও রোগ বৃদ্ধির কারণে দায়ী হবে।

[সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে নাসায়ী]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসের মর্মানুযায়ী বুঝা যায় যে, চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী নয় এমন ব্যক্তির পক্ষে চিকিৎসা করা উচিত নয়। তার ভুলের কারণে রোগী ক্ষতিগ্রস্ত বা রোগী মারা গেলে এ আনাড়ি চিকিৎসক দায়ী হবে।

বিবেক ও বিবেচনা

৥৩৪৪৥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যেন তার কোন মুসলমান ভাই যেখানে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, সেখানে (একথা জেনেও সেখানে অন্যজন) প্রস্তাব না দেয়, যতক্ষণ না সে সেখানে বিয়ে করা বা না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: এ হাদীসের মর্মানুযায়ী জানা যায় যে, কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে, তার সাথে বিয়ে না হওয়া অথবা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত করা বা সে প্রত্যাখ্যাত না হওয়া পর্যন্ত অন্য লোকের সেখানে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া জায়েয নয়। অনুরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য।

সংকীর্ণতা

৥৩৪৫৥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, স্বচ্ছল ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে টালবাহানা করা যুলুম। কোন ঘাতক যদি

তোমাদের কাউকে স্বচ্ছল ব্যক্তিদের থেকে ঋণ আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করে
সে যেন তা মেনে নেয়।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: উল্লিখিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, স্বচ্ছল ব্যক্তি ঋণ
পরিশোধে গড়িমসি করা যুলুমের সমতুল্য। কোন ঋণ পরিশোধের নিমিত্তে
কাউকে জামিন করলে সে যেন তা পালন করে। অর্থাৎ স্বচ্ছল ব্যক্তির ঋণ
পরিশোধের গড়িমসি করা অন্যায়। আর দরিদ্র ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের নিমিত্তে
কোন ধনী ব্যক্তিকে জামিন করলে ধনী ব্যক্তির জামিন হওয়া উচিত।

॥৩৪৬॥

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ আনসারীয়া রাঃ এর বর্ণনা: তিনি
বলেন, নবী করীম ﷺ একবার আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তখন
সখীদের সাথে ছিলাম। তিনি আমাদের সালাম দিয়ে বললেন, তোমরা দাতা ও
সহানুভূতিশীলদের অকৃতজ্ঞতা ও অমর্যাদা থেকে বিরত থাক। তোমাদের
একেকজন দীর্ঘদিন বাপ-মায়ের ঘরে অবিবাহিতা অবস্থায় বসে থাক। এরপর
আল্লাহ তোমাদেরকে স্বামীর মত নিয়ামত প্রদান করে সন্তানাদি দান করেন।
স্বামী দ্বারা কখনো একটু আঘাত প্রাপ্ত হলেই সম্পূর্ণ অকৃতজ্ঞতার সাথে
তোমরা বলে থাক: আমি তোমার থেকে কখনো সুব্যবহার পাইনি।

[আল-আদাবুল মুফরদ]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীস শরীফ থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় শিক্ষা লাভ
করতে পারি। যথা—

১. অমুহরাম মহিলাদের সমাবেশে অমুহরাম পুরুষের তাদের সালাম দেয়া
জায়েয।
২. মহিলাগণ স্বভাবগতভাবে অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। স্বামীর সাথে সামান্য
একটু মনোমালিন্য হলেই বলে বসে যে, আমি তোমার পক্ষ থেকে
কখনোই সদ্যবহার পেলাম না। জীবনে স্বামীর সোহাগ, আদর, স্নেহ-
মমতা সবকিছু এক আঘাতেই ভুলে যায়। অভিভাবকদের এদিকে লক্ষ্য
রাখা উচিত।
৩. স্ত্রী শুধু স্বামীর ক্রটি খোঁজ করলে সংসার সুখের হয় না। স্ত্রী স্বামীর
গুণেরও মূল্যায়ন করতে হবে। স্বামী রাতদিন খাটুনি খাটে স্ত্রী ও সন্তান-
সম্ভতির সুখের জন্যই তো, আর বেচারা যদি কোন সময় মনের দুঃখে
কোনকিছু বলেই ফেলে, তবে স্ত্রীর তাতে ধৈর্যধারণ করা উচিত, তবেই
গড়ে উঠতে পারে সুখের সংসার।

কৃত্রিমতা

॥৩৪৭॥

হযরত আসমা রাঃ এর বর্ণনা: এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে

এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার একজন সতীন রয়েছে। স্বামী আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তার চাইতে অধিক পেয়েছি বলে সতীনের কাছে প্রকাশ করলে কি আমার গোনাহ হবে? মহিলার কথা শুনে তিনি বললেন, যে যা পায়নি তার থেকে বেশি পেয়েছি-বর্ণনাকারী মিথ্যার পোশাক পরিধানকারীর সমতুল্য। অর্থাৎ সে মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবে। [সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন সতীন স্বামীর থেকে যা পায়নি তা পেয়েছি বলে সতীন ও স্বামীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লাগিয়ে দেয়া মিথ্যা বলার সমতুল্য।

বিজাতীয় অনুকরণ

৥৩৪৮৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিআল্লাহু আনহুমা-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। [সুনানে আবু দাউদ]

ব্যাখ্যা: এই হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হবে। অনুকরণ দু'প্রকারের হতে পারে। যথা—

১. শারীরিক ছবি সুরত ও পোশাক-আশাকে বিজাতীয় রূপ ধারণ করা।
২. মুসলিম সমাজে বিজাতীয় আচার-আচরণ ও বিজাতীয় খারাপ রীতি-নীতি প্রচলন করা।

ব্যক্তিপূজা

৥৩৪৯৥

হযরত আবু হাইয়াজ আসাদী রাযিআল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহু আমাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি কাজে পাঠাচ্ছি, যে কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন। যেখানেই মূর্তি দেখবে তা ধ্বংস করে দেবে এবং যেখানেই কোন উঁচু কবর দেখবে তা মাটির সাথে সমান করে দেবে। [সহীহ মুসলিম]

জাঁকজমক

৥৩৫০৥

হযরত কুদামা রাযিআল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: আমি কুরবানীর দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সাদা একটি উটে আরোহণ করে জামরায় পাথর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। সেখানে কোন জাঁক-জমক ছিল না। ছিল না কোন পথ ছাড়, পথ ছাড় এর ধ্বনি। [মিশকাতুল মাসাবীহ]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসে বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিনায় জামারায় পাথর মারার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। জাগতিক রাজা-বাদশাহ ও রাষ্ট্রপ্রধানের উপস্থিতিতে শান-শওকত ও জাঁক-জমকের অন্ত থাকে না। বিভিন্ন গার্ড বাহিনীর বেষ্টিত অবস্থায় জনসাধারণের রাষ্ট্র প্রধানের ধারে কাছে পৌঁছারও কোন সুযোগ থাকে না। কিন্তু এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থা ছিল একেবারে জাঁক-জাঁমকমশূণ্য একজন সাধারণ হজ পালনকারীর ন্যায়। এ ঘটনা থেকে মুসলমান নেতাদের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত।

জাহেলী ধ্যান-ধারণা

৥৩৫১৥

হযরত আবু মাসউদ আনসারী রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের নিচে রেখে ইমামকে উপরে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। [দারাকুতনী]

কিয়ামতের আলামত

৥৩৫২৥

হযরত আবদুল্লাহ রাঃ নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ১. বিশেষ ব্যক্তিদের কেবল সালাম প্রদান করা হবে। ২. ব্যবসা-বাণিজ্যের এত বেশি প্রসার হবে যে, স্বামীর ব্যবসায় স্ত্রী সাহায্য করবে। ৩. নিকটাত্মীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। ৪. শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি সাধিত হবে। ৫. মিথ্যাসাক্ষ্য প্রকাশ পাবে এবং সত্য সাক্ষ্য গোপন করা হবে। [আল-আদাবুল মুফরদ]

নিকৃষ্টতার পরিচয়

৥৩৫৩৥

হযরত আয়েশা রাঃ-এর বর্ণনা: নবী করীম ﷺ বলেছেন, সর্বাপেক্ষা অপরাধী হচ্ছে,

১. যে কবি, সাহিত্যিক অর্থের বিনিময়ে কোন সম্প্রদায় ও জাতিকে দোষারূপ বা নিন্দাবাদ করে।
২. যে সন্তান তার পিতাকে অস্বীকার করে। [আল-আদাবুল মুফরদ]

সামাজিকতার ক্ষেত্রে শ্রেণীভেদ

৥৩৫৪৥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিকৃষ্টতম অলীমা হল সেটা যেখানে গরীবদের বাদ দিয়ে গুণু

ধনীদেব দাওয়াত করা হয়। আর যে ব্যক্তি (কোন সংগত কারণ ছাড়াই) কারো দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে সে আল্লাহ তার রাসূলের নাফরমানীই করল।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে সতর্কতা

৥৩৫৫৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযীয়াতুল্লাহু আনহুমা-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন অমুহরাম নারীর সাথে কোন পুরুষ যেন একাকী না থাকে এবং কোন মুহরাম পুরুষ সাথে থাকা ব্যতীত কোন নারী ঘর থেকে যেন বের না হয়। (এ কথা শুনে) এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল! অমুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে আর এদিকে আমার স্ত্রী হজে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। (এ অবস্থায় কোন কাজে আমি অংশ নেব?) তিনি বললেন, যাও, তোমার স্ত্রীর সাথে তুমি গিয়ে হজ পালন কর।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: এ হাদীসের মর্মানুযায়ী বোঝা যায় যে, অশ্লীলতার পথ রুদ্ধ করা জিহাদে অংশ গ্রহণ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

৥৩৫৬৥

হযরত উমাইয়া বিনতে রুকাইয়া রাযীয়াতুল্লাহু আনহা-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, মহিলাদের এক সমাবেশে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করি। তখন তিনি আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদের থেকে আমি যে সব বিষয়ে বাইআত গ্রহণ করছি, যা তোমরা করতে পারবে এবং যা করতে তোমরা সক্ষম। তখন আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই আমাদের নিজেদের অপেক্ষা আমাদের প্রতি অধিক অনুগ্রহশীল। আরো বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের বায়আত গ্রহণ করুন। অর্থাৎ আমাদের সাথে মুসাফাহা করুন। তিনি বললেন, আমার একশ মহিলা থেকে মৌখিক বাইয়াত গ্রহণ করা একজন মহিলা থেকে মৌখিক বাইয়াত গ্রহণ করারই মতো।

[মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল]

ব্যাখ্যা: উল্লিখিত হাদীসের মর্মানুযায়ী বোঝা যায় যে, ধর্মীয় কারণে বা কোন পার্থক্য কারণে কোন বেগানা পুরুষের কোন বেগানা মহিলার হস্ত স্পর্শ করা জায়েয নয়। বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের পিতৃত্ব্য বরণ আরো অধিক সম্মানযোগ্য তবুও তিনি কোন মহিলার হস্ত স্পর্শ করে বাইয়াত করেননি।

৥৩৫৭৥

হযরত উম্মে সালামা রাযীয়াতুল্লাহু আনহা-এর বর্ণনা: একদিন তিনি এবং হযরত মায়মুনা রাযীয়াতুল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত থাকা অবস্থায় আবদুল্লাহ

ইবনে উম্মে মাকতুম সেখানে উপস্থিত হলে তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তার থেকে তোমরা পর্দা কর। আমি বললাম, সেতো অন্ধ, আমাদের দেখতে পায় না। তখন তিনি বললেন, তোমরা দু'জনও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখছ না? [সুনানে তিরমিযী]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসের মর্ম অনুযায়ী মহিলাগণকে অন্ধ পুরুষ থেকেও পর্দা করতে হবে। কারণ, পুরুষগণ শুধু মহিলাকে দেখলেই পর্দা ভঙ্গ হবে তা নয় বরং মহিলাগণ পুরুষদের দেখলেও পর্দা ভঙ্গ হবে। বর্ণিত হাদীসে নবীর স্ত্রীগণ উম্মতের আপন মাতৃসমতুল্য মুহাররম তবুও নবী করীম ﷺ তাদের পর্দা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

১৩৫৮

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একজন পুরুষ কোন নারীর কাছে নির্জনে একত্রিত হলে তাদের তৃতীয়জন হয় শয়তান। [সুনানে তিরমিযী]

১৩৫৯

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট পর্যায়ের লোকদের মধ্যে সে ব্যক্তিও একজন। যে তার স্ত্রীর কাছে গমন করে এবং স্ত্রীও তার কাছে আগমন করে আর সে স্ত্রীর গোপন বিষয়গুলো অন্য লোকদের কাছে প্রকাশ করে দেয়। [সহীহ মুসলিম]

১৩৬০

হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোন নারীর প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার নির্দেশ প্রদান করেন। [সহীহ মুসলিম]

১৩৬১

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুরুষদের সুগন্ধি পরিবেশ মোহিত ও সুরভিত করবে এবং তার রং থাকবে উহ্য। আর নারীর খুশবুর রং প্রকাশিত হবে এবং সৌরভ থাকবে উহ্য। [সুনানে তিরমিযী]

অশ্লীলতার পরিণতি

১৩৬২

হযরত আলী রাঃ-এর বর্ণনা: যে অশ্লীলতা ও লজ্জাহীনতার কথা বলে এবং যে তা প্রচার করে উভয়েই সমান গোনাহগার হবে। [আল-আদাবুল মুফরদ]

॥৩৬৩॥

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রকৃতির (ধর্ম ইসলামের) ওপর প্রতিটি শিশুই জন্মলাভ করে। এরপর তার পিতা-মাতা একে ইহুদী-খ্রিস্টান অথবা অগ্নি-উপাসকে পরিণত করে। যেমন হাতি চতুষ্পদ জন্তু নিখুঁত চতুষ্পদ জন্ম দেয়। তোমরা তাতে কোন প্রকার খুঁত বা ত্রুটি দেখতে পাও? এরপর বললেন, আল্লাহর প্রকৃতি যে প্রকৃতির ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। কোন প্রকার পরিবর্তন সাধিত হয় না। আল্লাহর সৃষ্টিতে এটাই হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় দীন।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: প্রত্যেক সন্তানই প্রকৃতির ধর্ম ইসলামের ওপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর পিতা-মাতা ও পরিবেশ তাকে ইহুদী-খ্রিস্টান এবং কাফির বানায়।

নেতৃত্বের লোভ-লালসা

॥৩৬৪॥

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা অচিরেই নেতৃত্ব ও ক্ষমতার জন্য লোভি হয়ে পড়বে আর অচিরেই তোমরা কিয়ামতের দিন লজ্জিত হবে। অতএব কতই না সে নারী উত্তম যে দুধপান করায় আর কতই না সে নারী নিকৃষ্ট যে দুধ ছাড়ায়। [সহীহ আল-বুখারী]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসে বর্তমান যুগের কথাই বলা হয়েছে। বর্তমানে মানুষ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য পাগলপারা হয়ে যায়। অথচ এ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বই তাদের জন্য কিয়ামতের দিন লজ্জার কারণ হবে।

অপরাধীর জন্য সুপারিশ

॥৩৬৫॥

হযরত আয়েশা রাযীয়াতু'ল্লাহু আনহা-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, বনী মাখযুমের এক মহিলা চুরি করায় তার হাত কাটা যাবে। এ আশংকায় কুরাইশ বংশের লোকেরা চিন্তিত হয়ে তারা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সুপারিশের পরামর্শ করে, তারা বলল: রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উসামা ইবনে যাইদ ব্যতীত সুপারিশের জন্য আর কে যেতে পারবে? কেননা সে রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু ওয়াসাল্লাম-এর খুবই প্রিয়। সুতরাং উসামা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কথা বললে, রাসূলুল্লাহ সালাতু'ল্লাহু ওয়াসাল্লাম-এর মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। তিনি বললেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগের ব্যাপারে সুপারিশ করছ? তারপর তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, এ জন্য তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের কোন ভদ্র লোক চুরি করলে তাদের ছেড়ে

দেয়া হতো। আর দুর্বলরা চুরি করলে তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করা হতো। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করত, তাহলে আমি তার হাত অবশ্যই কেটে দিতাম।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

চুক্তির ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়

৷৩৬৬৷

হযরত সাফওয়ান ইবনে সুলাইম সাহাবায়ে কেরামের সন্তানদের কাছ থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন, তারা তাদের পিতাদের সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শোন! যে ব্যক্তি চুক্তি করতে গিয়ে (অপর পক্ষের প্রতি) যুলুম করল, কিংবা অপর পক্ষকে ঠকাল, অথবা তার ওপর সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপাল এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও অধিকার থেকে কিছু গ্রহণ করল, এসব ক্ষেত্রে আমি এই ময়লুম ব্যক্তির পক্ষে কিয়ামতের দিন বাদী হব।

[সুনানে আবু দাউদ]

৷৩৬৭৷

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ-এর বর্ণনা: খিয়ানত যে সমাজে প্রকাশ পায় সে সমাজে লোকদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা শত্রু ভয় প্রবেশ করিয়ে দেন। যেনা ব্যভিচার যে সমাজে প্রকাশ পায় সে সমাজে মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। যে জাতি ওজন ও পরিমাপে কম দেয় তারা বঞ্চিত হয় রিয়কের বরকত থেকে। হক বিচারের ফায়সালা যে সমাজে হয় না সে সমাজে বৃদ্ধিপায় রক্তপাত। আর যারা চুক্তি ভঙ্গ করে, আল্লাহ তাদের ওপর শত্রুকে বিজয়ী করেন।

দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা

৷৩৬৮৷

হযরত সাওবান রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, খাবার গ্রহণকারীরা যেমন একে অপরকে খাবার আসনের প্রতি আহ্বান করে, তেমনি শত্রু সম্প্রদায়ও অচিরেই তোমাদের খাবার লোকমার মত তুচ্ছ জ্ঞান করে তোমাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়বে। এক কথা শুনে এক ব্যক্তি বলল: আমরা সংখ্যায় কম হবার কারণেই কি এমনটি হবে? তিনি বললেন, না, বরঞ্চ তোমরা তখন সংখ্যায় অনেক বেশি হবে। তখন তোমাদের অবস্থা হবে প্লাবনের খড়-কুটার মত। শত্রুরা তোমাদের দেখে মোটেই ভীত হবে না। আর তখন তোমাদের অন্তরে ওয়াহানের রোগ প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে। এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল, ওয়াহান কি? তিনি বললেন, দুনিয়া প্রেম এবং মৃত্যু বিতৃষ্ণা।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা সুসংগঠিত জীবন

৷৩৬৯৷

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তিনজন একত্রে সফরে বের হবে তখন তারা তাদেরই একজনকে অবশ্যই নেতা বানিয়ে নেবে। [সুনানে আবু দাউদ]

ব্যাখ্যা: এ হাদীসের মর্মানুযায়ী বোঝা যায় যে, মুসলমানের সামাজিক জীবন হতে হবে সুসংগঠিত ও সংঘবদ্ধ। অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন জংগলে তিনজন লোক বাস করলেও তাদের একজনকে আমীর বা নেতা বানিয়ে নেবে। এর দ্বারা বোঝা যায় জামাআতী যিন্দীগীর গুরুত্ব অপরিসীম।

দলীয় জীবনের অপরিহার্যতা

৷৩৭০৷

হযরত আবু দারদা রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন জংগলে বা জনবসতিতে তিনজন লোকও যদি একত্রে বাস করে অথচ সেখানে যদি নামাযের জামাআত কয়েম না করা হয়, তবে শয়তান তাদের ওপর অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করবে। অতএব তোমাদের দলবদ্ধ হয়ে থাকাই উচিত। কেননা পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগলকেই বাঘে খায়। [সুনানে আবু দাউদ]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার ও জামাতী যিন্দেগীর ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। অন্য এক হাদীসে তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আল-জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে মুরতাদ হওয়ার সমতুল্য বলা হয়েছে।

৷৩৭১৷

হযরত আবু হুরায়রা রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক আমিরের নেতৃত্বে তোমাদের ওপর জিহাদ ওয়াজিব, সে সৎ বা অসৎ যাই হোক না কেন! এমনকি সে কবীরা গুনাহ করলেও। প্রত্যেক মুসলমানের পিছনে নামায আদায় করা তোমাদের জন্য ওয়াজিব, চাই সে সৎই হোক বা অসৎই হোক। এমনকি সে কবীরা গুনাহকারী হলেও। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জানাযা পড়া ওয়াজিব, সে সৎ বা অসৎ যাই হোক না কেন। এমনকি সে কবীরা গুনাহ করে থাকলেও। [সুনানে আবু দাউদ]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীস থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় শিক্ষা লাভ করতে পারি। যথা—

১. মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত আমীর বা নেতা নৈতিক দিক থেকে যতই অধঃপতিত হোক না কেন, প্রত্যেক নেক কাজে তার আনুগত্য করতে হবে।
২. মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত ইমাম বা নেতা ফাসিক-ফাজির যাই হোক তার পিছনে নামায আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম নির্বাচনের সুযোগ আসলে তাকওয়ার ভিত্তিতে উত্তম ব্যক্তিকেই ইমাম নিযুক্ত করতে হবে। যেমন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘তোমাদের উত্তম ব্যক্তিকেই ইমাম নিযুক্ত কর।’
৩. মৃত মুসলমান ব্যক্তি ফাসিক-ফাজির যাই হোক তার জানাযা দিতে হবে। তবে জীবিতদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পরহেযগার আলেমদের এ জাতীয় লোকের জানাযা থেকে বিরত থাকা উচিত। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঋণ পরিশোধ করে যাননি এমন মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে বলতেন, ‘তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়।’
৪. বর্ণিত হাদীসে মুসলিম সমাজে ভাঙ্গন ও বিচ্ছিন্নতার নীতিকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তবে যে দল ও সরকার ইসলামী আদর্শ বিরোধী কেবল সে দলকেই প্রত্যাখ্যান করা যায়।

নিয়মানুবর্তিতা

৥৩৭২৥

হযরত বশীর ইবনে খাসাসীয়া رضي الله عنه-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, যাকাত বিভাগের নিযুক্ত কর্মচারীরা আমাদের প্রতি যাকাত আদায়ে বাড়াবাড়ি করে। এ ক্ষেত্রে তারা যে পরিমাণ বাড়াবাড়ি করে তাদের থেকে আমরা কি সে পরিমাণ সম্পদ গোপণ রাখব? তিনি বললেন, ‘না’।

[সুনানে আবু দাউদ]

ব্যাখ্যা: উল্লিখিত হাদীসে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্যের গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের কোন কর্মচারী দায়িত্ব পালনে সীমা লঙ্ঘন করলেও তার বিরুদ্ধে কোন ভ্রান্ত পদক্ষেপ নেয়া যাবে না। এক্ষেত্রে সরকার যালিম কর্মচারীর শাস্তি প্রদান করবেন আর নাগরিকরা রাষ্ট্রীয় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন।

আনুগত্যের সীমারেখা

৥৩৭৩৥

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنه-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলমানের ওপর তার পছন্দ-অপছন্দ সর্ব বিষয়ে (আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব। যতক্ষণ না সে গুনাহের আদেশ প্রদান

করে। কিন্তু সে যদি কোন নাফরমানী ও গুনাহ সম্পর্কীয় কাজের আদেশ প্রদান করে তাহলে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

চুক্তি সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ

৷৩৭৪৷

হযরত ওমর ইবনে আওফ আল-মুযানী রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে চুক্তি ও অঙ্গীকার করা জায়েয। কিন্তু এমন চুক্তি ও অঙ্গীকার করা যাবে না যা হালালকে হারামে পরিণত করে এবং হারামকে করে হালাল। মুসলমানরা তাদের চুক্তির শর্তাবলি পালন করবে। কিন্তু এমন কোন শর্ত গ্রহণ করা যাবে না যা হারামকে হালাল করে আর হালালকে হারাম করে।

[সুনানে তিরমিযী]

নেতার করণীয়

৷৩৭৫৷

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন বিষয়ে দায়িত্বশীল হল। কিন্তু এরপর তাদের খিদমত ও কল্যাণের জন্য চেষ্টা ও তদবীর করে থাকে তাহলে আল্লাহ তাকে উপড় করে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবেন।

[আবারানীর মু'জামুস সগীর]

৷৩৭৬৷

হযরত আয়েশা রাযীয়াতুল্লাহু আনহা-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করে, অতঃপর সে তাদের ওপর কঠোরতা অবলম্বন করেছে। তার ওপর আপনি কঠোর হন। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাদের প্রতি নম্র ব্যবহার করে, আপনি তার প্রতি নম্র ব্যবহার করুন।

[সহীহ মুসলিম]

৷৩৭৭৷

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযীয়াতুল্লাহু আনহুমা-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে কেউ যদি মুসলমানদের কোন প্রকার দায়িত্ব নিয়ে ঠিক সেভাবে তাদের হেফাযত না করে যেমন ভাবে সে নিজের ও নিজ পরিবারের হিফাযত করে থাকে, তাহলে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।

[আবারানীর মু'জামুস সগীর]

৷৩৭৮৷

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযীয়াতুল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানদের কোন সমষ্টিক বিষয়ের দায়িত্বশীল হয়ে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

[তাবারানীর মু'জামুস সগীর]

ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব

৷৩৭৯৷

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ এর বর্ণনা: তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সঃ এর নীতি ছিল- যখন কোন ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তিকে জানাযার জন্য উপস্থিত করা হত, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন: এ ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধের জন্য কি কোন সম্পদ রেখে গেছে? অতঃপর যদি বলা হত যে, সে ঋণ পরিশোধের সম্পদ রেখে গেছে- তখন তিনি তার জানাযা পড়তেন। অন্যথায় তিনি মুসলমানদের নির্দেশ দিয়ে বলতেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়। এরপর আল্লাহ যখন তাকে অনেকগুলো দেশ বিজয়ের অধিকারী করলেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, আমি মুমিনদের প্রতি তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিকতর দায়িত্বশীল। অতএব মুমিনদের কেউ যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার। আর যদি কেউ ধন-সম্পদ রেখে যায়, তাহলে তা হবে তার ওয়ারিশদের।

[সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসের মর্মানুযায়ী বুঝা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে দায়িত্বশীল। নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজন ৫টি। যথা- ১. অন্ন, ২. বস্ত্র, ৩. বাসস্থান, ৪. শিক্ষা ও ৫. চিকিৎসা।

ইমামের গুণাবলি

৷৩৮০৷

হযরত আবু মাসউদ রাঃ এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি জনগণের ইমাম নিযুক্ত হবে অবশ্যই তাকে আল্লাহর কিতাব সর্বাধিক সুন্দর পাঠ করতে হবে। অতঃপর কুরআন পাঠে সকলে সম-অধিকারী হলে, অতঃপর যে সুন্নাত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী। অতঃপর সুন্নাত সম্পর্কে সবাই যদি সমান হয়, তাহলে যে হিজরতের দিক থেকে অগ্রবর্তী। অতঃপর হিজরতেও যদি সকলেই সমান হয়, তাহলে ইমাম হবে বয়সানুপাতে যে বয়সে সকলের বড়। কোন ব্যক্তি যেন অপর কারো প্রভাব প্রতিপত্তির স্থানে ইমামতি না করে এবং অপরের ঘরে তার অনুমতি ব্যতীত যেন তার গদীর ওপর না বসে।

[সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসে সালাতের ইমাম নিযুক্তির সময় চারটি গুণের প্রাধান্য দেয়া সম্পর্কে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান নিযুক্তির সময়ও

এ ৪টি গুণের প্রধান্য দেয়া উচিত। অতঃপর বলা হয়েছে, নিযুক্ত ইমামের বিনা অনুমতিতে তার স্থানে ইমামতি করা অনুচিত। কারো নির্দিষ্ট বসার স্থানে অন্যের সেখানে তার বিনা-অনুমতিতে বসা অনুচিত।

৷৩৮১৷

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযীল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন প্রকারের লোক রয়েছে। যাদের নামায তাদের মাথার এক বিঘত ওপরও উঠে না।

১. এমন ব্যক্তি যে লোকদের ইমাম বা নেতা হয়েছে, কিন্তু লোকেরা তাকে পছন্দ করে না,
২. স্বামীর অসম্ভৃষ্টি নিয়ে যে নারী রাত যাপন করে,
৩. পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী দু'মুসলমান ভাই। [সুনানে ইবনে মাজাহ]

ব্যাখ্যা: উল্লিখিত হাদীসের মর্মানুযায়ী দেখা যায় যে, ইসলামে ইমামের গুরুত্ব অনেক। যে ইমানের প্রতি মুসল্লীগণ সম্ভৃষ্ট নয় তার ইমামতি না করাই উচিত।

পদলোভীর পরিণতি

৷৩৮২৷

হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ রাযীল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি শাসকের পদের জন্য প্রার্থী হয়োনা। কারণ যদি তুমি প্রার্থী হয়ে তা লাভ কর, তাহলে তুমি সে পদের প্রতি সমর্পিত হবে। আর না চাওয়ার পরও যদি নেতৃত্ব তোমার কাছে আসে, তাহলে তুমি সে দায়িত্ব পালনে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। [সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: ইসলামের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব লাভের দায়িত্ব এত গুরুতর যে, কোন মুমিন মুত্তাকী ব্যক্তি এ পদ লাভের জন্য আকাজক্ষী ও প্রার্থী হতে পারে না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ রাযীল্লাহু আনহু-কে নেতৃত্বের পদ লাভের জন্য প্রার্থী হতে নিষেধ করেছেন।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন বিষয়ে দায়িত্বশীল পদ লাভের পর সে নিজের ব্যাপারে যতটুকু চেষ্টা তদবীর করে মুসলমানদের ব্যাপারে ততটুকু চেষ্টা-তদবীর করল না তাকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন উপড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

৷৩৮৩৷

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযীল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বিচারকের পদ প্রার্থী হয়ে লাভ করে, তবে তাকে তার

নফসের নিকট সোপর্দ করা হয়। আর যাকে এ পদ গ্রহণে বাধ্য করা হয়, তাকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য আল্লাহ ফিরিশতা নায়িল করেন।

[সুনানে তিরমিযী ও সুনানে ইবনে মাজাহ]

পদপ্রার্থীর যোগ্যতা

॥৩৮৪॥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিচারকের পদপ্রার্থী হয়ে এ পদ লাভের পর তার ন্যায় বিচার যুলুমের ওপর জয়ী হয় সে জান্নাতী হবে। আর যদি ন্যায় বিচারের ওপর যুলুম বিজয়ী হয় তবে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত।

[সুনানে আবু দাউদ]

ব্যাখ্যা: সাধারণ কোন মুসলমানের পক্ষে মুসলমানদের কোন দায়িত্বশীল পদলাভের জন্য প্রার্থী হওয়া বৈধ নয়। কিন্তু মুসলমানের সঙ্কটকালে কোন মুসলমান যদি মনে করে যে, সে এ দায়িত্ব গ্রহণ করলে, মুসলমানদের সঙ্কট থেকে উদ্ধার করতে পারবেন, তবে তার পক্ষে প্রার্থী হওয়া জায়েয। যেমন হযরত ইউসুফ রাঃ মিসরের খাদ্য ও অর্থ মন্ত্রীর পদের জন্য প্রার্থী হয়েছিলেন। আর পদ লাভের পর মিসরবাসীদেরকে খাদ্য সঙ্কট থেকে উদ্ধার করতে পেরেছিলেন।

॥৩৮৫॥

হযরত ইউনুস ইবনে আবু ইসহাক তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, তোমরা যেমন হবে, তোমাদের ওপর সেরকম নেতা ও শাসকই চেপে বসবে।

[মিশকাতুল মাসাবীহ]

ব্যাখ্যা: সাধারণত: নেতা ও শাসকরা সমাজেরই লোক হয়ে থাকে। অতএব দুশ্চরিত্র ও নৈতিকতা বিবর্জিত সমাজের নেতা ও শাসকরা চরিত্রবান হতে পারে না।

পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত

॥৩৮৬॥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, তোমাদের নেতা ও শাসকরা যখন উত্তম লোক হবে; তোমাদের স্বচ্ছল ও ধনী লোকেরা যখন দানশীল হবে এবং তোমাদের সামগ্রিক কাজকর্ম যখন পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সুসম্পন্ন হবে, নিশ্চয় তখন তোমাদের জন্য পৃথিবীর উপরিভাগ নিম্নভাগ অপেক্ষা উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের শাসকেরা হবে দুষ্ট ও অসৎ চরিত্রের; ধনীরা হবে কৃপণ এবং তোমাদের

সামগ্রিক ক্রিয়া-কর্মের দায়িত্ব নারীদের হাতে সোপর্দ করা হবে, তখন জমিনের নিম্নভাগ তোমাদের জন্য উপরিভাগ অপেক্ষা উত্তম হবে।

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন রাষ্ট্র কল্যাণ রাষ্ট্র হবার জন্য তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন এবং অকল্যাণকর রাষ্ট্র হবার জন্যও তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করেছেন।

কল্যাণ রাষ্ট্রের তিনটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,

১. শাসকবর্গ সমাজের উত্তম ব্যক্তি হওয়া।
২. ধনীগণ দানশীল হওয়া।
৩. রাষ্ট্রের সামাজিক কাজকর্ম পরামর্শভিত্তিক হওয়া।

অকল্যাণ রাষ্ট্রের তিনটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,

১. শাসকবর্গ সমাজের দুষ্ট প্রকৃতির লোক হওয়া।
২. ধনীগণ কৃপন হওয়া।
৩. নারীদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা।

উপসংহারে এ হাদীসের মর্মানুযায়ী এটাও বুঝা যায় যে, যে সমাজে পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় না, সে সমাজে নারী নেতৃত্ব চেপে বসে।

বিচারকের গুণাবলি

৥৩৮৭৥

হযরত বুরাইদা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিচারক তিন প্রকারের, এর মধ্যে একপ্রকার মাত্র জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর দুই প্রকার যাবে জাহান্নামে। যে বিচারক জান্নাতে যাবে সে হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে সত্যকে জানতে পেরেছে এবং তদানুযায়ী বিচার ফায়সালা করেছে। যে ব্যক্তি সত্যকে জেনেও অবিচার ও অত্যাচার করেছে, সে জাহান্নামী হবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতাসহ জনগণের বিচার করেছে সে ব্যক্তিও জাহান্নামী হবে।

[সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত তিন প্রকার বিচারকের মধ্যে মাত্র এক প্রকারের বিচারকই ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারক হিসেবে বরিত হতে পারেন। তারা হলেন, ইসলামী আইনে পারদর্শী ও ন্যায়বিচারক।

৥৩৮৮৥

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যাকে লোকদের বিচারক নিয়োগ করা হয়েছে, তাকে ছুরি ছাড়াই যবেহ করা হয়েছে।

[সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ]

ব্যাখ্যা: উল্লিখিত হাদীসে যাকে বিচারক নিয়োগ করা হয়েছে তাকে বিনা ছুরিতেই যবেহ করা হয়েছে বলা হয়েছে। কারণ বিচারক অন্যায় বিচার করলে, কিয়ামতের দিন লাঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর ন্যায় বিচার করলে, প্রভাবশালী দুষ্ট লোকদের শত্রুতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে।

আইনের দৃষ্টিভঙ্গি

॥৩৮৯॥

হযরত উবাদা ইবনে সামেত রাযীল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আত্মীয় এবং অনাত্মীয় সকলের ওপরই সমানভাবে আল্লাহর বিধান প্রয়োগ কর। আর আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে যেন কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কার তোমাদের বাধা দিতে না পারে। [সুনানে ইবনে মাজাহ]

॥৩৯০॥

হযরত উম্মে সালামা রাযীল্লাহু আনহা-এর বর্ণনা: একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে তিনি তাঁর পরিচারিকাকে ডাকলে, সে আসতে বিলম্ব করল। এতে রাগে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করল, উম্মে সালামাহ উঠে এসে পর্দার কাছে এসে দাঁড়ালেন, দেখতে পেলেন পরিচারিকাটি খেলায় নিমগ্ন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওকে বলেন, কিয়ামতের দিন যদি কেসাসের আশঙ্কা না থাকত তবে এ মিসওয়াক দ্বারাই তোমাকে পেটাতাম। [আল-আদাবুল মুফরদ]

॥৩৯১॥

হযরত আয়েশা রাযীল্লাহু আনহা-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মর্যাদাবানদের ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবে। সাবধান! আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি লঙ্ঘন করা যাবে না। [সুনানে আবু দাউদ]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসে মর্যাদা বলতে ইসলামী সমাজে দীনী ইলম, তাকওয়া ও দীনী খেদমতের কারণে যে মর্যাদা লাভ হয়েছে তাকে বুঝানো হয়েছে। এ ধরনের মর্যাদাবান ব্যক্তির সাধারণ ভুল-ক্রটি ক্ষমাযোগ্য। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতেব ইবনে আবি বালতাআর ভুল ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। মক্কার কাফিররা হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা আক্রমণের যে পরিকল্পনা করেন। তিনি তা জানিয়ে মক্কায় পত্র লেখেন, সে পত্র ধরা পড়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দীনী খেদমত তথা জিহাদে অংশ গ্রহণ ও হিজরতের ত্যাগ তিতিক্ষার কারণে তাঁর এ ক্রটি ক্ষমা করে দেন। কিন্তু আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি কোন প্রকারেই ক্ষমাযোগ্য নয়।

বিচারের নিয়ম-নীতি

৷৩৯২৷

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ নির্দেশ প্রদান করেছেন: বাদী ও বিবাদী উভয়কেই বিচারকের সামনে বসতে হবে।

[মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল ও সুনানে আবু দাউদ]

ব্যাখ্যা: ইসলামী আইনে বাদী-বিবাদী উভয়কে বিচারকের সামনে হাজির থাকতেই হবে।

৷৩৯৩৷

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ-এর বর্ণনা। নবী করীম সঃ বলেছেন, যদি লোকদের দাবি অনুযায়ী ফয়সালা করা হয়, তাহলে প্রতিটি মানুষের জীবন ও সম্পদের দাবিদার পাওয়া যাবে (এবং এমন কেউ থাকবে না যার জীবন ও সম্পদ নিরাপদ থাকবে)। সে জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির হলফ করার অধিকার থাকবে।

[সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: অন্য এক হাদীসে আছে, ‘বাদী সাক্ষী প্রমাণ পেশ করবে, বাদী সাক্ষী পেশ করতে ব্যর্থ হলে, বিবাদী হলফ করে নিষ্কৃতি লাভ করবে।

৷৩৯৪৷

হযরত আয়েশা রাঃ-এর বর্ণনা। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, শরয়ী দণ্ড কার্যকর করার ব্যাপারে মুসলমানদের থেকে যতটা সম্ভব রেহাই দেওয়ার পথ তালাশ করবে। যদি রেহাইর কোন পথ পেয়ে যাও, তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তির পথ পরিষ্কার করে দাও। কারণ আমীরের পক্ষে ভুলবশতঃ বেকসুর ব্যক্তিকে দণ্ড দেয়া অপেক্ষা ভুলবশত অপরাধীর দণ্ড মওকুফ করাই উত্তম।

[সুনানে তিরমিযী]

ইসলামে যুদ্ধনীতি

৷৩৯৫৷

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাঃ-এর বর্ণনা: রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, (শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে) আল্লাহর নাম নিয়ে, তাঁর সাহায্যের ওপর ভরসা করে এবং আল্লাহর রাসূলের মিল্লাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বের হয়ে পড়। অক্ষম বৃদ্ধ, ছোট শিশু ও নারীদের হত্যা করবে না। গনীমতের সম্পদ এক জায়গায় একত্রিত করবে। সততা ও সহানুভূতির পথই অবলম্বন করবে। কারণ আল্লাহ সহানুভূতিশীলদের ভালোবাসেন।

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসে ইসলামী সামরিক অভিযানের নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। যারা তোমাদের যুদ্ধে রত হবে, তোমরা শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধে রত হবে। যুদ্ধে রত নয় এমন বৃদ্ধ, শিশু ও নারীদের হত্যা করবে না।

ইসলামের আন্তর্জাতিক নীতি

৷৩৯৬৷

হযরত সুলাইম ইবনে আমের রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, হযরত মুআবিয়া রাঃ ও রোম সম্রাটের মধ্যে যুদ্ধ না করার চুক্তি হয়েছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ না হতেই হযরত মুআবিয়া রাঃ তাঁর বাহিনীসহ রোম সীমান্তের দিকে অগ্রসর হল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল চুক্তির মেয়াদ শেষ হলেই তিনি তাদের আক্রমণ করবেন। পশ্চিমধ্যে এক ঘোড়সওয়ার তার নিকট আসলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ আকবর, আল্লাহ্ আকবর, চুক্তি রক্ষা করো, চুক্তি ভঙ্গ করো না। তাঁর দিকে তাকাতেই হযরত মুআবিয়া রাঃ দেখেন, তিনি হযরত আমর ইবনে আবাসা রাঃ। হযরত মুআবিয়া রাঃ বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে বলতে শুনেছি, যার সাথে কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি হয়, তার পক্ষে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে তাতে কোন পরিবর্তন করা বৈধ নয়। তার পক্ষে এটাও বৈধ নয় যে, সে চুক্তি শত্রুর মুখে নিক্ষেপ করবে। এ হাদীস শুনে হযরত মুআবিয়া রাঃ তাঁর বাহিনী নিয়ে ফিরে এলেন।

ব্যাখ্যা: এ হাদীস থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় শিক্ষা লাভ করতে পারি। যথা—

১. কোন মুসলিম রাষ্ট্র কোন শত্রু পক্ষের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হলে, চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথে তাদেরকে প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করা নাজায়েয।
২. আল্লাহ ও রাসূলের বাণীর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের আনুগত্যের নমুনা: হযরত মুআবিয়া রাঃ রাসূলুল্লাহ সঃ-এর বিশুদ্ধ বাণী তার অরদ্ধ বাণীর বিপরীত শুনা মাত্র সৈন্য ফিরে আসলেন।
৩. সাহাবায়ে কেরামের সত্য ভাষণের উত্তম নিদর্শন: হযরত আমীর মুআবিয়ার মত প্রতাপশালী শাসকের দোদাঁড় পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সাহাবী হযরত আমর ইবনে আবাসা রাঃ রাসূলুল্লাহ সঃ-এর বাণী পৌঁছে দিতে মোটেই দ্বিধাবোধ করেননি।
৪. হযরত আমর ইবনে আবাসা রাঃ-এর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা মুসলমানদের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

ধর্ম ও রাজনীতি

৷৩৯৭৷

হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাঃ-এর বর্ণনা: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, দান উপটোকন গ্রহণ করতে পারবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা দান-
আল্লাহ্ আকবর

উপটৌকন থাকে। কিন্তু তা যদি দীনের বিধানে ঘুষের পর্যায়ে পৌঁছে, তাহলে তা গ্রহণ করা যাবে না। সম্ভবত তোমরা তা পরিত্যাগ করতে পারবে না। দরিদ্র ও প্রয়োজন তা গ্রহণ করতে তোমাদের বাধ্য করবে। জেনে রাখ, ইসলামের চাকা প্রতিনিয়ত ঘুরছে। সাবধান! তোমরা কুরআনের সাথে থাকবে। সাবধান! কুরআন ও শাসন ক্ষমতা সহসাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তখন তোমরা আল্লাহর কিতাবের আদর্শ পরিত্যাগ করবেনা। সাবধান! সহসায় দেখবে এমন লোক তোমাদের শাসক হবে, তারা তোমাদের শাসন করবে। তখন তোমরা যদি তাদের আনুগত্য কর, তাহলে তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে। আর যদি তাদের সমর্থন না কর, তাহলে তারা তোমাদের হত্যা করবে। হাদীস বর্ণনাকারী একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তখন কি করব? তিনি বললেন, তোমরা তখন তাই করবে, যা করেছিল ঈসা ﷺ-এর সহচরবৃন্দ। তাদেরকে করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছিল এবং শূল বিদ্ধ করে মারা হয়েছিল। আল্লাহর নাফরমানী করে বেঁচে থাকা অপেক্ষা তাঁর অনুগত থেকে জীবনদান করাই উত্তম।

[তবারানীর আল মু'জামুস সগীর]

ব্যাখ্যা: বর্ণিত হাদীস থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় শিক্ষা লাভ করতে পারি। যথা—

১. আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে হাদিয়া-তোহফা তথা উপহার উপটৌকন প্রথা প্রচলন করা সুন্নত। এ জন্য হাদীসে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সরকারী কাজে নিয়োজিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সরকারী কাজে নিয়োজিত হবার পূর্বে উপটৌকন দেয়ার প্রচলন না থাকলে সরকারী কাজে নিয়োগ লাভের পর হাদিয়া-তোহফা প্রদান করলে, তা উপহার উপটৌকন হবে না, বরং তা ঘুষ হবে।
২. মুসলমানদের সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হবে কুরআনের আইনে। কুরআন বিবর্জিত শাসন ব্যবস্থায় স্বৈরাচার ও শোষণ-নিষ্পেষণ নেমে আসবে।
৩. রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা যাই হোক না কেন, মুসলমানদের কর্তব্য হলো কুরআনকে আঁকড়ে ধরা।
৪. আল্লাহর নাফরমানী করে বেঁচে থাকা অপেক্ষা আল্লাহর আনুগত্য করে মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়।

॥৩৯৮॥

তামীম দারী ﷺ-এর বর্ণনা: নবী করীম ﷺ বলেছেন, দীন হলো কল্যাণ কামনা। একথা তিনি তিনবার বললেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য,

মুসলমানদের ইমাম ও নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য ।

[সহীহ মুসলিম]

ব্যাখ্যা: উল্লিখিত হাদীসখানা সাহাবী হযরত তামীম দারী বর্ণিত একখানা ছোট হাদীস । কিন্তু সারমর্মের দিক থেকে হাদীসখানা ব্যাপক অর্থবোধক । এ ছোট হাদীসখানায় ইসলামী জীবন বিধানের পূর্ণ পথ নির্দেশনা রয়েছে । রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘দীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা ।’ বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, কার জন্য কামনা? তিনি বললেন,

১. আল্লাহর জন্য,
২. আল্লাহর কিতাবের জন্য,
৩. আল্লাহর রাসূলের জন্য,
৪. মুসলিম নেতৃবর্গের জন্য এবং
৫. মুসলিম জনসাধারণের জন্য ।

এক. আল্লাহর জন্য কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছে,

১. মানুষ আল্লাহর সাথে আন্তরিক নিষ্ঠা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা স্থাপন করবে । তাতে কোন প্রকার কৃত্রিমতার লেশমাত্রও থাকবে না ।
২. মানুষ আল্লাহর সত্তা, গুণরাজী, ক্ষমতা ও অধিকার ইত্যাদি কোন একটির সাথে কাউকেও শরীক করবেনা ।
৩. মানুষ আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের আনুগত্য করবে ।

দুই. আল্লাহর কিতাবের জন্য কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছে,

১. মানুষ সহীহ শুদ্ধভাবে ধীরে সুস্থে, বুঝে-সুঝে কুরআন তেলাওয়াত করবে ।
২. কুরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে ।
৩. কুরআনের বিধানসমূহকে যথাযথভাবে কার্যকর করবে ।

তিন. আল্লাহর রাসূলের জন্য কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছে,

১. নিজের জীবনে ও সমাজে তাঁর আদর্শকে বাস্তবায়িত করা ।
২. সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তার আদর্শকে বিজয়ী করা এবং তার নেতৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ।

চার. মুসলিম নেতৃবর্গের জন্য কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছে, মুসলিম নেতৃবর্গ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নির্দেশনা অনুযায়ী সঠিক পথে চললে, তাদের সহযোগিতা করা । তারা অন্যায় পথে চললে তাদেরকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করা । অর্থাৎ জনগণকে সাথে নিয়ে অন্যায় প্রতিরোধের চেষ্টা করা । এ কাজে নির্যাতন ভোগ করার সম্ভাবনাও বেশি ।

পাঁচ. মুসলিম জনসাধারণের জন্য কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছে,

১. তারা যদি সৎপথ হারা হয়ে বিপদগামী হয়ে পড়ে, তবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাদেরকে সদুপদেশ দান করে সৎপথের দিশা দান করা এবং তাদের সত্যানুভূতি জাগ্রত করা।
২. তারা অজ্ঞ মূর্খ হলে, তাদের মধ্যে যথার্থ উপায়ে দীনের জ্ঞান প্রচার করা। যেমন- দীনী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা, দীনের প্রচার এত ব্যাপকভাবে করা, যেন সর্বত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশাবলি যথাযথভাবে পালিত হয়।
৩. তারা অসুস্থ হলে তাদের সেবা শশ্রূষা করা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
৪. মুসলিম সমাজের কেউ বিপদগ্রস্ত বা অত্যাচারিত, নির্যাতিত হলে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে তার সাহায্য-সহানুভূতি করা এবং জালিমের প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা।
৫. কোন মুসলমান মারা গেলে তার দাফন, কাফন ও জানাযার ব্যবস্থা করা এবং তার আত্মীয়-স্বজন ও উত্তরাধিকারীগণকে সান্ত্বনা প্রদান করা।